পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রথম পত্র
অধ্যায়-১

পৌরনীতি ও সুশাসন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়- নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।
- নগররাষ্ট্র প্রচলিত ছিল- প্রাচীন গ্রিসে।
- প্রাচীন গ্রিসের যে নগরে নগররাষ্ট্র ছিল- এথেন্স ও স্পার্টা।
- পৌরনীতি হলো- নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।
- মানব সভ্যতার আদি সংগঠন (পরিবার) নিয়ে আলোচনা করে- পৌরনীতি।
- "পরিবার হলো রাষ্ট্রের আদিরূপ" উক্তিটি করেছেন- এরিস্টটল।
- মানবতাবোধ এক ধরনের- অনুভূতি।
- পৌরনীতি শিক্ষা দেয়- সুনাগরিকতার।
- পৌরনীতির তিনটি প্রধান আলোচ্য বিষয়- রাষ্ট্র, সরকার ও আইন।
- জর্জ বার্নার্ড শ যে দেশের নাগরিক- আয়ারল্যান্ড।
- পৌরনীতি একটি প্রবহমান- সমাজবিজ্ঞান।
- নাগরিক এর অনন্য পবিত্র হৃদয়ানুভূতি হচ্ছে- দেশাত্মবোধ।
- মানবতাবোধ হলো- মানবাত্মার অনুভূতি।
- পৌরনীতি পাঠে নাগরিকের পরিবর্তন ঘটে- দৃষ্টিভঙ্গির।
- জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত নাগরিক যেকোনো রাষ্ট্রের- সম্পদ।
- এরিস্টটল যে দেশের অধিবাসী ছিলেন- গ্রিস।
- 'The Politics' গ্রন্থটি- এরিস্টটল এর।
- 'The Republic' গ্রন্থটি- প্লেটোর।
- Das Kapital গ্রন্থটি- কার্ল মার্ক্স।
- 'Das Kapital' যে সালে প্রকাশিত হয়- ১৮৬৭।
- কার্ল মার্ক্স যে দেশের- জার্মানি।
- সমাজতন্ত্রের জনক- কার্ল মার্কস।
- প্লেটো যে দেশের অধিবাসী ছিলেন- গ্রিস।
- "পুণ্যই জ্ঞান বা সৎ গুণই জ্ঞান" কথাটি বলেছেন- সক্রেটিস।
- "জ্ঞানই সকল গুণের জননী" বলেছেন- প্লেটো।
- "রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঠিক ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে"- অধ্যাপক এরিকসন।
- রুশ বিপ্লব হয়- ১৯১৭ সালে।
- রুশ বিপ্লবের নায়ক- লেনিন।
- রুশ বিপ্লব মূলত- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।
- "মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই পৌরনীতির শিকড় গ্রথিত" উক্তিটি- লর্ড ব্রাইস।
- দার্শনিক রুশো একজন- ফরাসি।
- মন্টেস্কু যে দেশের অধিবাসী- ফরাসি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. Civis ও Civitas শব্দের অর্থ যথাক্রমে – [চ. বো.'২১, ঢা. বো.'১৯, য. বো.'১৭]
Ⓐ নাগরিক ও রাষ্ট্র Ⓑ জাতীয় রাষ্ট্র ও নাগরিক
Ⓒ নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র Ⓓ জাতীয় জনসমাজ ও রাষ্ট্র **Ans Ⓒ**

02. পুর বা পুরী কোন ভাষার শব্দ? [রা.বো.২১]
Ⓐ বাংলা Ⓑ হিন্দি Ⓒ উরিয়া Ⓓ সংস্কৃত **Ans Ⓓ**

03. 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি'- উক্তিটি কার? [দি.বো.২১, রা. বো.'১৯]
Ⓐ ই.এম. হোয়াইট Ⓑ এফ. আই. গ্লাউড
Ⓒ অধ্যাপক গার্নার Ⓓ জন অস্টিন **Ans Ⓐ**

04. মানবসমাজের আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান কোনটি? [কু.বো.২১]
Ⓐ রাষ্ট্র Ⓑ পরিবার Ⓒ বিদ্যালয় Ⓓ মসজিদ **Ans Ⓑ**

05. 'Civis' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [স. বো.'১৯, ব. বো.'১৯, দি. বো.'১৯]
Ⓐ ল্যাটিন Ⓑ গ্রিক Ⓒ ইংরেজি Ⓓ ফরাসি **Ans Ⓐ**

06. কোন ভাষায় নগরকে 'পুর' বা 'পুরী' বলা হয়? [ঢা. বো.'১৯, ব. বো.'১৯]
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ জার্মান
Ⓒ ল্যাটিন Ⓓ সংস্কৃত **Ans Ⓓ**

07. কোন দিক থেকে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক ও অভিন্ন? [কু. বো.'১৯]
Ⓐ উৎপত্তিগত Ⓑ বিষয়গত
Ⓒ আলোচনার দৃষ্টিকোণ Ⓓ প্রবিধিগত **Ans Ⓐ**

08. 'CIVITAS' শব্দের অর্থ কী? [কু.বো.২১,রা. বো.'১৯, চ. বো.'১৭,দি. বো.'১৬,ব. বো.'১৬]
Ⓐ নগর Ⓑ নগররাষ্ট্র Ⓒ নাগরিক Ⓓ নাগরিকতা **Ans Ⓑ**

09. প্রাচীনকালে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে কোনটি গড়ে উঠতো? [সি.বো.২১,রা. বো.'১৯, ব. বো.'১৭, ব. বো.'১৭]
Ⓐ পরিবার Ⓑ গোষ্ঠী Ⓒ নগররাষ্ট্র Ⓓ জাতিরাষ্ট্র **Ans Ⓒ**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-২

সুশাসন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুশাসন (Good Governance) হলো- নাগরিক সেবার রক্ষাকবচ।
- সুশাসনের সমস্যা দূর করার শ্রেষ্ঠ উপায়- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিকতা।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে - ১৯৮৯ সালে।
- ম্যাককরনী (Mac Corney) এর মতে- 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়'।
- মিশেল ক্যামডেসাস এর মতে- 'রাষ্ট্রের সবধরনের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক (Good Goverance is important for countries at all stages of development)'।
- UNDP-এর মতে- 'একটি দেশের সার্বিক স্তরের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চার বা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো সুশাসন'।
- বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের প্রধান স্তম্ভ - ৪টি (দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো ও অংশগ্রহণ)।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. একটি দেশে ন্যায়পালের উপস্থিতি কী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক? [GST-B : 22-23]
Ⓐ কার্যকর আইন বিভাগ Ⓑ কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতাকাঠামো
Ⓒ জনকল্যাণমূলক সুশাসন Ⓓ ন্যায়বিচার **Ans Ⓒ**

02. কোন প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে? [ঢা.বো.২১, য.বো.২১]
Ⓐ আই.এম.এফ Ⓑ বিশ্ব ব্যাংক Ⓒ ইউ.এন.ডি.পি Ⓓ জাতিসংঘ **Ans Ⓑ**

03. পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় কোনটি? [রা.বো.২১]
Ⓐ মানুষের সামাজিক জীবন Ⓑ রাজনৈতিক বিষয়াবলি
Ⓒ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য Ⓓ বিশ্ব নাগরিকতা **Ans Ⓐ**

04. কোনটি সুশাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? [য.বো.২১]
Ⓐ দুর্নীতিমুক্ত সরকার Ⓑ রাজনৈতিক কোন্দল
Ⓒ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা Ⓓ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব **Ans Ⓑ**

05. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানতে হলে কোন বিষয় পাঠ করা প্রয়োজন? [ব.বো.২১]
Ⓐ সমাজবিজ্ঞান Ⓑ ইসলামের ইতিহাস
Ⓒ অর্থনীতি Ⓓ পৌরনীতি ও সুশাসন **Ans Ⓓ**

CamScanner

06. সুশাসন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [দি.বো.২১, য.বো.২১]
Ⓐ Good government Ⓑ Good governor
Ⓒ Good governmental Ⓓ Good governance Ans D

07. বিশ্বব্যাংক তার সমীক্ষায় কত সালে 'সুশাসন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করে? [য.বো.২১]
Ⓐ ১৯৮৯ Ⓑ ১৯৯০ Ⓒ ১৯৯১ Ⓓ ১৯৯২ Ans A

08. কোনটি সুশাসনের পরিচয় দেয়? [কু.বো.'১৯]
Ⓐ গণসম্প্রীতি Ⓑ গণস্বার্থ Ⓒ গণআকাঙ্ক্ষা Ⓓ গণচেতনা Ans A

09. সুশাসন ধারণাটি কোন সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত? [দি.বো.'১৯]
Ⓐ জাতিসংঘ Ⓑ ইউএনডিপি Ⓒ এডিবি Ⓓ বিশ্বব্যাংক Ans D

10. দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে - [দি.বো.'১৯]
Ⓐ জবাবদিহিতা Ⓑ অংশগ্রহণ Ⓒ আইন Ⓓ সুশাসন Ans A

প্রথম পত্র অধ্যায়-৩ মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যে সমস্ত রীতি নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে তাকে বলে- মূল্যবোধ (Values)।
- মূল্যবোধের উপাদান হলো- নীতি, মান, বিশ্বাস।
- নীতিশিক্ষা বা নীতিশাস্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Ethics.
- কোনো আইন নয়, তবে আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে - নৈতিকতা।
- মানুষের বাহ্যিক ও মানসিক উভয়বিধ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে - নৈতিকতা।
- নৈতিকতা হলো- সুশাসনের অন্তর্নিহিত শক্তি।
- ব্যক্তির ভালো- মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় - নৈতিক মূল্যবোধ।
- সাম্য মানে - সকল মানুষ সমান, সাম্য অর্থ হচ্ছে সুযোগ সুবিধার সমতা।
- "সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই আইন" উক্তিটি করেছেন– এরিস্টটল।
- "রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যে আদেশ প্রদান করে তাই আইন" উক্তিটি– হবসের।
- সর্বপ্রথম আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য দেখান– ম্যাকিয়াভেলি।
- "যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না" উক্তিটি– জন লকের।
- স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ– Liberty.
- "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ" উক্তিটি– জ্যাঁক রুশোর।
- Essay on Liberty গ্রন্থের লেখক - John Stuart Mill.
- "চিরন্তন সতর্কতা স্বাধীনতার মূল্য ও সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র"- গ্রিক দার্শনিক পেরিক্লিসের মতে।
- "নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়" উক্তিটি– উইলোবীর।
- আইনের স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে পার্থক্য– ক্রিমাত্রিক সমগ্রতা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. "নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম।" - কে বলেছেন? [ঢা.বো.২১]
Ⓐ জন স্টুয়ার্ট মিল Ⓑ টি. এইচ. গ্রিন
Ⓒ হার্বার্ট স্পেনসার Ⓓ হ্যারল্ড জে লাস্কি Ans A

02. প্রাকৃতিক স্বাধীনতার প্রবক্তা হলেন-[ঢা.বো.২১]
Ⓐ হার্বার্ট স্পেনসার Ⓑ জন স্টুয়ার্ট মিল
Ⓒ জন লক Ⓓ হ্যারল্ড জে লাস্কি Ans C

03. "The Spirit of Laws" গ্রন্থের লেখক কে? [যশোর বোর্ড: ২০২১]
Ⓐ মেডিসন Ⓑ মার্সিলিও অব পাদুয়া Ⓒ মন্টেস্কু Ⓓ ব্লাকস্টোন Ans C

04. আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক কেমন? [কু.বো.২১]
Ⓐ নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট Ⓑ মোটামুটি
Ⓒ পরস্পর বিরোধী Ⓓ এক ও অভিন্ন Ans D

05. 'Liber' শব্দের অর্থ কী? [য.বো.২১]
Ⓐ মুক্ত থাকা Ⓑ নিয়ন্ত্রণ থাকা
Ⓒ জাগ্রত থাকা Ⓓ উন্মুক্ত থাকা Ans A

06. "যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না"- উক্তিটি কার? [ব.বো.২১]
Ⓐ জন লক Ⓑ বার্কার Ⓒ উইলোবী Ⓓ এ.ভি.ডাইসি Ans A

07. আইন প্রয়োগ করা সরকারের কোন অঙ্গের কাজ? [ব.বো.২১]
Ⓐ আইন বিভাগের Ⓑ বিচার বিভাগের
Ⓒ শাসন বিভাগের Ⓓ আইন মন্ত্রণালয়ের Ans C

08. — সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন। [ব.বো.২১]
Ⓐ সামাজিক Ⓑ অর্থনৈতিক Ⓒ ব্যক্তিগত Ⓓ আইনগত Ans B

প্রথম পত্র অধ্যায়-৪ ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ই-গভর্নেন্স বলতে বোঝায় - সরকার ও শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার।
- তথ্য দ্বারা নাগরিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হলো- ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।
- ই-গভর্নেন্সের মূল বাধা- শাসক ও বিরোধী দল।
- E-Government মানে - ডিজিটাল সরকার।
- সুশাসন ও ই-গর্ভনেন্সের সম্পর্ক হলো - পরস্পর সম্পূরক।
- ই-গভর্নেন্স শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় - ১৯৯০ সালের শেষের দিকে।
- আমেরিকায় ই-গভর্নেন্স অ্যাক্ট পাস হয় - ২০০২ সালে।
- Access to Information (a2i) প্রোগ্রাম চালু করে - UNESCO।
- ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য - তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ই-গভর্নেন্সের স্তম্ভ- ৪টি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ISP এর পূর্ণরূপ কোনটি? [ঢা. বো.'১৯, য. বো.'১৯, দি. বো.'১৭]
Ⓐ Internet Service Project
Ⓑ Internet Service Provider
Ⓒ International Service Provider
Ⓓ Internet Service Protocol Ans B

02. ই-গভর্নেন্সের অন্যতম বাহন কোনটি? [চ. বো.'১৯]
Ⓐ ইউটিউব Ⓑ ফেসবুক Ⓒ ই-মেইল Ⓓ ইন্টারনেট Ans D

03. ডিজিটাল বাংলাদেশ কত সালে ঘোষণা করা হয়? [চ. বো.'১৯]
Ⓐ ২০০৬ Ⓑ ২০০৭ Ⓒ ২০০৮ Ⓓ ২০০৯ Ans C

04. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদানকৃত নাগরিক সেবাকে কী বলা হয়?
Ⓐ ই-প্রশাসন Ⓑ ই-সেবা Ⓒ ই-গণতন্ত্র Ⓓ ই-কমার্স Ans B

05. স্বচ্ছতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [দি. বো.'১৭]
Ⓐ Responsiveness Ⓑ Transparency
Ⓒ Accountability Ⓓ Consensus Ans B

06. G & C অর্থ- [দি. বো.'১৭]
Ⓐ Government to citizen Ⓑ Government to citizenship
Ⓒ Government to civil society
Ⓓ Government to civil servant Ans A

প্রথম পত্র অধ্যায়-৫ অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সাধারণত ব্যক্তির ইচ্ছেমত কাজ করার ক্ষমতাকে বলে- অধিকার।
- অধিকার- দুই প্রকার ১. নৈতিক অধিকার ২. আইনগত অধিকার।
- অধিকারের রক্ষা কবচ - আইন।
- 'জনগণ সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টিই স্বাধীনতা ও অধিকারের সতর্ক প্রহরী' উক্তিটি- অধ্যাপক লাস্কির।
- 'তথ্য অধিকার' আইনটি সর্বপ্রথম পাশ হয়- সুইডিশ পার্লামেন্টে (১৭৬৬ সালে)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- আমলাতন্ত্রের জনক- ম্যাক্স ওয়েবার।
- ম্যাক্সওয়েবার- জার্মান দার্শনিক।
- **'Ideal Type of Bureaucracy'** ধারণাটি- ম্যাক্সওয়েবারের।
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে- ১৯৯১ সালে।
- লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়- আমলাতন্ত্রে।
- 'মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু নয়তো দেবতা'- এরিস্টটল।
- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের- আমলা বলে।
- লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কাজে- দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করে।
- আমলারা মূলত- শাসন বিভাগের সদস্য।
- PSC এর পূর্ণ- Public Service Commission.
- আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি দেশের উন্নতি রোধ করে- দেশ প্রেম ও সততার অভাবে।
- অনুন্নত দেশে আমলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়- রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাবে।
- রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য প্রয়োজন- আদর্শ আমলাতন্ত্র।
- বাংলাদেশে আমলাগণ- জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু মনে করে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. Bureau শব্দটি কোন ভাষার? [কু. বো.'১৯]
Ⓐ ল্যাটিন Ⓑ গ্রিক Ⓒ ফরাসি Ⓓ আরবি **Ans Ⓒ**

02. লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? [কু. বো.'১৯]
Ⓐ সংসদে উত্থাপিত বিলকে Ⓑ সংসদের আইনকে
Ⓒ সরকারি সিদ্ধান্তকে Ⓓ আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতাকে **Ans Ⓓ**

03. "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি"- সংজ্ঞাটি কার? [কু. বো.'১৯]
Ⓐ অ্যাপলার Ⓑ ফাইনার Ⓒ অগ Ⓓ ফিফনার **Ans Ⓑ**

04. 'আমলাতন্ত্রের' ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? [রা. বো.'১৯]
Ⓐ Bureau Ⓑ Bureaucrats
Ⓒ Bureaucracy Ⓓ Bureaucratic **Ans Ⓒ**

05. নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী আমলারা কোনটি থেকে বিরত থাকেন? [রা. বো.'১৯]
Ⓐ জনসেবা Ⓑ পরামর্শদান Ⓒ রাজনীতি Ⓓ বিরোধ নিষ্পত্তি **Ans Ⓒ**

06. আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীদের দক্ষতা কীভাবে বাড়ে [চ. বো.'১৯]?
Ⓐ পড়াশোনার মাধ্যমে Ⓑ অনুশীলনের মাধ্যমে
Ⓒ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Ⓓ অধিক পরিশ্রম করে **Ans Ⓒ**

07. আদর্শ আমলাতন্ত্রের জনক কে? [য. বো.'১৯, সি. বো.'১৯ , সি. বো.'১৯, ঢা. বো.' ১৭, ঢা. বো.'১৬]
Ⓐ অধ্যাপক ফাইনার Ⓑ ম্যাক্সওয়েবার
Ⓒ ফিফনার ও প্রেসথাস Ⓓ অধ্যাপক অগ **Ans Ⓑ**

08. আমলারা কার নিকট জবাবদিহি করেন? [সি. বো.'১৯]
Ⓐ রাষ্ট্রপতির Ⓑ প্রধানমন্ত্রীর Ⓒ মন্ত্রীর Ⓓ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার **Ans Ⓓ**

09. লাল-ফিতার দৌরাত্ম্য বলতে বোঝায় আমলাদের-[দি. বো.'১৯]
Ⓐ কাজের দীর্ঘসূত্রিতা Ⓑ দায়িত্বশীলতা
Ⓒ কর্মকৌশল Ⓓ কর্মদক্ষতা **Ans Ⓐ**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-১০

দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'জাতি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ- Nation.
- Nation ও Nationality শব্দটির উৎপত্তি- ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus থেকে।
- ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটে- পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে।
- নিকোলাস ম্যাকিয়াভেলী- ইতালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।
- ফরাসি বিপ্লব হয়- অষ্টাদশ শতকে।
- জাতীয়তাবাদী চেতনার ফল হচ্ছে- জাতি।
- রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকেই বলা হয়- জাতি।
- জাতি গঠনে অপরিহার্য- রাজনৈতিক সংগঠন।
- জাতীয়তা হলো- এক প্রকার মানসিক অনুভূতি।
- "জাতীয়তা সাধারণভাবে এক ধরনের মানসিকতা" উক্তিটি- অধ্যাপক গার্নির।
- ভাষা আন্দোলন হয়- ১৯৫২ সালে।
- বাঙালি জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছিল- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।
- বাঙালি জাতি স্বাধীন হয়- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছিল- ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে।
- "জাতীয়তাবোধ মূলত এক মানসিক অবস্থা এবং এক প্রকার চেতনা" উক্তিটি- হ্যান্স কোঁন এর।
- ফরাসি বিপ্লব হয়- ১৭৮৯ সালে।
- দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি হয়- ১৯১৯ সালে।
- ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ১৯৪৭, ১৫ ও ১৪ আগস্ট।
- জাতীয়তা হলো - মানসিক ধারণা ও আধ্যাত্মিক চেতনা।
- দেশপ্রেম হলো - মানবীয় গুণ।
- দেশপ্রেম ও জাতীয়তা - একই উৎসের জাতক।
- জাতি ও জাতীয়তা বলতে বোঝায়- একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি।
- ফিক্টে (Fichte) হলেন- জার্মান দার্শনিক।
- ধর্মের পার্থক্যের কারণে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়- ১৯৪৭ সালে।
- জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- ভৌগোলিক ঐক্য।
- নৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তার উদাহরণ- বাঙালি।
- মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফুটে ওঠে- দেশপ্রেম।
- নিজ দেশের জন্য গর্ববোধ এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় না করা হলো- দেশপ্রেম।
- 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা' গানে প্রকাশ পেয়েছে- দেশপ্রেম।
- 'Patriotism' ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ- দেশপ্রেম।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. "মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব"- উক্তিটি কার? [ঢা.বো.২১, কু.বো.২১]
Ⓐ সক্রেটিস Ⓑ প্লেটো Ⓒ এরিস্টটল Ⓓ ম্যাকিয়াভেলি **Ans Ⓒ**

02. জাতীয়তার ধারণা মূলত-[ঢা.বো.২১]
Ⓐ সাংস্কৃতিক Ⓑ নৈতিক Ⓒ মানসিক Ⓓ সামাজিক **Ans Ⓒ**

03. জাতীয়তা হলো- [চ.বো.২১]
Ⓐ সাংস্কৃতিক অনুভূতি Ⓑ মানসিক ধারণা ও অনুভূতি
Ⓒ রাজনৈতিক অধিকার Ⓓ সামাজিক চেতনা **Ans Ⓑ**

04. কোনটি জাতীয়তার উপাদান? [য.বো.২১]
Ⓐ ভৌগোলিক ঐক্য Ⓑ অর্থনৈতিক মন্দা
Ⓒ ভিন্ন ভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা Ⓓ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি **Ans Ⓐ**

05. মানুষের সামাজিক আচরণের ভালোমন্দ বিচারের মাপকাঠি কোনটি? [চ.বো.২১]
Ⓐ ধর্ম Ⓑ প্রথা
Ⓒ মূল্যবোধ Ⓓ আইন **Ans Ⓒ**

06. জাতীয়তার ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি
Ⓐ Nation Ⓑ Nationality
Ⓒ Nationalism Ⓓ National **Ans Ⓑ**

07. স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন জাতীয়তার কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছিল? [কু.বো.২১]
Ⓐ ধর্ম Ⓑ ভাষা Ⓒ বংশ Ⓓ ইতিহাস **Ans Ⓐ**

08. 'Natio' ও 'Natus' শব্দ দু'টি কোন ভাষা থেকে আগত? [কু.বো.২১]
Ⓐ ল্যাটিন Ⓑ গ্রিক
Ⓒ ইংরেজি Ⓓ ফরাসি **Ans Ⓐ**

09. নিজ দেশের প্রতি আনুগত্যকে কী বলে? [রা.বো.২১]
Ⓐ দেশপ্রেম Ⓑ জাতীয়তা
Ⓒ নাগরিকতা Ⓓ জাতীয়তাবোধ **Ans Ⓐ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-১

ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নদীয়া/বাংলা দখল করেন- ১২০৪ সালে।
- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নদীয়া/বাংলা বিজয়ের সময় নদীয়ার/বাংলার রাজা ছিলেন- লক্ষণ সেন।
- বাংলার নাম 'বঙ্গ' বলেছেন- আবুল ফজল।
- ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন- ১৩৪৫ সালে।
- ইবনে বতুতা যখন বাংলাদেশে আসেন তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ।
- 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' উপাধি- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের।
- রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই।
- বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়- ১৬১০ সালে।
- বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়- ১৬০০ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে – ১৬৯৮ সালে।
- ভাস্কো দা-গামা ভারতে আসেন- ১৪৯৮ সালে।
- সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসেন- ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল।
- ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত- পলাশির প্রান্তর।
- পলাশীর যুদ্ধ হয়- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
- সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়- ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন।
- বক্সারের যুদ্ধ হয়- ১৭৬৪ সালে।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়- ২২ মার্চ ১৭৯৩।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন- লর্ড কর্নওয়ালিশ।
- অফিস-আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি চালু হয়- ১৮৩৫ সালে।
- 'The Indian Mussalman' গ্রন্থটি- উইলিয়াম হান্টারের।
- সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়- ১৮৮৫ সালে।
- মুসলীম লীগ গঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ হয়- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।
- মুর্শিদকুলি বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন- ১৭০০ সালে।
- 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয়- ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর।
- বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি হয়- ১৯২৩ সালে।
- দ্বি-জাতি তত্ত্বের জনক- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়- ১৯৪০ সালে।
- লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন- বাংলার এ.কে. ফজলুল হক।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল- ১৭৭০ ইংরেজি সালে।
- ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন- মজনু শাহ।
- নীল বিদ্রোহ হয়- ১৮৬০ সালে।
- 'নীল দর্পণ'র রচয়িতা- দীনবন্ধু মিত্র।
- সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়- ১৮৫৫ সালে।
- ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেন- হাজী শরীয়ত উল্লাহ।
- ফরায়েজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদান করেন- দুদু মিয়া।
- তিতুমীরের জন্ম- ১৭৮১ সালে।
- নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন- তিতুমীর।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২১ সালে।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়- ১৯৫৪ সালে।
- জমিদারি প্রথা বাতিল হয়- ১৯৫০ সালে।
- '৫৪'র নির্বাচনে, যুক্তফ্রন্ট আসন পায়- ২২৩টি।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড গঠিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- গণঅভ্যুত্থান হয়- ১৯৬৯ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন- স্যার সলিমুল্লাহ।
- পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়- ২৩ মার্চ ১৯৫৬।
- "বুলেটের চেয়ে ব্যালট-ই বেশি শক্তিশালী" উক্তিটি করেছেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- সিপাহি বিপ্লব হয়- ১৮৫৭ সালে।
- ভারতের শাসনক্ষমতা সরাসরি ব্রিটেনের কাছে চলে যায়- ১৮৫৮ সালে।
- 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' আইন পাশ হয়- ১৮৬১ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গ রদ বাতিল করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন পাশ হয়- ১৯০৯ সালে।
- খিলাফত আন্দোলন হয়- ১৯২০ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১৯১৪ সালে।
- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- মাস্টারদা সূর্যসেন।
- সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল।
- ভারত শাসন আইন- ১৯৩৫ সালে।
- 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়- ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই।
- লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১৯৩৯ সালে।
- ভাস্কো-দা-গামা- ভারতের যে বন্দরে প্রথম পদার্পণ করেন- কালিকটবন্দর।
- ওলন্দাজ বা ডাচরা ভারতে আসেন - ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে।
- ডেনিশ বা দিনেমাররা প্রথম ভারতে আসেন - ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- ইংরেজরা প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন - সুরাটে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে।
- ইংরেজরা হরিহরপুরে কুঠি নির্মাণ করেন - সুরাটে ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' পাশ হয়- ১৭৮৪ সালে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01 . মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় সদস্য কতজন ছিল? [ঢা. বো.'২১, য বো.'২১]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ Ans Ⓑ

02. বারাসাত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? [ঢা. বো.'২১]
Ⓐ হাজী শরীয়তউল্লাহ Ⓑ নবাব আব্দুল লতিফ
Ⓒ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ Ⓓ শহিদ তিতুমীর Ans Ⓓ

03. কোন সালের আইনে ভারতবর্ষের কেন্দ্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন? [ঢা. বো.'২১, চ. বো.'২১]
Ⓐ ১৯০৯ Ⓑ ১৯৯১ Ⓒ ১৯৩৫ Ⓓ ১৯৪৭ Ans Ⓒ

04. ১৯৪৫ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন জয় লাভ করে? [চ. বো.'২১]
Ⓐ ১৬৭ Ⓑ ১৮৮ Ⓒ ২২৩ Ⓓ ২৩৬ Ans Ⓒ

05. লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে 'x' সম্প্রদায় নিজস্ব রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। উক্ত সম্প্রদায় নিচের কোনটিকে সমর্থন করে? [কু: বো.'২১]
Ⓐ হিন্দু Ⓑ মুসলিম Ⓒ বৌদ্ধ Ⓓ শিখ Ans Ⓑ

06. কত সালে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা পেশ করা হয়? [কু: বো.'২১]
Ⓐ ১৯৪৪ Ⓑ ১৯৪৫ Ⓒ ১৯৪৬ Ⓓ ১৯৪৭ Ans Ⓒ

07. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন মূলত কোন পরিকল্পনার বাস্তব রূপ? [কু: বো.'২১]
Ⓐ ২ জুন Ⓑ ৩ জুন
Ⓒ ৫ জুন Ⓓ ১৮ জুন Ans Ⓑ

08. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে নতুন কয়টি প্রদেশ সৃষ্টি হয়? [রা. বো.'২১]
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি Ans Ⓑ

09. কে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার সদস্য ছিলেন? [ব. বো.'২১, চ. বো.'২১]
Ⓐ লর্ড বেন্টিঙ্ক Ⓑ স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপস
Ⓒ লর্ড মর্লে Ⓓ লর্ড মিন্টো Ans Ⓑ

10. ১৯৪০ সালের কোন তারিখে লাহোর প্রস্তাব পেশ করা হয়? [সি. বো.'২১]
Ⓐ ২৩ মার্চ Ⓑ ২৩ এপ্রিল
Ⓒ ২৩ মে Ⓓ ২৩ জুন Ans Ⓐ

CS CamScanner

দ্বিতীয় পত্র | অধ্যায়-২ — পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পাকিস্তানের কত ভাগ লোকের ভাষা বাংলা ছিল– ৫৬ ভাগ।
- 'তমুদ্দিন মজলিস' গঠিত হয়– ১৯৪৭ সালে।
- পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর– মোহম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট– ইস্কান্দার মির্জা।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী-লিয়াকত আলী খান।
- ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন– নূরুল আমিন।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলো– খাজা নাজিমুদ্দিন।
- শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন– শহিদ শফিউরের পিতা (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)।
- বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়- ১৯৪৮ সালে।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়– ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়– ১৯৫৫ সালে
- পাক-ভারত যুদ্ধ হয়– ১৯৬৫ সালে।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।
- ২১ দফার প্রথম দফা– রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন হয়– ২১ দফার ভিত্তিতে।
- ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা- ৩০৯টি।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়– ১৯৫৪ সালে ৪ এপ্রিল।
- পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয়– ১৯৫৬ সালের সংবিধানে।
- পাকিস্তানের প্রথম সামরিক আইন জারি হয়– ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর।
- 'Basic Democracy' এর প্রবর্তক– আইয়ুব খান।
- ১৯৬২ সালের সংবিধান হয়– আইয়ুব এর আমলে।
- চরমপত্র– স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান।
- পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল– লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করা হয়- ১৯৬৬ সালে (৫-৬ ফেব্রুয়ারি) লাহোরে।
- বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়– ৬ দফাকে।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়– ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রধান আসামি– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ১১ দফা পেশ করা হয়- ১৯৬৯ সালে।
- শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়– ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' উপাধি দেওয়া হয়– ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।
- বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়– ২ মার্চ ১৯৭১।
- পাকিস্তানি সেনারা বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়- ২৫ মার্চ ১৯৭১।
- বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত করেন– আ.স.ম আব্দুর রব।
- বিদেশে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়– কলকাতায়, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১।
- মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (আগরতলায়)।
- 'মুজিবনগর সরকার' শপথ নেয়– ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।
- ১০নং সেক্টর ছিল- নৌবাহিনীর অধীনে।
- দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেন– এম.এ.জি ওসমানী।
- তাস- রাশিয়ার বার্তা সংস্থা।
- বাংলাদেশের বিজয়– ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে– ভুটান (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)।
- দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে– ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি- ৩৫জন (প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [ঢা. বো.'২১, চ. বো.'২১]
Ⓐ সৈয়দ নজরুল Ⓑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Ⓒ তাজউদ্দিন আহমেদ Ⓓ এম. মনসুর আলী **Ans C**

02. ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ঢা. বো.'২১]
Ⓐ সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন Ⓑ প্রদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন
Ⓒ ভারতবর্ষের ভিত্তি Ⓓ ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি **Ans A**

03. উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি কে উত্থাপন করেন ? [ঢা. বো.'২১]
Ⓐ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত Ⓑ যোগেন্দ্রনাথ দত্ত
Ⓒ এ. কে. ফজলুল হক Ⓓ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **Ans A**

04. আগরতলা মামলায় আসামির সংখ্যা কত ছিল? [ঢা. বো.'২১]
Ⓐ ৩৪ Ⓑ ৩৫ Ⓒ ৩৬ Ⓓ ৩৭ **Ans B**

05. ১৯৭১ সালের কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়? [ঢা. বো.'২১]
Ⓐ ১০ এপ্রিল Ⓑ ১২ এপ্রিল Ⓒ ১৭ এপ্রিল Ⓓ ১৯ এপ্রিল **Ans A**

06. জেনারেল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের স্তর কয়টি ছিল? [চ. বো.'২১]
Ⓐ ৪ Ⓑ ৫ Ⓒ ৬ Ⓓ ৭ **Ans A**

07. রিপন ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাড়িটি কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল? [কু: বো.'২১]
Ⓐ ২ Ⓑ ৪ Ⓒ ৫ Ⓓ ৬ **Ans A**

08. ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কত হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল? [কু: বো.'২১]
Ⓐ ৮৯ Ⓑ ৯০ Ⓒ ৯২ Ⓓ ৯৩ **Ans D**

দ্বিতীয় পত্র | অধ্যায়-৩ — রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : বাংলাদেশের স্বাধীনতা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল- নারিকেলবাড়িয়ায়।
- তিতুমীরের পূর্ণ নাম - সৈয়দ মীর নিসার আলী।
- তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয় - ১৮৩১ সালে।
- মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন- নবাব আব্দুল লতিফ (১৮৬৩ সালে)।
- বেঙ্গলপ্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- ফজলুল হক প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করেন- ১৯৩৮ সালে।
- অবিভক্ত বাংলার ১ম মুখ্যমন্ত্রী- শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- মাওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলন করেন - ১৯৫৯ সালে টাঙ্গাইলে।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় - ১৯৪৯ সালে।
- বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন - ১৯৪৯ সালে।
- বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন - ১৯৬৬ সালের ১মার্চ।
- আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি- ফিদেল কাস্ত্রো।
- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন - হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- ফরজ শব্দের অর্থ হলো - অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ।
- ১৭৮১ সালে মাদারিপুর জন্মগ্রহণ করেন- হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- মহৎপ্রাণ ও ধার্মিক নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৪০ সালে।
- ফরায়েজি শব্দটি এসেছে- ফরজ শব্দ থেকে।
- হাজী শরীয়তউল্লাহ মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- পুত্র দুদু মিয়া।
- তিতুমীরের জন্ম- চব্বিশ পরগনায় ১৭৮২ সালে।
- 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন- নবাব আব্দুল লতিফ।
- বাংলার সৈয়দ বলা হয়- নবাব আব্দুল লতিফকে।
- এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন- ১৯৫৪ সালে।
- জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়- ১৯৫০ সালে।
- কৃষি ঋণ আইন পাশ হয়- ১৯১৩ সালে।

CS CamScanner

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঋণসালিশি বোর্ড কেন গঠন করে? [দি. বো.'২১]
Ⓐ কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য
Ⓑ জমির ওপর প্রজার মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য
Ⓒ কৃষক-প্রজাদের ঋণভার লাঘবের জন্য
Ⓓ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য (Ans C)

02. গণতন্ত্রের মানসপুত্র কাকে বলা হয়? [দি. বো.'২১]
Ⓐ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ Ⓑ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
Ⓒ এ. কে. ফজলুল হক Ⓓ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (Ans B)

03. দেশবন্ধু কাকে বলা? [দি. বো.'২১]
Ⓐ নবাব আব্দুল লতিফ Ⓑ চিত্তরঞ্জন দাশ
Ⓒ এ. কে ফজলুল হক Ⓓ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (Ans B)

04. কার নেতৃত্বে 'তমুদ্দিন মজলিস' গঠিত হয়? [চ. বো.'২১]
Ⓐ অধ্যাপক আবুল কাশেম Ⓑ অধ্যাপক ইউসুফ
Ⓒ অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ Ⓓ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান (Ans A)

05. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [চ. বো.'২১]
Ⓐ ১৯১৯ Ⓑ ১৯২০ Ⓒ ১৯২১ Ⓓ ১৯২২ (Ans B)

06. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কোথায় জন্মগ্রহণ করে? [কু: বো.'২১]
Ⓐ টাঙ্গাইল Ⓑ পাবনা Ⓒ সিরাজগঞ্জ Ⓓ ময়মনসিংহ (Ans C)

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৪

বাংলাদেশের সংবিধান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন/ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন– ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে
- গণপরিষদ আদেশ জারি হয়– ২৩ মার্চ ১৯৭২।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য– ৩৪ জন।
- সংবিধান রচনায় একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য– সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।
- সংবিধান কমিটির সভাপতি– ড. কামাল হোসেন।
- খসড়া সংবিধান উত্থাপিত হয়– ১২ অক্টোবর ১৯৭২।
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ– ১৫৩টি।
- বাংলাদেশের সংবিধান বিভক্ত– ১১টি ভাগে।
- ৭২-এর সংবিধানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল– ১৫টি।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মেয়াদ– ৫ বছর।
- বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি– ৪টি।
- সংবিধানের মূলনীতি উল্লেখ আছে সংবিধানের– ৮ অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের সংবিধান হাতে লেখেন– আ.স.ম আবদুর রব।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ছিল– মুজিবনগর।
- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা– জাতীয় সংসদের হাতে।
- ন্যায়পাল গঠন সংবিধানের- ৭৭ অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের নির্বাহী প্রধান– প্রধানমন্ত্রী।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তন হয়েছিল– ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে– দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- এ পর্যন্ত সংবিধানের সংশোধন হয়েছে– ১৭ বার।
- মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার– সংবিধানের প্রথম সংশোধনী।
- প্রথম সংশোধনী পাস হয়– ১৫ জুলাই ১৯৭৩।
- সংবিধানের ২য় সংশোধনীর বিষয়বস্তু– দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান।
- জরুরি অবস্থা সংবিধানের– ১৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।
- দুটি সংসদ অধিবেশনের মধ্যে বিরতি– ৬০ দিন।
- দ্বিতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়– ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।
- সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর বিষয়বস্তু– একদলীয় শাসন ব্যবস্থা (বাকশাল গঠন)।
- চতুর্থ সংশোধনী পাস হয়– ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫।
- সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পাস হয়– ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে।
- ষষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হয়– ১৯৮১ সালের ১ জুলাই।
- সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর বিষয়বস্তু– উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করার ক্ষমতা।
- সপ্তম সংশোধনীর বিষয়বস্তু– এরশাদ শাসনের বৈধতা।
- সপ্তম সংশোধনী পাস হয়– ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম সংশোধনী পাস হয়– ১৯৮৮ সালের ৭ জুন।
- Dacca বানান Dhaka হয়– ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে।
- একাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু– বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের স্বপদে ফিরে যাওয়া।
- দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু– সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- দশম সংশোধনী পাস হয়– ১২ জুন ১৯৯০।
- সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহীত হয়– ২৭ মার্চ ১৯৯৬।
- ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু– তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
- চতুর্দশ সংশোধনী গৃহীত হয়– ১৬ মে ২০০৪।
- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়– ৩০ জুন ২০১১।
- সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী গৃহীত হয়– ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী গৃহীত হয়– ৮ জুলাই ২০১৮।
- দেশে প্রথম জরুরি অবস্থা জারি– ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর।
- সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন– ২১ এপ্রিল ১৯৭৭।
- প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৮৫ সালে।
- সাংবিধানিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৯১, ১৫ সেপ্টেম্বর।
- ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার 'পানি বণ্টন' চুক্তি করে– আওয়ামী লীগ সরকার।
- সপ্তম সংসদে সরাসরি প্রশ্নোত্তর চালু করে– আওয়ামী লীগ সরকার।
- সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের– দর্পণ।
- সংবিধান হলো কতকগুলো মৌলিক আইনের– দলিল।
- "রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন ও রীতি নীতির সমষ্টিকে সংবিধান বলে" উক্তিটি– লর্ড ব্রাইসের।
- ব্রিটিশ সংবিধান গড়ে ওঠেছে– রীতি-নীতি ও প্রথার মাধ্যমে।
- ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়– ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০।
- ম্যাগনাকার্টা সাক্ষরিত হয়– ১২১৫ সালে।
- বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার সংবিধান– লিখিত।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়– ২৬ মার্চ ১৯৭১।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নে গঠিত কর্তৃপক্ষ কোনটি? [চ. বো.'২১]
Ⓐ মন্ত্রিপরিষদ Ⓑ গণপরিষদ
Ⓒ মুজিবনগর সরকার Ⓓ সুপ্রিমকোর্ট (Ans B)

02. দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাস হয় কত সালে? [চ. বো.'২১]
Ⓐ ২০০১ Ⓑ ২০০২ Ⓒ ২০০৩ Ⓓ ২০০৪ (Ans D)

03. বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? [চ. বো.'২১]
Ⓐ ৪ Ⓑ ৫ Ⓒ ৬ Ⓓ ৭ (Ans A)

04. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার চালু আছে? [চ. বো.'২১]
Ⓐ রাষ্ট্রপতিশাসিত Ⓑ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
Ⓒ একনায়কতান্ত্রিক Ⓓ যুক্তরাষ্ট্রীয় (Ans B)

05. বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিল? [কু: বো.'২১]
Ⓐ ৩০ Ⓑ ৩২ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৩৫ (Ans C)

06. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতার উৎস হলো– [রা. বো.'২১]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ জনগণ Ⓓ রাষ্ট্র (Ans C)

07. বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি নয় কোনটি? [রা. বো.'২১]
Ⓐ জাতীয়তাবাদ Ⓑ গণতন্ত্র Ⓒ ধনতন্ত্র Ⓓ সমাজতন্ত্র (Ans C)

08. বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রধান হবে? [রা. বো.'২১]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ স্পিকার Ⓓ প্রধান বিচারপতি (Ans A)

CS CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৫

বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম- জাতীয় সংসদ।
- বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা- ৩৫০ জন।
- আইনসভাতে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন- ৩০০ জন।
- সংসদের অনুমতি না নিয়ে- ৯০ বৈঠক অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হবে।
- নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ বাতিলের বিধান- ৭০ অনুচ্ছেদে।
- ন্যায়পালের কথা উল্লেখ রয়েছে- ৭৭ অনুচ্ছেদে।
- সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ পত্র দেন- স্পিকারের কাছে।
- জাতীয় সংসদের কোরাম সংখ্যা- ৬০ জন।
- সংসদে দায়িত্ব পালন থাকাকালীন সময়ে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বিরুদ্ধে - মামলা করা যাবে না।
- সংসদে সর্বেসর্বা- স্পিকার।
- বাংলাদেশের সংসদে- নির্বাচিত মহিলা আছে- ২৩ জন।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়- সংসদ সদস্যদের ভোটে।
- জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি- লুই আই কান।
- জাতীয় সংসদ ভবন নির্মিত হয়েছে- ২১৫ একর জমিতে।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়- ১৯৭৫ সালে।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি- দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারে না।
- সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।
- প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।
- সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা- রাষ্ট্রপতির।
- মর্যাদাগত দিক দিয়ে সবার উপরে অবস্থান- রাষ্ট্রপতির।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন- রাষ্ট্রপতি।
- সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ন্যুনতম বয়স- ২৫ বছর।
- রাষ্ট্রপতির নির্বাচিত ন্যূনতম বয়স সীমা- ৩৫ বছর।
- সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি- প্রধানমন্ত্রী।
- সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ নেতা- প্রধানমন্ত্রী।
- সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর নির্বাচন হতে হয়- ৯০ দিনের মধ্যে।
- প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়েছে- ৫৫ অনুচ্ছেদে।
- মন্ত্রিসভা গঠন করেন- প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশের সংসদ নেতা- প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সভাপতি- স্পিকার।
- কাস্টিং ভোট- স্পিকারের ভোট।
- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ সকল কাজের জন্য দায়ী- জাতীয় সংসদের নিকট।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে সংবিধানের- ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
- বিচার বিভাগের সর্বনিম্ন স্তর- ইউনিয়ন পরিষদ।
- দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার হয়ে থাকে- জেলা আদালতে।
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর সীমা- ৬৭ বছর।
- আপিল বিভাগ সংক্রান্ত এখতিয়ার- ১০৩ অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতির নাম- ওবায়দুল হাসান (২৪তম)।
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।
- বিচার বিভাগের শীর্ষে - সুপ্রিম কোর্ট।
- বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংবিধানের- ২২ অনুচ্ছেদে।
- জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান সংবিধানের- ২য় সংশোধনীতে।
- মানব সভ্যতার হৃৎপিণ্ড বলা হয়- প্রশাসককে।
- বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল- প্রায় ২০০ বছর।
- বাংলাদেশ পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল- ২৪ বছর।
- বাংলাদেশের গণতন্ত্র- সংসদীয় প্রকৃতির।
- বাংলাদেশের সরকার প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
- প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল- সচিবালয়।
- বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলোকে যৌথভাবে- সচিবালয় বলা হয়।
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আবর্তিত হয়- সচিবালয়কে কেন্দ্র করে।
- কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়- সচিবালয়।
- সচিবালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তা- মন্ত্রী।
- মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরের স্থান- সচিবের।
- মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রধান- মন্ত্রী।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পান- [সি. বো.'২১]
Ⓐ ফিরোজ খান নুন Ⓑ মিয়া জাফর শাহ
Ⓒ মাওলানা ভাসানী Ⓓ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **Ans D**

02. বাংলাদেশের আইনসভার সাংবিধানিক নাম কি? [রা. বো. ২০১৬; ব. বো. ২০১৬; চ. বো. ২০১৭]
Ⓐ জাতীয় সংসদ Ⓑ বিধান সভা Ⓒ লোকসভা Ⓓ প্রতিনিধিসভা **Ans A**

03. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত? [ব. বো. ২০১৯]
Ⓐ ১৮ Ⓑ ২৫ Ⓒ ৩০ Ⓓ ৩৫ **Ans B**

04. জাতীয় সংসদের মেয়াদ কত বছর?
Ⓐ দুই Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ **Ans D**

05. জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে কতদিনের বেশি বিরতি থাকবে না?
Ⓐ ৫০ দিন Ⓑ ৬০ দিন Ⓒ ৭০ দিন Ⓓ ৮০ দিন **Ans B**

06. একাধিক আসনে বিজয়ী প্রার্থী কোন আসনের প্রতিনিধিত্ব করতে চান তা কতদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয়?
Ⓐ ২৫ Ⓑ ৩০ Ⓒ ৩৫ Ⓓ ৪০ **Ans B**

07. জাতীয় সংসদের সদস্য কত? [ঢা. বো. ২০১৯]
Ⓐ ৩০০ Ⓑ ৩৩০ Ⓒ ৩৪৫ Ⓓ ৩৫০ **Ans D**

08. জাতীয় সংসদে কে বাজেট পেশ করে? [চ. বো. ২০১৬]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ অর্থমন্ত্রী Ⓓ অর্থ সচিব **Ans C**

09. জাতীয় অর্থ তহবিলের নিয়ন্ত্রক কে? [য. বো. ২০১৭]
Ⓐ প্রধানমন্ত্রী Ⓑ জাতীয় সংসদ Ⓒ রাষ্ট্রপতি Ⓓ অর্থমন্ত্রী **Ans B**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৬

স্থানীয় শাসন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্রের সূতিকাগার" উক্তিটি- লর্ড ব্রাইসের।
- ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত হয়- ১৮৬৪ সালে।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম পৌরসভা নির্বাচন হয়- ১৯৭৩ সালে।
- পৌরসভা অর্ডিন্যান্স জারি হয়- ১৯৭৬ সালে।
- স্থানীয় সরকার আইন অধ্যাদেশ জারি হয়- ২০০০ সালে।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল- ৫ বছর।
- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা- ১৩ জন [১২ জন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান]।
- বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক স্তর- ইউনিয়ন পরিষদ।
- একটি ইউনিয়ন পরিষদ- ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।
- ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্য- ৩ জন।
- চেয়ারম্যানের ন্যূনতম বয়স হতে হবে- ২৫ বছর [মেয়াদকাল ৫ বছর]।
- পৌরসভার সদস্যগণ অভিহিত হন- কমিশনার নামে।
- পৌরসভার কার্যকাল- ৫ বছর।
- পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, অনুমোদন লাভ করে- ৩টি পার্বত্য জেলায়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়- ১৯৮৯ সালে।

CamScanner

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কোন আদর্শের সাথে সম্পর্কিত? [ব. বো. ২০১৬]
Ⓐ গণতান্ত্রিক আদর্শ Ⓑ সার্বাত্মকবাদী আদর্শ
Ⓒ একনায়কতান্ত্রিক আদর্শ Ⓓ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ **Ans Ⓐ**

02. N.G.O- এর পূর্ণরূপ কি? [রা. বো. ২০১৬]
Ⓐ Non Government Organization
Ⓑ New Government Organization
Ⓒ New Government Order
Ⓓ New Government Office **Ans Ⓐ**

03. স্থানীয় শাসনের কাজ হলো– [চা. বো. ২০১৭, ২০১৬]
Ⓐ সরকারের নীতি বাস্তবায়ন Ⓑ শাসকের নীতি নির্ধারণ করা
Ⓒ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা Ⓓ সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকা **Ans Ⓐ**

04. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ হলেন - [য. বো. ২০১৬]
Ⓐ সরকারি কর্মচারী Ⓑ বেসরকারি কর্মচারী
Ⓒ আধা-সরকারি কর্মচারী Ⓓ খণ্ডকালীন কমচারী **Ans Ⓐ**

05. কোনটি স্থানীয় সরকারের সংগঠন? [কু. বো. ২০১৯]
Ⓐ ইউনিয়ন পরিষদ Ⓑ পৌরসভা
Ⓒ সিটি কর্পোরেশন Ⓓ জেলা প্রশাসন **Ans Ⓓ**

06. কোন সংস্থায় নির্বাচনে তিন শ্রেণিতে ১৩ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন? [কু. বো. ২০১৯]
Ⓐ ইউনিয়ন পরিষদ Ⓑ পৌরসভা
Ⓒ উপজেলা পরিষদ Ⓓ জেলা পরিষদ **Ans Ⓐ**

07. ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল কত বছর? [কু. বো. ২০১৭]
Ⓐ ৩ বছর Ⓑ ৪ বছর Ⓒ ৫ বছর Ⓓ ৬ বছর **Ans Ⓒ**

08. বাংলাদেশে বর্তমানে উপজেলা কতটি? [অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮]
Ⓐ ৪৮৯ Ⓑ ৪৯১ Ⓒ ৪৯৩ Ⓓ ৪৯৫ **Ans Ⓓ**

09. বাংলাদেশে পার্বত্য জেলা কয়টি? [কু. বো. ২০১৯; রা. বো. ২০১৬]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans Ⓑ**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৭ — সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের সরকারি কর্মকমিশন গঠন সংবিধানের– ১৩৭ অনুচ্ছেদে।
- সরকারি কর্মকমিশন– একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।
- কর্মকমিশনের সদস্য সংখ্যা সংবিধানের– ১৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের প্রধান– চেয়ারম্যান।
- বাংলাদেশের জাতীয় অর্থের অভিভাবক– মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়োগ দেন– রাষ্ট্রপতি।
- অ্যাটর্নি জেনারেল এর উল্লেখ আছে- সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশ সরকারের আইনজীবী- অ্যাটর্নি জেনারেল।
- অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ দেন– রাষ্ট্রপতি।
- দুর্নীতি দমন কমিশন- স্বাধীন কমিশন।
- দুর্নীতি দমন কমিশন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম যাত্রা শুরু করে - ১৯৪৩ সালে।
- বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন পাশ হয় - ২০০৪ সালে।
- নির্বাচন কমিশন এর গঠন সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে- ১১৮ নং অনুচ্ছেদে।
- নির্বাচন কমিশন এর সদস্য সংখ্যা- ৫ জন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কয়টি? [চা, বো. ২০১৬; অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৬]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans Ⓒ**

02. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কত সালে গঠিত হয়? [কু. বো. ২০১৭]
Ⓐ ১৯৭২ সালে Ⓑ ১৯৭৪ সালে
Ⓒ ১৯৭৫ সালে Ⓓ ১৯৭৭ সালে **Ans Ⓐ**

03. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন উল্লেখ আছে? [চ. বো. ২০১৬]
Ⓐ ১১১ Ⓑ ১২৭ Ⓒ ১৩৭ Ⓓ ১৪৭ **Ans Ⓒ**

04. বাংলাদেশ কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ কাকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করতে পারবেন?
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Ⓓ আইনমন্ত্রী **Ans Ⓐ**

05. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণকে কে নিয়োগ দান করেন? [চ. বো. ২০১৬; দি. বো. ২০১৬]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Ⓓ আইনমন্ত্রী **Ans Ⓐ**

06. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন ন্যূনতম কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে? [দি. বো. ২০১৬]
Ⓐ ৬ Ⓑ ৯ Ⓒ ১১ Ⓓ ১৫ **Ans Ⓐ**

07. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের কে নিয়োগদান করেন? [চ. বো. ২০১৬]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ স্পিকার Ⓓ আইনমন্ত্রী **Ans Ⓐ**

08. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে কে নিয়োগ দান করেন? [ঢা. বো. ২০১৬]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি Ⓑ প্রধানমন্ত্রী Ⓒ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Ⓓ আইনমন্ত্রী **Ans Ⓐ**

09. সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কে? [য. বো. ২০১৬; কু. বো. ২০১৭]
Ⓐ আইনমন্ত্রী Ⓑ প্রধান বিচারপতি
Ⓒ স্বাস্থ্যমন্ত্রী Ⓓ অ্যাটর্নি জেনারেল **Ans Ⓓ**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৮ — বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– ৭ মার্চ ১৯৭৩।
- বাংলাদেশের ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়– ৩টি।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন– ১৯৯৬ সালে ১২ জুন।
- দেশে প্রথম গণভোট– ১৯৭৭ সালের ৩০ মে।
- গণতন্ত্রের অর্থ- জনগনের শাসন ক্ষমতা।
- এক নাগরিকের জন্য নির্ধারিত ভোট– ১টি।
- স্বাধীন বাংলাদেশে ১ম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৩ সালে ৭মার্চ।
- বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো- প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জনপ্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয় কীসের মাধ্যমে? [কু. বো. ২০১৯]
Ⓐ নির্বাচন Ⓑ সভাসমিতি
Ⓒ জনমত Ⓓ গণমাধ্যম **Ans Ⓐ**

02. কত বছর বয়স হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যায়?
Ⓐ ১৮ Ⓑ ২১ Ⓒ ২৫ Ⓓ ৩৫ **Ans Ⓒ**

03. গণভোট কী? [চ. বো. ২০১৬]
Ⓐ হ্যাঁ বা না ভোট Ⓑ জনগণের ভোট
Ⓒ সার্বজনীন ভোট Ⓓ গণতন্ত্রের ভোট **Ans Ⓐ**

04. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গণভোট হয় কত সালে? [কু. বো. ২০১৬]
Ⓐ ১৯৭৬ Ⓑ ১৯৭৭ Ⓒ ১৯৭৮ Ⓓ ১৯৭৯ **Ans Ⓑ**

05. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে? [চা. বো. ২০১৭]
Ⓐ ৮ Ⓑ ৯ Ⓒ ১০ Ⓓ ১১ **Ans Ⓓ**

06. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? [দি. বো. ২০১৬]
Ⓐ ১৯৭২ Ⓑ ১৯৭৩ Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৭৫ **Ans Ⓑ**

07. নিম্নের কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়? [চা. বো. ২০১৭]
Ⓐ চতুর্থ Ⓑ ষষ্ঠ Ⓒ অষ্টম Ⓓ দশম **Ans Ⓒ**

CamScanner

সমাজবিজ্ঞান

প্রথম পত্র অধ্যায়-১ সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আধুনিক সমাজতন্ত্রের জনক- কার্ল মার্কস।
- সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র- সমাজচিন্তা।
- সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পায়- সমাজবিজ্ঞানে।
- বিজ্ঞানের যে শাখা মানবাচরণ ও সমাজ সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে সেটাই হচ্ছে- সমাজবিজ্ঞান।
- "সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সংগঠন এবং সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞান- কেভানেডস্কী এর মতে।
- "Sociology is an empirical science that studies society and social relations" উক্তিটি- Neil J. Smelser এর।
- "সমাজবিজ্ঞান সামাজিক আচরণ এবং মানব সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন" উক্তিটি- অধ্যাপক রবার্টসনের।
- সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে- সমাজবিজ্ঞান।
- সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সম্পর্ক তথা- সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।
- সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণায় অবলম্বন করে- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কৌশল।
- "Sociology is the systematic and objective study of society and social behavior" উক্তিটি করেছেন- David Popenoe (ডেভিড পোপেনো)।
- 'সমাজ অর্থ সহযোগিতা' উক্তিটি কার- ম্যাকাইভার ও পেজ।
- সমাজ সর্বদা- পরিবর্তনশীল ও গতিশীল।
- বর্তমান ও প্রাচীন সমাজের উদ্ভব বিকাশ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে গবেষণা করে- ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান।
- জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে- পরিবারের সমাজতত্ত্ব।
- একটি ক্রমবর্ধমান গতিশীল সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র- সামাজিক জনবিজ্ঞান।
- জনসংখ্যার স্থানান্তর গমন সম্পর্কে গবেষণা করে- সামাজিক জনবিজ্ঞান।
- মানুষের আচার-আচরণ, প্রথা, মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে- ধর্মের সমাজবিজ্ঞান।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে কোনটি মানবজ্ঞানের ত্রয়স্তর সূত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ ধর্মতাত্ত্বিক স্তর Ⓑ বস্তুগত স্তর Ⓒ অধিবিদ্যাগত স্তর Ⓓ দৃষ্টবাদী স্তর
Ⓑ Solve সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ এর মতে কোনটি মানবজ্ঞানের ত্রয়স্তর সূত্র ৩টি। যথা- ধর্মতাত্ত্বিক স্তর, অধিবিদ্যাগত স্তর ও দৃষ্টবাদী স্তর। ধর্মতাত্ত্বিক স্তরের মূলকথা "ধর্মীয় বিশ্বাস", অধিবিদ্যাগত স্তরের মূলকথা "অজ্ঞাত ক্ষমতা" এবং দৃষ্টবাদী স্তরের মূলকথা "পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বিশ্লেষণ"।

02. সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় কত সালে? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ ১৭৯৮ Ⓑ ১৮১৮ Ⓒ ১৮৩৯ Ⓓ ১৯৩৯ Ans Ⓒ

03. সমাজবিজ্ঞানের জনক কে? [সকল বোর্ড-২১]
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ এমিল ডুর্খেইম
Ⓒ অগাস্ট কোঁত Ⓓ ইবনে খালদুন Ans Ⓒ

04. সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়- [সকল বোর্ড '২১, ১৭]
Ⓐ মূল্যবোধভিত্তিক বিজ্ঞান Ⓑ বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান
Ⓒ আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান Ⓓ ব্যবহারিক বিজ্ঞান Ans Ⓑ

05. Logos শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ ফরাসি Ⓒ ল্যাটিন Ⓓ গ্রিক Ans Ⓓ

06. 'Sociology' শব্দটির প্রবক্তা কে? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ প্লেটো Ⓑ এরিস্টটল Ⓒ ইবনে খালদুন Ⓓ অগাস্ট কোঁৎ Ans Ⓓ

প্রথম পত্র অধ্যায়-২ কতিপয় পথিকৃত সমাজবিজ্ঞানী

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ইবনে খালদুনের জন্ম- তিউনিসে।
- ইবনে খালদুনের আবিষ্কার- আল উমরান।
- ইবনে খলদুন তার গবেষণায় অবলম্বন করেন- ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি।
- আসাবিয়ার অর্থ- সামাজিক সংহতি।
- সামাজিক সংহতির প্রবর্তক- ইবনে খালদুন।
- ইতিহাসকে যিনি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন- ইবনে খালদুন।
- আসাবিয়া শব্দটি ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Social Solidarity.
- সমাজের ভিত্তি- গোষ্ঠী সংহতি।
- সমাজবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি স্থাপন করেন- ইবনে খালদুন।
- অগাস্ট কোঁতে সমাজবিজ্ঞানকে নামকরণ করেন- সোশাল ফিজিক্স নামে।
- দৃষ্টবাদের প্রবক্তা- অগাস্ট কোঁত।
- অগাস্ট কোঁতে জ্ঞানের বিকাশের ধারাকে ভাগ করেন- ৩টি স্তরে।
- জ্ঞান বিকাশের ৩য় বা শেষ যুগ- দৃষ্টবাদের যুগ।
- অগাস্ট কোঁতের দৃষ্টবাদকে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন- চরম অভিজ্ঞতাবাদ হিসেবে।
- কোঁৎ সর্বপ্রথম 'সমাজবিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করেন- ১৮৩৯ সালে।
- মানব সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করেন- হার্বার্ট স্পেন্সার।
- বস্তুনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন- এমিল ডুর্খেইম।
- ক্রিয়াবাদের জনক- এমিল ডুর্খেইম।
- সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন- স্পেন্সার।
- সমাজের সকল অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রাধান্য লাভ করে- মার্কসের নিকট।
- মার্কসের সমস্ত দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু- দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।
- সমাজবিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র ইবনে খালদুনের- আল-আসাবিয়া।
- সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন- ইবনে খালদুন।
- রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন- ইবনে খালদুন।
- Religion of humanity- অগাস্ট কোঁত এর ধারণা।
- 'Theory of Surplus Value' এর প্রবক্তা- কার্ল মার্কস।
- বিবর্তনবাদের মূল প্রবক্তা হলো- চার্লস ডারউইন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি সামাজিকীকরণের উপাদান নয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ অনুকরণ Ⓑ শিক্ষণ Ⓒ বিচ্ছিন্নকরণ Ⓓ চিহ্নিতকরণ
Ⓒ Solve সমাজের বসবাস উপযোগী উপাদানে পরিণত হওয়াকে সামাজিকীকরণ বলা হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের উপাদানগুলো হলো- অনুকরণ, শিক্ষণ, চিহ্নিতকরণ, মিথস্ক্রিয়া, পারস্পারিক মমতাবোধ ইত্যাদি।

02. পরার্থমূলক আত্মহত্যা ঘটার কারণ- [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ অর্থনৈতিক Ⓑ পারিবারিক
Ⓒ ব্যক্তিগত Ⓓ দেশের জন্য Ans Ⓓ

03. কার্ল মার্কসের মতে সমাজের মৌল কাঠামো কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ আইন Ⓑ অর্থনীতি Ⓒ সংস্কৃতি Ⓓ রাজনীতি Ans Ⓑ

04. 'Das Kapital' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ অগাস্ট কোত Ⓑ কার্ল মার্কস
Ⓒ ম্যাক্সওয়েবার Ⓓ ডুর্খেইম Ans Ⓑ

05. 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' গ্রন্থটির লেখক কে? [সকল বোর্ড '১৮; ১৬]
Ⓐ অগাস্ট কোত Ⓑ ম্যাক্সওয়েবার
Ⓒ হার্বার্ট স্পেন্সার Ⓓ কার্ল মার্কস Ans Ⓒ

CamScanner

06. শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বটি কার? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ ইবনে খালদুন Ⓑ হার্বার্ট স্পেন্সার
Ⓒ কার্ল মার্কস Ⓓ এমিল ডুর্খেইম **Ans C**

07. ডুর্খেইম কয় ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেছেন? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ দুই Ⓑ তিন Ⓒ পাঁচ Ⓓ ছয় **Ans B**

08. 'সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা' ধারণাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ এমিল ডুর্খেইম Ⓑ উইলিয়াম পি. স্কট
Ⓒ অগাস্ট কোঁৎ Ⓓ রিচার্ড টি শেফার **Ans C**

09. মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশসংক্রান্ত সূত্রটি কার? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ অগাস্ট কোঁৎ Ⓑ এমিল ডুর্খেইম
Ⓒ হার্বার্ট স্পেন্সার Ⓓ ম্যাক্সওয়েবার **Ans A**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৩ সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত মৌল প্রত্যয়সমূহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়- সমাজ।
- ম্যাকাইভারের মতে, সমাজ অর্থ- সহযোগিতা।
- সমাজ হচ্ছে একটি- বৃহৎ জনগোষ্ঠী।
- সামাজিক কাঠামো এক- জটিল জাল-ব্যবস্থা।
- আদিম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে- সংহতিবোধ প্রবল।
- ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন সম্ভব হতে পারে- সম্প্রদায়ের মধ্যে।
- একটি বৃহৎ মানব সংস্থা হলো-সমাজ ।
- সমাজের তুলনায় সম্প্রদায়ে অধিকতর বিদ্যমান- সংহতি।
- এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সংগঠিত দল- সংঘ।
- একটি সম্প্রদায়ের অধীনে গড়ে ওঠে- অসংখ্য সংঘ।
- মানব জীবন অকল্পনীয়- সম্প্রদায় ছাড়া।
- সামাজিক কাঠামোর উপাদান ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারক-বাহক বা নিয়মাবলি হলো- প্রতিষ্ঠান।
- ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে- প্রতিষ্ঠান।
- সমাজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিন্যস্ত, অনুমোদিত ও প্রতিষ্ঠিত- প্রতিষ্ঠান।
- "অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সামাজিক কার্য-প্রণালির প্রতিষ্ঠিত প্রথা-প্রক্রিয়া বা নিয়মাবলি" উক্তিটি করেছেন- ম্যাকাইভার।
- এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত কোনো সমিতি বা জনগোষ্ঠীর নাম হলো- সংঘ।
- গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বেশ প্রবল থাকে - গোষ্ঠী চেতনাবোধ।
- সমাজবিজ্ঞানী কুলির মতে, গোষ্ঠী প্রধানত- ২ প্রকার।
- সদস্যরা মুখোমুখি অবস্থান করে- প্রাথমিক গোষ্ঠীর।
- গন্ডি বেশ বৃহৎ এবং উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত- মাধ্যমিক গোষ্ঠীর।
- যেসব গোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় গড়ে ওঠে তাকে বলে- আঞ্চলিক গোষ্ঠী।
- "সমাজ কাঠামো হলো সমাজকে রূপায়ন করে এমন প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের যৌগিক সমন্বয়"- উক্তিটি জিন্স বার্গের।
- মার্কস সমাজ কাঠামোর ভিত্তি উল্লেখ করেছেন- ২টির।
- মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী মানব সমাজের ইতিহাসে সমাজ কাঠামো লক্ষ্য করা যায়- ৫ ধরনের।
- সামাজিকীকরণ একটি- আজীবন প্রক্রিয়া।
- সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ক্ষেত্র হচ্ছে- পরিবার।
- সামাজিক অনুশাসন বা বিধানের নামান্তর হচ্ছে- প্রথা।
- "Folkways are the recognised or accepted ways of behaving in society" উক্তিটি করেছেন- ম্যাকাইভার।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. হেনরি মর্গানের মতে সমাজ বিবর্তনের স্তর কয়টি? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ ৩ Ⓑ ৪ Ⓒ ৫ Ⓓ ৬ **Ans C**

02. 'আমরা যা তাই হলো সংস্কৃতি'- উক্তিটি কার? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ ম্যাকাইভার Ⓑ ডুর্খেইম Ⓒ গিডিংস Ⓓ অগবার্ন **Ans A**

03. সমাজ যে ধরনের সংগঠন- [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ সেবামূলক Ⓑ আর্থিক Ⓒ মানবীয় Ⓓ রাজনৈতিক **Ans C**

04. সংস্কৃতি কত প্রকার? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ ২ Ⓑ ৪ Ⓒ ৬ Ⓓ ৮ **Ans A**

05. যখন একাধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে কী বলে? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ সংঘ Ⓑ সমাজ Ⓒ সম্প্রদায় Ⓓ গোষ্ঠী বা দল **Ans B**

06. সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কয়টি? [সকল বোর্ড '১৮; ১৬]
Ⓐ দুইটি Ⓑ তিনটি Ⓒ চারটি Ⓓ পাঁচটি **Ans A**

07. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সবধরনের সামাজিক সম্পর্ককে কী বলা হয়? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ সমাজকাঠামো Ⓑ সম্প্রদায় Ⓒ গোষ্ঠী Ⓓ দল **Ans A**

08. 'Taboo' শব্দের অর্থ কী? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ লোকরীতি Ⓑ লোকাচার Ⓒ নিষেধাজ্ঞা Ⓓ প্রথা **Ans C**

09. অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ কোনটি? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ নকশীকাঁথা Ⓑ একতারা
Ⓒ শেষের কবিতা বই Ⓓ রবীন্দ্র সংগীত **Ans D**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৪ সমাজজীবনের উপাদানসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- "Our culture is what we are, our civilization is what we use." উক্তিটি- MacIver ও Page.
- সমাজজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব প্রত্যক্ষ- ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর।
- ভৌগোলিক প্রভাব পরোক্ষ- বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ওপর।
- মানবসভ্যতার উপযোগী পরিবেশ- নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।
- মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে- নীলনদের অববাহিকায়।
- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছে- সিন্ধুনদের তীরে।
- ইক্ষু চাষের জন্য প্রয়োজন- অপেক্ষাকৃত উচু ভূমি।
- যাতায়াত ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম- ৩টি।
- ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব নৃগোষ্ঠীর ওপর ক্রিয়াশীল- নৃবিজ্ঞানীদের মতে।
- মানসিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়- ৪০ ডিগ্রী ফা: তাপ মাত্রায়।
- প্রাচ্যের নদী তীরবর্তী সভ্যতা- সিন্ধু সভ্যতা।
- মন্টেস্কুর মতে, স্বাধীনতার অনুকূলে জলবায়ু- শীতল।
- প্রজ্ঞা, বল-শক্তি, লোভ-লালসা মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে অসমভাবে বণ্টিত কে বলেছেন- প্লেটো।
- শ্বেতবর্ণের মানুষ উৎকৃষ্ট- বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে।
- সংস্কৃতি হলো- মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রণালি।
- কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায়- সামন্তবাদের উদ্ভব ঘটে।
- কোন অঞ্চলে সহজেই ধর্মীয় চিন্তার উন্মেষ ঘটে- গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সুন্দরবন এলাকায় জলদস্যুদের আস্তানা বেশি হওয়ার কারণ- [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ বিদ্যমান সামাজিক পরিবেশ
Ⓑ বংশানুক্রমে ঐ এলাকার লোকজন জলদস্যু
Ⓒ বিদ্যমান ভৌগোলিক পরিবেশ
Ⓓ অর্থনৈতিক সংকট **Ans C**

CamScanner

02. কোন অঞ্চল মানবসভ্যতা বিকাশে বেশি উপযোগী? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ পাহাড়ি অঞ্চল Ⓑ উষ্ণ অঞ্চল
Ⓒ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল Ⓓ শীতল অঞ্চল **Ans Ⓒ**

03. ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে কোনটি মানব প্রকৃতি ও দক্ষতার ওপর বিশেষ প্রভাব রাখে? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ ঋতু Ⓑ বনাঞ্চল Ⓒ বৃষ্টি Ⓓ তাপমাত্রা **Ans Ⓓ**

04. "দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রেই বর্তিয়ে থাকে"– উক্তিটি কার? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ গ্যালটন Ⓑ পিয়ারসন Ⓒ হান্টিংটন Ⓓ ওয়াটসন **Ans Ⓑ**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৫ সামাজিক প্রতিষ্ঠান (পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাজের ক্ষুদ্রতম একক সামাজিক সংগঠন– পরিবার।
- পরিবারের সদস্যরা আবদ্ধ– রক্ত সম্পর্কীয় সূত্রে।
- উৎপাদন এবং ভোগের একক– পরিবার।
- ক্ষমতার মাত্রায় পরিবার– ২ প্রকার।
- আমাদের সমাজে লক্ষ্য করা যায়– পিতৃপ্রধান পরিবার।
- পিতৃপ্রধান পরিবারে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে– পুরুষের ওপর।
- মাতৃপ্রধান পরিবার লক্ষ্য করা যায়– গারো উপজাতিতে।
- বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান অনুযায়ী পরিবার– ৪ প্রকার।
- আকারের ভিত্তিতে পরিবার– ৩ রকমের।
- তিন পুরুষের পরিবারই– বর্ধিত পরিবার।
- বহুস্বামীভিত্তিক পরিবারের রীতি ছিল– দক্ষিণ ভারতের টোডাদের মধ্যে।
- অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবারের কারণ হলো– রক্তের বিশুদ্ধতা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার বজায় রাখা।
- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষমতা সমান– সমতাভিত্তিক পরিবারে।
- উৎপাদনের একটি একক হিসেবে– পরিবার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করে থাকে।
- সুনাগরিক গড়ার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান– পরিবার।
- একটি ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান– পরিবার।
- গ্রিক ভাষায় 'পলিজিনি' অর্থ– অনেক মহিলা।
- 'পলিয়ান্ড্রী' অর্থ– বহুপুরুষ।
- কোনো বিধবা মহিলার সঙ্গে তার মৃত স্বামীর যেকোন ভাইয়ের বিবাহকে বলা হয়– লেভিরেট বিবাহ।
- মৃত স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করাকে– সরোরেট বিবাহ বলে।
- জৈবিক বন্ধনের সামাজিক স্বীকৃতিই জ্ঞাতিসম্পর্ক উক্তিটি কার– উইলিয়াম হলস রিভার্স।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পাত্র-পাত্রীর স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সংঘটিত বিবাহ হলো– [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ লেভিরেট Ⓑ সরোরেট
Ⓒ বহু স্ত্রী বিবাহ Ⓓ রোমান্টিক বিবাহ **Ans Ⓓ**

02. মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কোথায় অবস্থান করে? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ সম্প্রদায়ে Ⓑ পরিবারে
Ⓒ আত্মীয়দের বাড়িতে Ⓓ রাষ্ট্রে **Ans Ⓑ**

03. পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত কী? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ সমাজ Ⓑ সংঘ Ⓒ বিবাহ Ⓓ দল **Ans Ⓒ**

04. মর্গানের মতে সিনডিয়াসমিয়ান যে ধরনের পরিবার– [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ দলগত Ⓑ আপন জ্ঞাতি Ⓒ প্রাথমিক Ⓓ অস্থায়ী যুগল **Ans Ⓓ**

05. মামাতো ও ফুপাতো ভাইবোনের বিবাহের ধরন কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ লেভিরেট Ⓑ সরোরেট
Ⓒ প্যারালাল কাজিন Ⓓ ক্রস কাজিন **Ans Ⓓ**

06. মর্গানের মতে পরিবারের ক্রম বিবর্তনের ধারা কয়টি? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ ৪ Ⓑ ৫ Ⓒ ৬ Ⓓ ৭ **Ans Ⓑ**

07. জামাল তার চাচাতো বোনকে বিবাহ করলো। জামালের বিবাহটি কোন ধরনের? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ লেভিরেট Ⓑ সরোরেট
Ⓒ প্যারালাল কাজিন Ⓓ ক্রস কাজিন **Ans Ⓒ**

08. সমাজের ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন কোনটি? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ সংঘ Ⓑ সম্প্রদায় Ⓒ পরিবার Ⓓ দল **Ans Ⓒ**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৬ সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- স্তরবিন্যাস বলতে বোঝায় সেভাবে স্তরগুলো– সজ্জিত বা বিন্যস্ত।
- অসমতার জন্য দায়ী উপাদানগুলোকে ভাগ করা যায়– ২ ভাগে।
- সর্বপ্রথম শ্রেণি বৈষম্য দেখা যায়– দাসনির্ভর সমাজে।
- সবচেয়ে বেশি স্তরায়িত সমাজ– ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ।
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ– ৪টি
- শ্রেণির ভিত্তি হচ্ছে– অর্থনৈতিক বা আয়ের বৈষম্য।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে মর্যাদা অনুযায়ী স্তর বিভাগকে বোঝায়– ম্যাকাইভার ও পেজ।
- কোনো রাজনৈতিক অধিকার নেই– দাসদের।
- ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত– দাস।
- "যে দেশে দাসপ্রথা নেই সে দেশটিই কোনো না কোনো দেশের দাস" উক্তিটি– এরিস্টটলের।
- প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজের দাসপ্রথা ছিল এ রকমের– শিল্প ব্যবস্থা।
- ভারতীয় সমাজের দাস ছিল– গৃহদাস।
- এস্টেট বলতে বুঝায়– সামাজিক শ্রেণী বা অধিকার কর্তব্য।
- মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সামন্ত সমাজের স্তরবিন্যাস প্রতিফলিত– এস্টেট ব্যবস্থায় মধ্যে
- সামন্তপ্রভু বা অভিজাত শ্রেণির কাজ ছিল– সবাইকে রক্ষা করা।
- ইউরোপীয় সামন্তপ্রথার বিলুপ্তি ঘটতে থাকে– দ্বাদশ শতাব্দীতে।
- জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ব্যাপক– ভারতীয় সমাজে।
- স্থবির এক সামাজিক গোষ্ঠী বিভাজন ব্যবস্থা হলো – জাতিবর্ণ।
- নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট ধারায় বিন্যস্ত বর্ণসমূহের অবস্থান হলো– জাতিবর্ণের কাঠামো।
- ঐতিহ্যগতভাবে জন্মগত পেশা পরিবর্তন করা সহজসাধ্য বিষয় ছিল না– জাতিবর্ণের।
- শ্রেণি ভেদাভেদ নেই– আইন ও ধর্মে।
- "সামাজিক শ্রেণি বলতে বোঝায় এমন এক দল ব্যক্তি যারা একই পরিমাণ সম্পদ ও আয়ের অধিকারী" উক্তিটি– ম্যাক্সওয়েবারের।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য নয় কোনটি? [GST-B : 22-23]
Ⓐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বৈষম্য Ⓑ চলাফেরার বৈষম্য
Ⓒ শ্রমমূল্যে বৈষম্য Ⓓ বয়সভিত্তিক বৈষম্য **Ans Ⓑ**

01. 'Casta' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [সকল বোর্ড '২১; ১৬]
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ রোমান Ⓒ স্প্যানিশ Ⓓ গ্রিক **Ans Ⓒ**

02. ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণের ধরন কয়টি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ ৩ Ⓑ ৪ Ⓒ ৫ Ⓓ ৬ **Ans Ⓑ**

03. ভূমিদাস সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ দাসপ্রথা Ⓑ এস্টেট
Ⓒ জাতিবর্ণ Ⓓ সামাজিক শ্রেণির মর্যাদা **Ans Ⓑ**

04. জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ জন্মসূত্রে সদস্যপদ লাভ Ⓑ একই রকম আয়
Ⓒ একই রকম সমাজিক মর্যাদা Ⓓ একই এলাকায় বসবাস **Ans Ⓐ**

05. একই আয় ও সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠীকে বলে– [সকল বোর্ড '১৮; ১৫]
Ⓐ জাতি Ⓑ পরিবার Ⓒ শ্রেণি Ⓓ সম্প্রদায় **Ans Ⓒ**

06. অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোথায় শিল্প বিপ্লব ঘটে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ ফ্রান্সে Ⓑ জার্মানিতে Ⓒ ইটালিতে Ⓓ ইংল্যান্ডে **Ans Ⓓ**

07. প্রতিটি দাস কার অধীন ছিল? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ মনিবের Ⓑ পিতা-মাতার
Ⓒ সরকারের Ⓓ সামাজিক সংগঠনের **Ans Ⓐ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৭

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- এমন সব বস্তু যার উপযোগিতা আছে তা হচ্ছে– সম্পদ।
- প্রকৃতির সম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করে মানুষ তাকে রূপ দেয়– সম্পত্তিতে।
- সম্পত্তির অবশ্যই থাকবে– মালিকানা।
- সম্পত্তি হস্তান্তর করলে পাওয়া যায়– বিনিময় মূল্য।
- অবস্তুগত সম্পত্তিরও রয়েছে– উপযোগিতা ও বিনিময় মূল্য।
- জনগণের সম্পত্তির মালিকানা– সমাজ বা রাষ্ট্র।
- জাতীয় সম্পদ বা সম্পত্তি হলো– জনগণের সম্পত্তি।
- প্রতিযোগিতার সূচনা করে– ব্যক্তিগত সম্পত্তি।
- আদিম সমাজে ভূমিতে অনুপস্থিত ছিল– ব্যক্তিগত মালিকানা।
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব– পশু পালনের যাযাবর জীবনে।
- কৃষিকাজের শুভ সূচনা করেছিল– নারীরা।
- কৃষি যুগের প্রধান সম্পত্তি– জমি।
- সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি– সামাজিক মালিকানা।
- সব ধরনের উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা নিশ্চয়তা থাকে– পুঁজিবাদে।
- পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে– অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে।
- পুঁজিবাদের মৌল ভিত্তি– ব্যক্তি মালিকানা।
- ব্যক্তি স্বার্থেই উৎপাদন হয়– পুঁজিবাদে।
- উৎপাদক বা শ্রমিক শ্রেণি স্বাধীন– পুঁজিবাদে।
- শ্রেণি শোষণ তীব্রতর– পুঁজিবাদে।
- শিক্ষা হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধান– সক্রেটিস।
- উৎপাদনের উপকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ সমাজে ন্যস্ত এমন ব্যবস্থা হলো– সমাজতন্ত্র।
- সমাজতন্ত্রের বাইবেল হলো– Das Kapital.
- পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি অবস্থা– কল্যাণমূলক অর্থনীতি।
- ধনিক শ্রেণি ও দরিদ্র শ্রেণির অর্থনৈতিক জীবনের ব্যবধান কমে আসে– মিশ্র অর্থনীতিতে।
- এরিস্টটল দাসকে উল্লেখ করেছেন– জীবন্ত সম্পত্তি হিসেবে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায় কোনটি? [রা. বো. '১৬]
Ⓐ উৎপাদন Ⓑ বিনিয়োগ
Ⓒ যোগান Ⓓ ভোগ
Ans: A

02. ধনতন্ত্রে অদৃশ্য শক্তিকে কী বলে? [য.বো.' ১৬]
Ⓐ সরকারি পরিকল্পনা Ⓑ দামব্যবস্থা
Ⓒ সামাজিক কল্যাণ Ⓓ জনশক্তি
Ans: B

03. স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য? [য.বো.' ১৬]
Ⓐ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি Ⓑ পুঁজিবাদী অর্থনীতি
Ⓒ ইসলামি অর্থনীতি Ⓓ মিশ্র অর্থনীতি
Ans: B

04. কোনটি পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট নয়? [রা. বো. ১৬]
Ⓐ উৎপাদনের যৌথ মালিকানা Ⓑ ব্যক্তিমালিকানা
Ⓒ লাভ-লোকসান Ⓓ শ্রম শোষণ
Ans: A

05. শ্রেণি বৈষম্যের উদ্ভব হয়– [ব.বো.' ১৬]
Ⓐ পশুতে ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সাথে
Ⓑ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে
Ⓒ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে
Ⓓ পেশাগত বৈষম্য উদ্ভবের সাথে
Ans: B

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৮

সামাজিক ব্যবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- একটি রাজনৈতিক সংগঠন হলো– রাষ্ট্র।
- আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে– সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে।
- জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব– রাষ্ট্রের।
- মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা– রাষ্ট্রের কর্তব্য।
- আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগ– ৩টি।
- শাসন বিভাগের কাজ– আইনের যথার্থ প্রয়োগ।
- সমাজের একটি সংঘ হলো– রাষ্ট্র।
- অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উপাদানের কথা বলেছেন– ৪টি।
- রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান– জনসংখ্যা।
- রাষ্ট্রের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– নির্দিষ্ট ভূখণ্ড।
- রাষ্ট্রের প্রতীক, পরিচালক, প্রতিনিধি হলো– সরকার।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ– ৪টি।
- রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো– জনসমর্থন।
- নৃবিজ্ঞানীদের মতে আদি পরিবার হলো– মাতৃপ্রধান পরিবার।
- "পরিবার নামক দোলনাতে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে" উক্তিটি– ম্যাকাইভারের।
- গণতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার উৎস– জনগণ।
- প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রয়েছে– কর্তৃত্বের।
- বস্তুত ক্ষমতার সঙ্গে বৈধতা যুক্ত হলে তাকে বলে– কর্তৃত্ব।
- ওয়েবারের মতে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য– ৫টি।
- যেকোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য– লিখিত নিয়মকানুন।
- রাষ্ট্রকে শোষণের হাতিয়ার উল্লেখ করেছেন– কার্ল মার্কস।
- "শাসক শ্রেণি হলো উৎপাদন যন্ত্রের মালিক"– মার্কসের মতে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'Religion is the opium of the people' কে বলেছেন? [সকল বোর্ড ১৭]
Ⓐ ম্যাকাইভার Ⓑ ডুর্খেইম
Ⓒ কার্ল মার্ক Ⓓ ই.বি. টেইলর
Ans: C

02. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? [সকল বোর্ড ১৭; ১৬]
Ⓐ তিনটি Ⓑ চারটি Ⓒ পাঁচটি Ⓓ ছয়টি
Ans: B

03. রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের প্রবক্তা কে? [সকল বোর্ড ১৭]
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ রুশো
Ⓒ ডুর্খেইম Ⓓ ওয়েবার
Ans: B

04. কৃষি যুগের প্রধান সম্পত্তি হলো– [সকল বোর্ড ১৬]
Ⓐ লাঙল Ⓑ হালের বলদ
Ⓒ ভূমি Ⓓ বীজ ও সার
Ans: C

05. সেবা ও রক্ষা নামক সামাজিক চুক্তি ছিল– [সকল বোর্ড ১৬]
Ⓐ আদিম যুগে Ⓑ পশুপালন যুগে
Ⓒ দাস যুগে Ⓓ সামন্ত যুগে
Ans: D

06. ওয়েবারের মতে কোনটি ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব? [সকল বোর্ড ১৬]
Ⓐ বিশাল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার
Ⓑ উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ
Ⓒ জনগণের ভোগের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ
Ⓓ সম্পদশালী হিসেবে প্রতিপত্তি লাভ
Ans: B

07. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ কোনটি? [সকল বোর্ড ১৭]
Ⓐ ঐশ্বরিক মতবাদ Ⓑ বল প্রয়োগ মতবাদ
Ⓒ ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ Ⓓ সামাজিক চুক্তি মতবাদ
Ans: B

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ জনসমষ্টি Ⓑ স্থায়িত্ব Ⓒ ঐক্য Ⓓ স্বতন্ত্র ভাষা
Ⓓ Solve জনসমষ্টি, স্থায়িত্ব ও ঐক্য হলো সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজের প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সমাজ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হয়। সমাজে একতা ও সহযোগিতার অনুভূতি রয়েছে। সমাজ একটি স্থায়ী, নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ম মাফিক চলার সংগঠন।

02. সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বটি কার? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ ইবনে খালদুন
Ⓒ অগাস্ট কোঁত Ⓓ হার্বার্ট স্পেন্সার Ans Ⓓ

03. সামাজিক পরিবর্তনের চক্রাকার তত্ত্বটি কে প্রদান করেন? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ অগাস্ট কোঁত Ⓑ মার্কস Ⓒ প্যারেটো Ⓓ সরোকিন Ans Ⓒ

04. সমাজকাঠামোর রদবদল বলতে বোঝায় সামাজিক- [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ পরিবর্তন Ⓑ বিবর্তন Ⓒ উন্নয়ন Ⓓ প্রগতি Ans Ⓐ

05. সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত এলিটের 'চক্রাকার' (Circulation of Elite) মতবাদটি কে প্রদান করেন? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ হার্বার্ট স্পেন্সার Ⓒ এমিল ডুর্খেইম Ⓓ ভি. প্যারেটো Ans Ⓓ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-১ বাংলাদেশের মানুষ ও সংস্কৃতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ইংরেজি 'Race' শব্দটির বাংলা পরিভাষা- নৃগোষ্ঠী।
- জাতি গঠনে যেসব উপাদান দায়ী- 'Race' তার অন্যতম উপাদান।
- মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী প্রধানত- বাদামি রংয়ের।
- একই দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকের সমষ্টিকে- 'Race' বলে।
- মানবজাতির একটি উপবিভাগ হলো- 'Race'।
- মূলত নৃগোষ্ঠী- ৪ ধরনের।
- ককেশীয়দের বাসস্থান প্রধানত- ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায়।
- ককেশীয় ও মঙ্গোলীয়দের মাঝামাঝি পড়ে- পলিনেশীয়রা।
- ককেশীয়দের একটি উপ-নৃগোষ্ঠী হলো- অস্ট্রেলীয়।
- এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা- মেডিটেরানিয়ান।
- দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা- দ্রাবিড়।
- জাপানের অধিবাসীরা- আইনু নামে পরিচিত।
- আর্কটিক ও গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীরা- এস্কিমো।
- নিউগিনির সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা- মেলানেশিয়ান।
- দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকার নিকটবর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠী হলো- বান্টু।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রজাতি- পিগমী।
- বিশ্বের সব ধরনের মানুষের মধ্যেই রক্তের গ্রুপ রয়েছে- ৪ প্রকার।
- বর্ণবাদীদের মতে উৎকৃষ্ট- শ্বেতকায়রা।
- বর্তমান চীনা মঙ্গোলয়েডগণ উত্তরপুরুষ বলে বিবেচিত- পিকিং মানবের।
- বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রভাব রয়েছে- আদি অস্ট্রেলিয়দের।
- এদেশের আদিবাসীরা ছিল- দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর।
- মঙ্গোল-দ্রাবিড় প্রভাবিত এক শঙ্কর জনগোষ্ঠী হলো- বাঙালিরা।
- অবস্তুগত সংস্কৃতি হলো- শ্রদ্ধা, স্নেহ-আদর।
- মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি হলো- সংস্কৃতি।
- সভ্যতা হলো- বস্তুগত সৃষ্টি।
- মানুষের সমগ্র জীবনাচরণ হলো- সংস্কৃতি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সাংস্কৃতিক প্রধান প্রকরণ কয়টি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ Ans Ⓐ

02. নিচের কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ যাত্রাপালা Ⓑ কবিতা Ⓒ জাতীয় সঙ্গীত Ⓓ স্মার্ট ফোন Ans Ⓓ

03. সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বটি কে প্রদান করেন? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ অগবার্ন ও নিমকফ Ⓑ ডুর্খেইম ও ওয়েবার
Ⓒ কার্ল মার্কস ও স্পেন্সার Ⓓ অগাস্ট কোঁত ও ড্রেসলার Ans Ⓐ

04. 'Culture' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ জোনস Ⓑ ই. বি. টেইলর
Ⓒ ম্যাকাইভার Ⓓ ফ্রান্সিস বেকন Ans Ⓓ

05. নিচের কোনটি গ্রামীণ সংস্কৃতির উদাহরণ? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ বৈশাখী উৎসব Ⓑ বইমেলা Ⓒ নবান্ন উৎসব Ⓓ বৃক্ষমেলা Ans Ⓒ

06. নিচের কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ ভাষা সাহিত্য Ⓑ বিজ্ঞান
Ⓒ প্রযুক্তিগত আবিষ্কার Ⓓ শিল্পকলা Ans Ⓒ

07. নিচের কোনটি উপসংস্কৃতির বহির্ভূত? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ বেদে Ⓑ হিপ্পি Ⓒ হিজড়া Ⓓ বাঙালি Ans Ⓓ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-২ প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত গবেষণা হচ্ছে- প্রত্নতত্ত্ব।
- নতুন এবং পুরাতন পাথর যুগের সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের নাম- প্রত্নতত্ত্ব।
- প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি হলো- প্রত্নতত্ত্বের বিষয়বস্তু।
- মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘতম যুগ- প্রাচীন প্রস্তর যুগ।
- জাভা মানবের উৎস- ইন্দোনেশিয়া।
- চীনের পিকিং মানব হচ্ছে- প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রতিনিধি।
- পাথরের হাতিয়ার অধিকতর সরু ছিল- মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগে।
- ক্রোম্যাগনন মানবেরা- উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের বাসিন্দা।
- বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাগ দেখা দেয়- উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগে।
- খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি নির্ভর ছিল- প্রাচীন প্রস্তর যুগের বাসিন্দারা।
- আগুনের আবিষ্কার- উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগে।
- নবপলীয় বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন- গর্ডন চাইল্ড।
- নতুন প্রস্তর যুগকে বলা হয়- নবপলীয় বিপ্লব।
- কৃষির আবিষ্কার হয়- নব্য প্রস্তর যুগে।
- চাকার আবিষ্কার হয়- নব্য প্রস্তর যুগে।
- পশুপালন অর্থনীতির উদ্ভাবক- নতুন প্রস্তর যুগের অধিবাসি।
- স্থায়ী বসবাসের জীবন শুরু করে- নবপলীয় যুগে।
- তামার প্রচলন ছিল- ভারতীয় সমাজে।
- তামা ও টিনের সংমিশ্রনে হয়- ব্রোঞ্জ।
- ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে- ব্রোঞ্জ যুগে।
- প্রথম লৌহ শিল্পের ব্যবহার করে- এশিয়া মাইনরের হিটাইটা।
- আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি- লৌহ।
- বর্তমান যুগকে বলা হয়- লৌহ সভ্যতার যুগ।
- লৌহের ভূমিকা অনস্বীকার্য- শিল্পায়ন ও নগরায়নে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. আদিম সমাজের ব্যবহৃত তৈজসপত্র কীসের নিদর্শন? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ দার্শনিক Ⓑ নৃ-তাত্ত্বিক Ⓒ প্রত্নতাত্ত্বিক Ⓓ অর্থনৈতিক Ans Ⓒ

02. সমাজ বিবর্তনের দীর্ঘতম যুগ কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ তাম্র Ⓑ নবোপলীয় Ⓒ পুরোলীয় Ⓓ ব্রোঞ্জ Ans Ⓒ

03. প্রত্নতত্ত্ব কী? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ অতীত সমাজের বিবরণ Ⓑ অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত পাঠ
Ⓒ সংস্কৃতি সম্পর্কিত পাঠ Ⓓ অতীত ঘটনাবলির বিবরণ Ans Ⓑ

04. নব্যপ্রস্তর যুগ বা নবোপলীয় যুগের সূচনা হয় কত খ্রিষ্টপূর্বে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ ৪,০০০ অব্দে Ⓑ ৫,০০০ অব্দে
Ⓒ ৬,০০০ অব্দে Ⓓ ৭,০০০ অব্দে Ans Ⓓ

05. সর্বপ্রথম পাথর ঘষে আগুন আবিষ্কার করে কোন ধরনের মানুষ? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ নিয়ানডারথাল Ⓑ হাইডেলবার্গ Ⓒ ক্রোম্যাগনন Ⓓ পিকিং Ans Ⓒ

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৩ প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল বা ১২ কিলোমিটার উত্তরে- মহাস্থানগড় অবস্থিত।
- বিখ্যাত 'পুন্ড্রনগর' ছিল- মহাস্থানগড়ে।
- প্রাচীন বাংলার অন্যতম কারুকার্যখচিত স্থাপত্যের নিদর্শন হলো- 'গোবিন্দ ভিটা'।
- বিষ্ণুমন্দির নামে পরিচিত- গোবিন্দ ভিটা।
- মহাস্থানগড়ে প্রভাব ছিল- বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির।
- 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' অবস্থিত- কুমিল্লার কোটবাড়িতে।
- 'লালমাই শৈলশিরা' নামে পরিচিত- ময়নামতি।
- ময়নামতির সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন- আনন্দ বিহার।
- বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতার স্বর্ণযুগ ছিল- ময়নামতির যুগ।
- ময়নামতির নিদর্শন- শালবন বিহার।
- সোমপুর বিহার নির্মিত হয়- ৮ম শতাব্দীতে ধর্মপালের হাতে।
- সোমপুর বিহার অবস্থিত- পাহাড়পুরে।
- 'সত্যপীরের ভিটা'- বৌদ্ধ মন্দির।
- পাহাড়পুরের সভ্যতা একাধারে- হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা।
- খলিফা হারুন অর রশিদের রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে- পাহাড়পুড়ে।
- প্রাচীন ও মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য- মুদ্রার সাহায্য।
- আল বিরুনীর গ্রন্থ- 'কিতাবুল হিন্দ'।
- 'হরপ্পা নগরী' অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- 'মহেঞ্জোদারো' অবস্থিত- পাকিস্তানে।
- কৌটিল্য কর্তৃক রচিত- 'অর্থশাস্ত্র'।
- 'আকবরনামার' লেখক- আবুল ফজল।
- আবুল ফজলের রচনা- 'আইন-ই আকবরী'।
- মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগত- গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস।
- হর্ষবর্ধনের আমলে আগত- চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ।

বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত বেশিরভাগ মুদ্রাই- [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ অষ্টম শতাব্দীর Ⓑ ত্রয়োদশ শতাব্দীর
Ⓒ পঞ্চদশ শতাব্দীর Ⓓ ষোড়শ শতাব্দীর Ans Ⓓ

০২. বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোথায় পাওয়া গিয়েছে? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ রাজশাহী Ⓑ বগুড়া
Ⓒ নরসিংদী Ⓓ কুমিল্লা Ans Ⓒ

০৩. নিচের কোনটি ময়নামতির প্রত্ন নিদর্শন? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ সোমপুর বিহার Ⓑ সত্যপীর ভিটা
Ⓒ গোবিন্দভিটা Ⓓ কৌটিল্য মুড়া Ans Ⓓ

০৪. সিন্ধু সভ্যতার সড়কবাতি, রাস্তাঘাটের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে, এখানে ছিল- [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন Ⓑ পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা
Ⓒ বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব Ⓓ আধুনিক স্থাপত্যের সমাহার Ans Ⓑ

০৫. পাহাড়পুরের প্রধান ধ্বংসাবশেষ নিদর্শন কোনটি? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ গন্ধেশ্বরীর মন্দির Ⓑ পরশুরামের প্রাসাদ
Ⓒ আনন্দ বিহার Ⓓ বৈরাগীর ভিটা Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৪ উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সিন্ধু সভ্যতার স্থায়ীত্বকাল- খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ১৫০০ অব্দ।
- সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা- দ্রাবিড়রা।
- সিন্ধু সভ্যতার জীবনী শক্তি ছিল- কৃষি অর্থনীতি।
- উন্নত নগর জীবন গড়ে উঠে- সিন্ধু সভ্যতায়।
- সুবৃহৎ স্নানাগারের আয়তন ছিল- ১৮০ × ১০৮ আয়তনের।
- সুবৃহৎ স্নানাগার- সিন্ধু সভ্যতার আকর্ষণ।
- হরপ্পার সুবৃহৎ ভবনকে আখ্যা দেয়া হয়েছে- বিখ্যাত শস্যাগার।
- শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল- সিন্ধু সভ্যতায়।
- শক্তিশালী আর্থিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত- সিন্ধু সভ্যতা।
- সিন্ধু সভ্যতার জীবনী শক্তি ছিল- কৃষি অর্থনীতি।
- সিন্ধু সভ্যতার ভাস্কর্যগুলো- পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি।
- সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বেশ উন্নতি লাভ করেছিল- শিল্পকলায় ও কারুশিল্পে।
- এ সভ্যতায় মুদ্রা না থাকলেও ছিল- বিনিময় ব্যবস্থা।
- এ সভ্যতার মানুষ বেশি পারদর্শী ছিল- শিল্পকলায়।
- মহেঞ্জোদারো নগরটি- সিন্ধু নদের তীরে।
- ওজন পরিমাপের জন্য বাটখারার ব্যবহার শুরু হয়- সিন্ধু সভ্যতায়।
- সিন্ধু সভ্যতা ছিল- বহুজাতির মিশ্রণ।
- উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা- সিন্ধু সভ্যতা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি বলে কোন যুগকে- [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ লৌহ Ⓑ তাম্র Ⓒ ব্রোঞ্জ Ⓓ প্রাচীন প্রস্তর Ans Ⓐ

02. লিখিত ভাষার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল কোন যুগে? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ তাম্র Ⓑ ব্রোঞ্জ Ⓒ প্রাচীন প্রস্তর Ⓓ লৌহ Ans Ⓑ

03. বিলুপ্ত সংস্কৃতির অধ্যায়নকে কী বলে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ জীবাশ্মতত্ত্ব Ⓑ প্রত্নতত্ত্ব Ⓒ গবেষণা তত্ত্ব Ⓓ সমাজতত্ত্ব Ans Ⓑ

04. কোনটি উপমহাদেশে দ্বিতীয় নগরায়ণের কেন্দ্র? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ উয়ারী-বটেশ্বর Ⓑ মহাস্থানগড় Ⓒ ময়নামতি Ⓓ পাহাড়পুর Ans Ⓐ

05. বৃহৎ স্নানাগার প্রাচীন কোন নগরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ মহেঞ্জোদারো Ⓑ হরপ্পা Ⓒ ইরাম Ⓓ ইনকা Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৫ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- গ্রামের তুলনায় নগরে বেশি- জনসংখ্যার ঘনত্ব।
- বাংলাদেশের- ৬৮.৪৯% লোক গ্রামে বসবাসরত। (ষষ্ঠ জনশুমারি)
- গ্রামীণ সমাজের প্রধম অর্থনৈতিক সম্পদ- ভূমি।
- সামাজিক জীবনের সূত্রপাত- পরিবারকে কেন্দ্র করে।
- বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতির বেশি ধারক- গ্রামীণ সমাজ।
- ধর্মের প্রভাব বেশি কার্যকর- গ্রামীণ সমাজে।
- ধর্মনিরপেক্ষতা লক্ষ্য করা যায়- নগর সমাজে।
- গ্রামীণ সমাজের কাঠামো মূর্ত হয়ে ওঠে তার- সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে।
- নিজেদের কোনো রকম ভরণ-পোষণ চালান তারা হলেন- প্রান্তিক জমির মালিক।
- গ্রামীণ রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টিকারী দল হলো- পাড়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।
- সীমিত আয়ের শিক্ষিত চাকুরিজীবী শ্রেণিকে বুঝায়- মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
- নগর সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসে ভূমিকা আছে- চাপসৃষ্টিকারী দলের।
- বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে- শাসক এলিটের হাতে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা– কৃষি।
- মোড়ল হলেন– ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার।
- ক্ষমতার আরেকটি সূচক হলো– শিক্ষা।
- ক্ষমতা তৈরির একটি বড় নির্ধারক– পেশা।
- ক্ষমতা বন্টনের উল্লেখযোগ্য প্রকরণ- ধন সম্পত্তির ভিত্তিতে ক্ষমতা বিন্যাস।
- শহরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব– আনুষ্ঠানিক।
- বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু– ইউনিয়ন।
- মৌলিক গণতন্ত্রের সর্বনিম্ন অধ্যায় ছিল– ইউনিয়ন কাউন্সিল।
- বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হলো– ইউনিয়ন পরিষদ।
- গ্রামীণ সমাজ– জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ।
- "ঈশ্বর গ্রাম সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষ নগর গড়ে তুলেছে"উক্তিটি– ইংরেজ কবি কোপারের।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. গ্রামীণ সমাজকে সনাতন বলা হয় কেন? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য বেশি বলে
Ⓑ সেখানে সামাজিক গতিশীলতা বেশি
Ⓒ ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতিতে গ্রামবাসী অভ্যস্ত
Ⓓ শহরের সাথে গ্রামের ব্যাপক যোগাযোগ — Ans Ⓒ

02. শহরে কী ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ যৌথ Ⓑ বর্ধিত Ⓒ একক Ⓓ মাতৃসূত্রীয় — Ans Ⓒ

03. গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ বর্গাচাষ Ⓑ ভূমি মালিকানা
Ⓒ চাকুরি-ব্যবসা Ⓓ শিক্ষা — Ans Ⓑ

04. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অন্যতম পার্থক্য কোথায়? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ সমপেশার জনগোষ্ঠী Ⓑ ভিন্ন সংস্কার ও মূল্যবোধ
Ⓒ পেশি শক্তির প্রভাব Ⓓ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা — Ans Ⓑ

05. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের প্রধান পার্থক্য নির্দেশ করে কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ কৃষিজ ও অকৃষিজ পেশা Ⓑ সাংস্কৃতিক বিভাজন
Ⓒ পরিবারের ধরন Ⓓ খাদ্যাভ্যাসের ভিন্নতা — Ans Ⓐ

06. গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্য ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়– [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ জ্ঞাতিসম্পর্কের জন্য Ⓑ সহানুভূতির জন্য
Ⓒ সহজ-সরল মানুষের জন্য Ⓓ যৌথ পরিবারের জন্য — Ans Ⓐ

07. বাংলাদেশের শহরে ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম উপাদান কোনটি? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ শিক্ষা Ⓒ পেশা Ⓓ জেন্ডার — Ans Ⓐ

08. বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে ক্ষমতার প্রধান উৎস কোনটি? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ শিল্প কারখানার মালিকানা Ⓑ ভূমি মালিকানা
Ⓒ উচ্চ পেশাগত অবস্থান Ⓓ রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ — Ans Ⓑ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৬ বাংলাদেশে পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতি সম্পর্ক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংগঠন– পরিবার।
- শহরাঞ্চলের পরিবার মূলত– অনু পরিবার।
- গ্রামীণ পরিবার– যৌথ পরিবার।
- ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিবার কয় প্রকার– ৩ প্রকার।
- যৌথ পরিবারের ভাঙনে উল্লেখযোগ্য কারণ– স্থানান্তর গমন।
- বাংলাদেশে বেশি দেখা যায়– এক বিবাহভিত্তিক পরিবার।
- বাংলাদেশের পরিবার মূলত– পিতৃপ্রধান।
- 'Women for Women'– একটি নারীমুক্তি আন্দোলন।
- সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন – পরিবারের জৈবিক কাজ।
- সন্তান-সন্ততির আবেগীয় চাহিদা মেটানো– মনস্তাত্ত্বিক কাজ।
- শিক্ষার্জনের প্রথম ও প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গণ– পরিবার।
- বিবাহ আইনগত, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান– ইসলাম ধর্মে।
- বিধবা বিবাহ নিরুৎসাহিত হয়-হিন্দু সমাজে।
- মৃত স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করলে বলা হয়- সরোরেট।
- মৃত স্বামীর ছোট ভাইকে বিয়ে করলে বলা হয়– লেভিরেট।
- চাচাতো এবং খালাতো ভাই-বোন হলো– প্যারালাল কাজিন।
- মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন হলো– ক্রসকাজিন।
- যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ হয়– ১৯৮০ সালের আইনে।
- জ্ঞাতি সম্পর্ক কয় প্রকার– ৪ প্রকার।
- রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন হলো– দাদা-দাদীর সাথে বন্ধন।
- বৈবাহিক সূত্রে জ্ঞাতি বন্ধন হলো– ভাসুর-দেবর।
- প্রথাগত বন্ধন হলো– দোস্ত, মিতা ইত্যাদি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পিতৃবাস পরিবার কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ বিয়ের পর স্বামী গৃহে বাস
Ⓑ বিয়ের পর স্বামীর পিতার গৃহে বাস
Ⓒ বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর নতুন গৃহে বাস
Ⓓ বিয়ের পর পরিবারে বাস — Ans Ⓑ

02. জ্ঞাতিসম্পর্ক কী? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ সম্প্রদায় Ⓑ বিবাহ প্রথা
Ⓒ জৈবিক বন্ধন Ⓓ পরিবার প্রথা — Ans Ⓒ

03. বাংলাদেশের বিবাহের আইনগত বয়সসীমা কত বছর? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ মেয়ে ১৬ ছেলে ২০ Ⓑ মেয়ে ১৮ ছেলে ২১
Ⓒ মেয়ে ১৮ ছেলে ২০ Ⓓ মেয়ে ২১ ছেলে ২৪ — Ans Ⓑ

04. সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারের ধরন কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ মাতৃতান্ত্রিক Ⓑ পিতৃবাস Ⓒ নয়াবাস Ⓓ মাতৃসূত্রীয় — Ans Ⓓ

05. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ একক পরিবার Ⓑ যৌথ পরিবার
Ⓒ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার Ⓓ নয়াবাস পরিবার — Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনের কারণ কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ ধর্মীয় প্রভাব Ⓑ সাংস্কৃতিক প্রভাব
Ⓒ নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব Ⓓ রাজনৈতিক প্রভাব — Ans Ⓒ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৭ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জীবন ও আদর্শের পরিবর্তনকে বলে– সামাজিক পরিবর্তন।
- কৃষিজাত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটিয়ে অন্য জাতের পণ্য উৎপাদন হলো– শিল্পায়ন।
- যে প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অকৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয় তা হলো– শিল্পায়ন।
- পাশ্চাত্যে শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটে– অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে।
- কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হলো– ছদ্ম বেকারত্বের কারণ।
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়– দক্ষ শ্রমিকের অভাব।
- শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হলো– রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।
- শিল্পকারখানা গঠনের প্রতিকূলে কাজ করে – অতিশয় মুদ্রাস্ফীতি।
- একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো এলাকা-নগরে রূপান্তরিত হয় তা হলো– নগরায়ন।
- জন্মসংখ্যার তুলনায় মৃত্যু সংখ্যা কম বিধায় জনসংখ্যা হার বেশি– নগরে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- নগর ও শিল্পায়নের ফলে- নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়।
- নগর ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো- সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন।
- সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়- নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে।
- নানা অপরাধের জন্য দায়ী- মাদকাসক্তি।
- শিল্পায়নের ফলে উদ্ভব হয়- ধনতন্ত্রের।
- দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে- শিল্পায়ন।
- মানবীয় জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে- শিল্পায়ন।
- কৃষির অগ্রগতিতে অপরিসীম গুরুত্ব- শিল্পায়নের।
- পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন- শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল।
- তথ্য আদান-প্রদানের কৌশলকে- তথ্য প্রযুক্তি বলে।
- Urbanization এর প্রতিশব্দ- নগরায়ন।
- নগরায়ন হলো- প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু।
- দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে- নগরায়ন।
- আমাদের দেশে নগরায়ন-শিল্পায়ন জোরদার হয়- ১৯৪৭ এর পর থেকে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করা Ⓑ খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
Ⓒ সামাজিক নিরাপত্তা হ্রাস করা Ⓓ সংস্কৃতির উদ্ভাবন বন্ধ করা **Ans: B**

02. বিশ্বায়নের প্রভাব কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ অন্যরাষ্ট্রসমূহের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি Ⓑ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতা
Ⓒ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি Ⓓ বাজার ব্যবস্থার সংকোচন **Ans: A**

03. যে প্রক্রিয়া একটি লক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবীকে একই পরিবারভুক্ত করে- [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ শিল্পায়ন Ⓑ নগরায়ণ
Ⓒ বিশ্বায়ন Ⓓ তথ্যপ্রযুক্তি **Ans: C**

04. বিশ্বায়নের ফলে সমাজে- [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে Ⓑ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়
Ⓒ জ্ঞাতিসম্পর্ক সুদৃঢ় হয় Ⓓ সংহতি বৃদ্ধি পায় **Ans: A**

05. নিচের কোনটি সামাজিক পরিবর্তন? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ নদী ভাঙন Ⓑ স্বাধীনতা যুদ্ধ
Ⓒ পরিবেশগত বিপর্যয় Ⓓ যৌথ পরিবারে ভাঙন **Ans: D**

06. নগরায়ণের ফলে সমাজে- [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় Ⓑ অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়
Ⓒ সংহতি দৃঢ় হয় Ⓓ বস্তির প্রসার ঘটে **Ans: D**

07. কোনটির ওপর ভিত্তি করে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু হয়েছে? [সকল বোর্ড '১৫]
Ⓐ ATM ব্যবস্থা Ⓑ মোবাইল ব্যাংকিং
Ⓒ ইন্টারনেট Ⓓ তথ্য প্রযুক্তি **Ans: C**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৮ বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- "একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীই হলো এথনিক সম্প্রদায়"- উক্তিটি ই.বি. টেইলরের।
- ঐক্যের অনুভূতি বিদ্যমান- এথনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে।
- বাংলাদেশে এথনিক সম্প্রদায় রয়েছে- ৫০টি।
- 'মান্দি' অর্থ- মানুষ।
- নিজেদের 'মান্দি' বলে পরিচয় দেয়- গারোরা।
- নৃগোষ্ঠীগতভাবে গারোরা- মঙ্গোলয়েড।
- গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম- সংসারেক।
- সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী- গারোরা।
- গারো সমাজ মূলত- মাতৃসূত্রীয়।
- পাহাড়ি অঞ্চলে চাষকে বলে- জুম চাষ।
- কোচ নৃগোষ্ঠীর ভাষার নাম- তিব্বতীয় বর্মণ।
- চাকমাদের বেশি বসবাস- রাঙামাটিতে।
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে বৃহৎ এথনিক সম্প্রদায়- চাকমারা।
- চাকমারা প্রধানত- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- ক্রস-কাজিন বিবাহ প্রচলিত- চাকমা সমাজে।
- কতগুলো চাকমা আদাম মিলে গঠিত হয়- চাকমা গ্রাম বা মৌজা।
- চাকমা সার্কেলের প্রধান হচ্ছেন- রাজা।
- জলকেলি কাদের উৎসব- রাখাইন।
- মাটির তৈরি ঘরে থাকে- সাঁওতালরা।
- 'ঝুমুর গান' প্রচলিত- সাঁওতাল সমাজে।
- বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাস- মণিপুরীদের।
- বৈসুক কোন উপজাতিদের বর্ষবরণ উৎসব- ত্রিপুরা
- নৃত্য ও সঙ্গীতে বেশ প্রসিদ্ধ- মণিপুরীরা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নৃ-গোষ্ঠী স্বতন্ত্র কেন? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ এদের ধর্ম এক Ⓑ এদের সংস্কৃতি ভিন্ন
Ⓒ তাদের একই পূর্বপুরুষ Ⓓ তাদের ভাষা অভিন্ন **Ans: B**

02. বিজু কী? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ মারমাদের ভাষা Ⓑ গারোদের উৎসব
Ⓒ রাখাইনদের ভাষা Ⓓ চাকমাদের উৎসব **Ans: D**

03. আদম কী? [সকল বোর্ড '২১; ১৯]
Ⓐ মৌজা Ⓑ গ্রাম
Ⓒ পাড়া Ⓓ সার্কেল **Ans: C**

04. সাঁওতালদের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ এদের ভাষার নাম মৈতে Ⓑ এরা মাতৃতান্ত্রিক
Ⓒ এদের কোনো বর্ণমালা বা লিপি নেই Ⓓ আদাম এদের সংগঠন **Ans: C**

05. সাঁওতালদের গ্রামপ্রধানকে কী বলে? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ মাঝি Ⓑ মারাংবুরো
Ⓒ ইতুত Ⓓ আদাম **Ans: A**

06. মণিপুরিরা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বসবাস করে? [সকল বোর্ড '২১; ১৯]
Ⓐ সিলেট Ⓑ শেরপুর Ⓒ বগুড়া Ⓓ বান্দরবান **Ans: A**

07. নৃ-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতো ভাষা Ⓑ ধর্ম, নরবংশে আলাদা
Ⓒ স্বজাত্যবোধের অনুপস্থিতি Ⓓ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ **Ans: B**

08. চাকমা সমাজে মৌজা প্রধানকে কী বলা হয়? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ রাজা Ⓑ কারবারি
Ⓒ হেডম্যান Ⓓ মাঝি **Ans: C**

09. 'আচ্ছিক' ও 'লামদানী' নামে গোত্র দুটি যে নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত- [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ চাকমা Ⓑ রাখাইন Ⓒ গারো Ⓓ মণিপুরি **Ans: C**

10. খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর পুঞ্জিপ্রধানকে কী বলে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ রাজা Ⓑ হেডম্যান Ⓒ মন্ত্রী Ⓓ কারবারি **Ans: C**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৯ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাজের একটি বিশেষ অবস্থার নাম- সামাজিক সমস্যা।
- বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো- জনসংখ্যা সমস্যা।
- বিবাহ বিচ্ছেদ একটি- সামাজিক সমস্যা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থীমূলক কাজ– সামাজিক সমস্যা।
- মাদকাসক্তি একটি– সামাজিক সমস্যা।
- বিশ্বের সবদেশ ও জাতি– আত্মমর্যাদাশীল।
- স্বাক্ষরজ্ঞানের অভাবই হলো– নিরক্ষরতা।
- শারীরিক রোগ ব্যাধি হয়– জৈবিক কারণে।
- ইভটিজিং এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো– 'নারীকে উত্যক্তকরণ'।
- মার্কসবাদীদের মতে, দ্বন্দ্বের নিরসন হবে– শ্রেণিহীন সমাজে।
- ডুর্খেইমের 'Suicide' গ্রন্থটির প্রকাশকাল– ১৮৯৭।
- মূল্যবোধহীনতার তত্ত্বটি– ডুর্খেইমের।
- সামাজিক সমস্যার প্রথম সমাধানকল্প– সামাজিক গবেষণা।
- মানুষের লিঙ্গের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষম্যই হলো– জেন্ডার বৈষম্য।
- আমাদের কৃষি অর্থনীতি নির্ভরশীল– প্রকৃতির ওপর।
- নিরক্ষরতা হলো– অক্ষরজ্ঞানহীনতা।
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণ– অজ্ঞতা ও অশিক্ষা।
- নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ– শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা না দেওয়া।
- ম্যালথাস ছিলেন– অর্থনীতিবিদ ও ধর্মযাজক।
- খাদ্যের উৎপাদন অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়– জনসংখ্যা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়– জ্যামিতিক হারে।
- জ্যামিতিক হার– চক্রবৃদ্ধি সুদ ব্যবস্থার মত।
- কাম্য জনসংখ্যা বলতে বোঝায়– কাঙ্খিত জনসংখ্যা।
- কাম্য জনসংখ্যার লক্ষ্য– সর্বাধিক উন্নতি বা সমৃদ্ধি আনয়ন।
- গ্রামীণ বেকারত্ব কমানোর জন্য প্রয়োজন– ক্ষুদ্রায়তনের কুটির শিল্প স্থাপন।
- যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয়– ১৯৮০ সালে।
- মৌসুমি বেকারত্ব বলতে বোঝায়– ঋতু পরিবর্তনের ফলে বেকারত্ব।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ZPG-এর পূর্ণরূপ- [GST-B : 22-23]
Ⓐ Zero Population Growth Ⓑ Zero popular Growth
Ⓒ Zero Percent Growth Ⓓ Zero Parental Growth **Ans A**

01. সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ এটি সাধারণ পরিস্থিতি Ⓑ স্বাভাবিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক
Ⓒ কখনই নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয় Ⓓ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে **Ans B**

02. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা কোনটি? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ জনসংখ্যাধিক্য Ⓑ দারিদ্র্য
Ⓒ মাদকাসক্তি Ⓓ নিরক্ষরতা **Ans A**

03. জাতিসংঘ বার্ধক্যের নির্দেশক হিসেবে কোন বয়সসীমাকে নির্দেশ করেছে? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ ৪৫ + Ⓑ ৬০ + Ⓒ ৬৫ + Ⓓ ৭০ + **Ans B**

04. শব্দ দূষণের প্রভাব কোনটি? [সকল বোর্ড '২১]
Ⓐ বধিরতা Ⓑ দুর্ভিক্ষ Ⓒ তাপমাত্রা বৃদ্ধি Ⓓ মরুকরণ **Ans A**

05. নিরক্ষরতা কী? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ বক্তব্য বুঝাতে না পারা Ⓑ লিখার অক্ষমতা
Ⓒ পড়তে ও লিখতে না পারা Ⓓ শুধু অক্ষরজ্ঞান থাকা **Ans C**

06. ছদ্ম বেকারত্ব কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ ৫ জনের স্থলে ৭ জন কাজ করা
Ⓑ ৭ জনের স্থলে ৫ জন কাজ করা
Ⓒ ৫ জনের মধ্যে ৫ জনই বেকার থাকা
Ⓓ ৫ জনের মধ্যে ৪ জন বেকার থাকা **Ans A**

07. জলবায়ু পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি Ⓑ নতুন প্রজাতির সৃষ্টি
Ⓒ খাদ্যের নতুন চাহিদা Ⓓ বস্তির ক্রমাগত হ্রাস **Ans A**

08. নিচের কোনটি নারীর নিরাপত্তাজনিত সমস্যা? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ বার্ধক্য Ⓑ নিরক্ষরতা Ⓒ যৌতুক প্রথা Ⓓ পানি দূষণ **Ans C**

09. Unemployment-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ বেকারত্ব Ⓑ বেকার সমস্যা Ⓒ নিরক্ষরতা Ⓓ অজ্ঞতা **Ans A**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-১০

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সার্বিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে– সামাজিক উন্নয়ন বলে।
- পল্লি উন্নয়ন বলতে বোঝায় – পল্লির সকল শ্রেণির উন্নয়ন।
- প্রথম পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথের পল্লি উন্নয়ন শুরু হয়– ১৮৮০ সালে শিলাইদহ ও পাতিসর গ্রামে।
- পল্লি পুর্ণগঠন ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়– ১৯২০ সালে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯১৯ সালে।
- ভিলেজ এইড কর্মসূচি শুরু হয়– ১৯৫৩ সালে।
- বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায়।
- BRDB এর সম্প্রসারিত রূপ– Banglaesh Rural Development Board.
- আভিধানিক অর্থে স্বনির্ভর মানে– নিজের ওপর নির্ভর করা।
- পল্লি উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা– ড. আখতার হামিদ খান।
- স্বনির্ভর আন্দোলন শুরু হয়– ১৯৭৫ সালে।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি হয়– ১৯৭৪ সালে।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা– ড. মুহম্মদ ইউনূস।
- NGO- Non Government Organization.
- BRAC– Bangladesh Rural Advancement Committee.
- BRAC স্থাপিত হয়– ১৯৭২ সালে।
- BRAC এর প্রতিষ্ঠাতা– ফজলে হাসান আবেদ।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়– BRAC.
- নকশি কাঁথা ও হস্ত শিল্পের জন্য বর্ণনা দেয়– BRAC.
- আশার প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৮ সালে।
- ASA– Association for Social Advancement.
- প্রশিকার প্রতিষ্ঠা– ১৯৭৬ সালে।
- বর্তমানে প্রশিকা– বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও নামে পরিচিত।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিকার কার্যক্রম– চার ধরনের।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. V-AID কী? [সকল বোর্ড '১৯]
Ⓐ সরকারি সংস্থা Ⓑ এনজিও
Ⓒ একটি প্রতিষ্ঠান Ⓓ একটি কর্মসূচি **Ans D**

02. BRDB কখন গঠিত হয়? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ ১৯৭০ সালে Ⓑ ১৯৭৫ সালে Ⓒ ১৯৮০ সালে Ⓓ ১৯৮৫ সালে **Ans C**

03. নিচের কোনটি বেসরকারি সংস্থা? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ BRDB Ⓑ BRAC Ⓒ BARD Ⓓ RDA **Ans B**

04. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের মূল ধাপ হলো– [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ দেশের জনগণের উন্নয়ন Ⓑ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন
Ⓒ অবকাঠামোগত উন্নয়ন Ⓓ কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন **Ans A**

05. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (BARD)-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ স্যার ফজলে হাসান আবেদ Ⓑ শফিকুল ইসলাম
Ⓒ ড. হোসনে আরা Ⓓ ড. আখতার হামিদ খান **Ans D**

06. 'আমার কাছে উন্নয়ন মানে হচ্ছে দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় অথবা সম্পদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া'– উক্তিটি কার? [সকল বোর্ড '১৭]
Ⓐ এডাম স্মিথ Ⓑ ড. মুহাম্মদ ইউনুস
Ⓒ কার্ল মার্কস Ⓓ ডাডলি সিয়ার্স **Ans B**

07. নিচের কোনটি সরকারি সংস্থা? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ BRAC Ⓑ BARD Ⓒ ASA Ⓓ USAID **Ans B**

08. নিচের কোনটি সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশ করে? [সকল বোর্ড '১৬]
Ⓐ শিক্ষার হার বৃদ্ধি Ⓑ সামাজিক অসমতার ব্যাপকতা
Ⓒ শিল্পের প্রসার Ⓓ রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল **Ans A**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

অর্থনীতি

প্রথম পত্র অধ্যায়-১ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অর্থনীতি এক ধরনের- সামাজিক বিজ্ঞান।
- মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হলো- দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
- অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা হলো- সম্পদের স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্যতা।
- সম্পদ হলো- দ্রব্য সামগ্রী, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষকে যে কয়টি বিষয়ে নির্বাচন করতে হয়- তিনটি।
- মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ- সীমিত।
- একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় তাই হলো- সুযোগ ব্যয়।
- মানব জীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায় – চারটি।
- মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো- অভাব পূরণ।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্যায় হলো- উৎপাদন।
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের শেষ পর্যায় হলো- ভোগ।
- দ্রব্য ভোক্তার কতটুকু অভাব পূরণ করবে তা নির্ভর করে- বণ্টনের ওপর।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সবকিছুর নির্ধারক- স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বা মূল্য।
- যে ধরনের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা সর্বাধিক স্বীকৃত- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যে 'অদৃশ্য হস্ত' সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম- দাম ব্যবস্থা।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল সম্পদের মালিক- রাষ্ট্র।
- যে অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে তাকে বলে- মিশ্র অর্থনীতি।
- যে অর্থ ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে- মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায়।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল- ১৯৭৩-৭৮।
- বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করে- ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে।
- যে অর্থনীতি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে- 'ব্যষ্টিক অর্থনীতি'।
- যে অর্থনীতি,অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রদান করে তা হলো- সামষ্টিক অর্থনীতি।
- Macro (ম্যাক্রো) শব্দটির অর্থ হলো- বৃহৎ বা বড়।
- কোন দশকে বাংলাদেশ মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে- আশির দশকে।
- এডাম স্মিথ অর্থনীতি সম্পর্কে যে গন্থে আলোচনা করেছেন- 'Wealth of Nations' গ্রন্থে।
- এডাম স্মিথ অর্থনীতিকে বলেছেন- সম্পদের বিজ্ঞান।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. অসংখ্য অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতাকে অর্থনীতিতে কি বলে? [দি. বো. '১৭]
Ⓐ দুষ্প্রাপ্যতা Ⓑ অসীম অভাব
Ⓒ নির্বাচন Ⓓ বিকল্প সমাধান **Ans Ⓐ**

02. 'অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান' কে বলেছেন? [ব. বো. '১৬]
Ⓐ ডেভিড রিকার্ডো Ⓑ রবার্ট লুকাস
Ⓒ এ্যাডাম স্মিথ Ⓓ জে.এ.সুমপিটার **Ans Ⓒ**

03. অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধান কারণ কোনটি? [সি. বো. '১৬]
Ⓐ সসীম অভাব Ⓑ সীমিত উৎপাদন
Ⓒ সঠিক নির্বাচন Ⓓ সীমিত সম্পদ **Ans Ⓓ**

04. 'অর্থনীতি হলো নির্বাচনের বিজ্ঞান' – কে বলেছেন? [দি. বো. '১৯]
Ⓐ বেনহ্যম Ⓑ স্যামুয়েলসন
Ⓒ কার্ল মার্কস Ⓓ এল.রবিন্স **Ans Ⓓ**

05. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার যে কোনো বিন্দু কী নির্দেশ করে? [কু. বো. '১৯]
Ⓐ স্বল্প উৎপাদন Ⓑ বেকারত্ব
Ⓒ পূর্ণ নিয়োগ Ⓓ অপূর্ণ নিয়োগ **Ans Ⓒ**

06. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্যায় কোনটি?
Ⓐ ভোগ Ⓑ বণ্টন Ⓒ বেকারত্ব Ⓓ উৎপাদন **Ans Ⓓ**

07. ধনতন্ত্রে অদৃশ্য শক্তিকে কী বলে? [ব. বো. '১৯]
Ⓐ সরকারি পরিকল্পনা Ⓑ দামব্যবস্থা
Ⓒ সামাজিক কল্যাণ Ⓓ জনশক্তি **Ans Ⓑ**

08. স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা কোন অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য? [সকল বোর্ড ২০১৮; [illegible] বো. '১৬]
Ⓐ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি Ⓑ পুঁজিবাদী অর্থনীতি
Ⓒ ইসলামি অর্থনীতি Ⓓ মিশ্র অর্থনীতি **Ans Ⓑ**

09. শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত কোন অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য? [ব. বো. '১৯]
Ⓐ সমাজতান্ত্রিক Ⓑ ধনতান্ত্রিক Ⓒ ইসলামি Ⓓ মিশ্র **Ans Ⓐ**

10. কোন অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত? [রা. বো. '১৭]
Ⓐ ধনতান্ত্রিক Ⓑ মিশ্র
Ⓒ ইসলামি Ⓓ সমাজতান্ত্রিক **Ans Ⓑ**

প্রথম পত্র অধ্যায়-২ ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তার নাম- চলক।
- চলক- দুই প্রকার।
- যে সকল রাশির মান সবসময় স্থির থাকে তাকে বলে- ধ্রুবক।
- চলকের সাথে ধ্রুবক ব্যবহৃত হলে তাকে কি বলে- সহগ।
- সঞ্চয় কিসের ওপর নির্ভরশীল- আয়ের ওপর।
- যে চলরাশি স্বাধীনভাবে মান গ্রহণ করতে পারে তাকে বলে- স্বাধীন চলক।
- স্বাধীন চলকের মানের ওপর নির্ভরশীল রাশি- অধীন চলক।
- লেখচিত্রে অক্ষ থাকে- দুইটি।
- স্থানাংকের প্রথম সংখ্যাটিকে বলে- ভুজ।
- স্থানাংকের দ্বিতীয় সংখ্যাটির নাম- কোটি।
- লেখচিত্রে মূল বিন্দুর স্থানাংক- (০,০)।
- আপেক্ষিক মূলত একটি- গাণিতিক সমীকরণ।
- দামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- যোগান রেখার ঢাল- ধনাত্মক।
- ঢাল হলো- লম্ব ÷ ভূমি (লম্ব পরিবর্তন ÷ ভূমি পরিবর্তন = $\Delta Y/\Delta X$)।
- কোনো রেখার ঢাল অসীম হলে রেখাটি হবে- উল্লম্ব।
- রেখার ঢাল শূন্য হলে রেখাটি- ভূমির সমান্তরাল হবে।
- বক্র রেখার ঢাল নির্ণয় করতে কোনো বিন্দুতে যে সরলরেখা টানা হয় তাকে বলে- স্পর্শক।
- যে রেখার ঢাল বেশি সে রেখা- বেশি খাড়া।
- দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশক বিধিকে বলে- চাহিদা বিধি।
- কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা- কমে।
- দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা- বাড়ে।
- দাম ও চাহিদার সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- দ্রব্যের দাম বাড়লে কিছু দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, এই সকল দ্রব্যকে বলে- গিফেন দ্রব্য।
- গিফেন দ্রব্যগুলো হলো- মোটা চাল, ডাল, আলু, মোটা কাপড়।
- চাহিদা রেখার ভিত্তি- চাহিদাসূচি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- চাহিদা- দুই প্রকার।
- ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিই হলো- বাজার চাহিদা।
- 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' ধারণার প্রবক্তা- অধ্যাপক মার্শাল।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- ধনাত্মক।
- যেসব দ্রব্যের বিকল্প নেই তাদের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদারেখা- ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী।
- চাহিদা রেখা সাধারণত- বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী।
- একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে অন্য দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পায়। এমন দ্রব্যকে বলে- পরিপূরক দ্রব্য।
- পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- ঋণাত্মক।
- দাম বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেলে তাকে বলে- চাহিদার সংকোচন।
- দাম পরিবর্তন ছাড়াই চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তাকে বলে- চাহিদার বৃদ্ধি।
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা- তিন প্রকার।
- দুটি দ্রব্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক না থাকলে চাহিদা আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- শূন্য হয়।
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি হলে তাকে বলে- স্থিতিস্থাপক চাহিদা।
- চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য অধ্যাপক মার্শাল প্রণীত পদ্ধতির নাম- মোট ব্যয় পদ্ধতি।
- যোগান হলো মজুতের একটি- অংশ।
- দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের অবস্থা- বৃদ্ধি পায়।
- দাম ও যোগানের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- দাম কমলে যোগান- কমে যায়।
- যোগান রেখার ভিত্তি- যোগান সূচি।
- অতিস্বল্পকালীন মেয়াদে যোগান কেমন হয়- অস্থিতিস্থাপক।
- দীর্ঘমেয়াদে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কেমন হয়- বেশি হয়।
- যোগান রেখা সাধারণত হয়- বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ- [চবি. '২১-২২]
Ⓐ ভোগের হ্রাস Ⓑ ভোগের বৃদ্ধি
Ⓒ মূল্য বৃদ্ধি Ⓓ চাহিদা বৃদ্ধি **Ans Ⓑ**

02. কোন দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কি বলে? [ঢা. বো. '২১]
Ⓐ উপযোগ Ⓑ ভোগ Ⓒ উৎপাদন Ⓓ সম্পদ **Ans Ⓐ**

03. সংখ্যাগত উপযোগের ধারণা কে প্রদান করেন? [সি. বো. '২১; কু. বো '১৯]
Ⓐ রিকার্ডো Ⓑ অ্যাডাম স্মিথ
Ⓒ মার্শাল Ⓓ হিক্স **Ans Ⓒ**

04. পর্যায়গত উপযোগ ধারণার ব্যাখ্যা করেন কোন অর্থনীতিবিদ? [দি. বো. '১৯]
Ⓐ জে.আর হিক্স Ⓑ মার্শাল
Ⓒ ওয়ালরাস Ⓓ জেভনস্ **Ans Ⓐ**

05. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ কি হবে? [দি. বো., কু.বোর্ড '২১]
Ⓐ কমতে থাকবে Ⓑ শূন্য হবে
Ⓒ বাড়তে থাকবে Ⓓ স্থির থাকবে **Ans Ⓑ**

06. "উপযোগ হলো কোন দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে"। সংজ্ঞাটি প্রদান করেন- [ম. বো., সি.বো '২১]
Ⓐ অধ্যাপক মার্শাল Ⓑ অধ্যাপক মেয়ার্স
Ⓒ জে.এম কেইনস Ⓓ ডি. স্যালভেটর **Ans Ⓑ**

07. প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য (০) হয় মোট উপযোগ কী হয়? [ব. বো., চ.বো '১৭]
Ⓐ সর্বোচ্চ Ⓑ সর্বনিম্ন Ⓒ ধনাত্মক Ⓓ ঋণাত্মক **Ans Ⓐ**

08. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কেমন হবে? [য. বো. '২১; রা.বো '১৬; দি.বো ১৬]
Ⓐ বৃদ্ধি পাবে Ⓑ হ্রাস পাবে
Ⓒ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে Ⓓ স্থির থাকবে **Ans Ⓑ**

09. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে? [ঢা. বো. '১৬]
Ⓐ হিক্স Ⓑ এলেন Ⓒ মার্শাল Ⓓ রবিন্স **Ans Ⓒ**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৩

উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উৎপাদনের উপকরণগুলো হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে বোঝায়- উপযোগ সৃষ্টি।
- কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের মূল্যই হলো- গড় আয়।
- কোনো উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে বলা হয়- মোট আয়।
- কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে বলা হয়- প্রান্তিক আয়।
- গড় ব্যয় পাওয়া যায়- মোট ব্যয় (TC) কে দ্রব্যের পরিমাণ Q দ্বারা ভাগ করে।
- কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ককে বলা হয়- উৎপাদন আপেক্ষক।
- TVC ও TFC এর সমষ্টিকে বলা হয়- TC।
- AC রেখার আকৃতি হলো- U আকৃতি।
- প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হলে মোট উৎপাদন- সর্বোচ্চ হয়।
- উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ হলো- শ্রম।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাতে পরিবর্তন ঘটে না- [GST-B : 22-23]
Ⓐ পার্শ্ববর্তী দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পেলে Ⓑ অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হলে
Ⓒ উন্নত প্রযুক্তির সূচনা হলে
Ⓓ আবিষ্কৃত নতুন খনি থেকে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি পেলে
Ⓑ Solve যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য কাম্য সংমিশ্রণ দেখানো হয় তখন তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলে। একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাতে পরিবর্তন ঘটে যেসব কারণে- দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সম্পদের গুণগতমানের উৎকর্ষতা, প্রযুক্তির উন্নয়ন ইত্যাদি।

02. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? [য.বো,ব.বো'২১; সকল বো.'১৮; চ.বো.'১৭]
Ⓐ নতুন দ্রব্য সৃষ্টি Ⓑ অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি
Ⓒ নতুন উপযোগের সৃষ্টি Ⓓ উপকরণ একত্রিকরণ **Ans Ⓒ**

03. মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার? [কু. বো. '২১; ব.বো '১৯,১৬; চ. বো '১৬;]
Ⓐ ২ প্রকার Ⓑ ৩ প্রকার Ⓒ ৪ প্রকার Ⓓ ৫ প্রকার **Ans Ⓑ**

04. কখন গড় ব্যয় (AC)= প্রান্তিক ব্যয় (MC) হয়? [ব. বো. '২১; দি.বো '১৬]
Ⓐ যখন AC নিম্নগামী Ⓑ যখন MC নিম্নগামী
Ⓒ যখন AC সর্বনিম্ন Ⓓ যখন MC ঊর্ধ্বগামী **Ans Ⓒ**

05. স্বল্পকালে কোন রেখাটি U আকৃতির হয়? [রা. বো. '২১; সকল.বো '১৮; ঢা. বো '১৭]
Ⓐ TC Ⓑ TVC Ⓒ AC Ⓓ AVC **Ans Ⓒ**

06. উৎপাদন ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল? [দি.বো '২১; কু বো '১৬]
Ⓐ মুনাফা Ⓑ বাজার Ⓒ উৎপাদন Ⓓ উপকরণ **Ans Ⓒ**

07. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি? [ঢা. বো. '১৯; চ.বো '২১,১৬]
Ⓐ সংগঠন Ⓑ ভূমি Ⓒ শ্রম Ⓓ মূলধন **Ans Ⓓ**

08. নিচের কোন রেখাটি মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়? [দি. বো. '২১; রা.বো '১৯]
Ⓐ মোট পরিবর্তনীয় খরচ Ⓑ মোট স্থির খরচ
Ⓒ মোট খরচ Ⓓ গড় খরচ **Ans Ⓐ**

09. TFC ও TVC এর সমষ্টিকে কী বলা হয়? [ব. বো. '২১; দি.বো '১৯]
Ⓐ AC Ⓑ MC Ⓒ TC Ⓓ VC **Ans Ⓒ**

10. কোন রেখার আকৃতি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়? [ঢা. বো. '২১; য.বো '১৯]
Ⓐ AFC Ⓑ TFC Ⓒ AC Ⓓ TVC **Ans**

11. ফার্মের কোন রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়? [সি. বো. '২১; ব.বো '১৬]
Ⓐ AVC Ⓑ AFC Ⓒ AC Ⓓ MC **Ans**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৪

বাজার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সাধারণ অর্থে বাজার বলতে- পণ্য কেনা বেচার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায়।
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হলে তাকে বলে- বাজার।
- সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার- চার প্রকার।
- অতিস্বল্পকালীন বাজারের পণ্য হলো- মাছ, দুধ, শাক-সবজি।
- কোন ধরনের বাজারে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে- দীর্ঘকালীন বাজার।
- আয়তনের দিক থেকে বাজার- তিন প্রকার।
- আয়তনের ভিত্তিতে বাজারগুলো হলো- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার।
- যেসব দ্রব্যের বাজার নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে বলে- স্থানীয় বাজার।
- কোনটি স্থানীয় বাজারের পণ্য- মাছ, ডিম, শাক-সবজি।
- যেসব দ্রব্যের বাজার দেশজুড়ে বিস্তৃত থাকে তাকে বলে- জাতীয় বাজার।
- আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য- পাট, চা, স্বর্ণ, রূপা।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কয় প্রকার- দুই প্রকার।
- যে বাজারে অধিক সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে তাকে বলে- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কম তাকে বলে- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে তাকে বলে- একচেটিয়া বাজার।
- কোনো বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা যখন একই জাতীয় কিন্তু পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে তখন তাকে বলে- একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার।
- মুষ্টিমেয় সংখ্যক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন একটি দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে তখন তাকে বলে- অলিগোপলি বাজার।
- কোনো পণ্যের যোগান দুজন মাত্র বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করলে তাকে কি ধরনের বাজার বলে- ডুয়োপলি বাজার।
- অধিক বিক্রেতা ও একজন ক্রেতা থাকলে তা কি ধরনের বাজার বলে- মনোপসনি বাজার।
- কোনো বাজার একজন মাত্র বিক্রেতা ও একজন মাত্র ক্রেতা থাকলে তাকে বলে- দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার।
- উৎপাদনকারীর উপকরণ ক্রয় বাবদ মোট যে অর্থ ব্যয় করে তাকে বলে- মোট ব্যয়।
- শ্রমিকের মজুরি, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করে তা- মোট ব্যয়।
- মোট ব্যয়ের অংশ- ২টি।
- কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয়কে বলে- গড় ব্যয়।
- গড় ব্যয় রেখার আকৃতি- U আকৃতির।
- উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে গড় স্থির ব্যয়-হ্রাস পায়।
- কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে গেলে যে ব্যয় হয় তাকে কি বলে- প্রান্তিক ব্যয়।
- গড় ব্যয় যখন সর্বনিম্ন হয় প্রান্তিক ব্যয় তখন- গড় ব্যয়ের সমান।
- কোনো নির্দিষ্ট সময় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে বিক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ আয় করে তাকে বলে- মোট আয়।
- কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মোট আয়কে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়- গড় আয়।
- কোনো ফার্মের গড় আয় নির্দেশক রেখাকে বলে- চাহিদা রেখা বা দাম রেখা।
- বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বাড়লে মোট আয় যে পরিমাণ বাড়ে তাকে বলে- প্রান্তিক আয়।
- গড় আয় রেখা- ডান দিক থেকে বাম দিকে নিম্নগামী।
- দ্রব্যের যোগান যখন একজন মাত্র বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে বলে- একচেটিয়া বাজার।
- প্রান্তিক আয়ের সূত্রটি- $MR = f(\Delta IR/\Delta Q)$.

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন ব্যয় রেখা অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল? [GST-B : 22-23]
Ⓐ TVC Ⓑ TFC Ⓒ AFC Ⓓ AC
B Solve স্বল্পমেয়াদে যে সব ব্যয় উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় না, তাদের সমষ্টিকে মোট স্থির ব্যয় (TFC) বলে। মোট স্থির ব্যয় রেখা ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল; যার অর্থ-"স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন যতই বাড়ানো হোক না কেনো স্থির ব্যয় পরিবর্তিত হবে না"।

02. যেটি বাজারের বৈশিষ্ট্য নয়- [ঢাবি'২১-২২]
Ⓐ নির্দিষ্ট স্থান Ⓑ নির্ধারিত মূল্য
Ⓒ নির্দিষ্ট দ্রব্য Ⓓ পূর্বনির্ধারিত চুক্তি **Ans D**

03. একজন ক্রেতা ও বহু বিক্রেতার বাজারকে কী বলে? [ব.বো,ম.বো,কু.বো '২১; ঢা.বো '১৭;য.বো '১৭;রা.বো '১৭;কু.বো '১৭;সি.বো '১৬]
Ⓐ মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন Ⓑ মনোপসনি
Ⓒ অলিগোপলী Ⓓ মনোপলি **Ans B**

04. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার প্রধানত কত প্রকার? [য.বো '২১; ব.বো '২১ ,১৬,১৭]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans A**

05. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনটি সত্য? [য.বো,ব. বো '২১;কু.বো '১৭; দি.বো'১৬]
Ⓐ P=AR>MC Ⓑ P=AR<MC
Ⓒ P=AR=MR Ⓓ P=AR>MR **Ans C**

06. কোন বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [ব.বো '২১;চ.বো '১৯;রা.বো '১৬]
Ⓐ মনোপলি Ⓑ ডুয়োপলি Ⓒ অলিগোপলী Ⓓ মনোপসনি **Ans A**

07. মনোপলি বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [সি.বো '২১; য.বো '১৯; ঢা.বো ১৬]
Ⓐ AR=P>MR Ⓑ P>AR=MR
Ⓒ AR>P=MR Ⓓ MR>MC **Ans A**

08. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই? [দি.বো '২১; সি.বো '১৯ ,১৭]
Ⓐ একচেটিয়া Ⓑ পূর্ণ প্রতিযোগিতা
Ⓒ অলিগোপলি Ⓓ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা **Ans A**

09. ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্ম উৎপাদন করবে যদি-[কু.বো;সি.বো ,;ব.বো '২১]
Ⓐ AC<P>AVC Ⓑ AC<P<AVC
Ⓒ AC>P>AVC Ⓓ AC=P=AVC **Ans C**

10. কোন বাজারে কোনো পরিবর্তক দ্রব্য থাকেনা? [দি.বো '২১; ব.বো '১৬]
Ⓐ একচেটিয়া Ⓑ ডুয়োপলি
Ⓒ একচেটিয়া প্রতিযোগিতা Ⓓ পূর্ণ প্রতিযোগিতা **Ans A**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৫

শ্রম বাজার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সাধারণ অর্থে মজুরি- শ্রমিকের পারিশ্রমিক।
- উৎপাদনের উপাদান হিসেবে কোনো শ্রমিক উৎপাদনে যে সেবার যোগান দেয় তার দামকে বলে- মজুরি।
- মজুরিকে 'শ্রমের দাম' হিসেবে অভিহিত করেছেন- অর্থনীতিবিদ সোলসম্যান।
- 'চুক্তি অনুসারে নিয়োগ কর্তা শ্রমিককে শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মজুরি বলে' উক্তিটি করেছেন- অধ্যাপক বেনহাম।
- এক দিন বা এক সপ্তাহে একজন শ্রমিকের যে মজুরি দেওয়া হয় তাকে বলে- সময়ভিত্তিক মজুরি।
- নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য যে মজুরি দেওয়া হয় তাকে বলে- কর্মভিত্তিক মজুরি।
- মজুরি দেওয়ার পদ্ধতি অনুসারে মজুরিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়- দুইভাগে।
- সাধারণভাবে মজুরি কয় প্রকার- ২ প্রকার।
- কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে বলে- আর্থিক মজুরি।
- কোনো শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারে তাকে বলে- প্রকৃত মজুরি।
- কোনো শ্রমিক ধনী না গরিব তার মাপকাঠি হলো- প্রকৃত মজুরি।

CamScanner

- 'কোনো শ্রমিক ধনী বা দরিদ্র, কম বা বেশি মজুরি পায়, তার বিচার আর্থিক মজুরির অনুপাতে হয় না, বরং প্রকৃত মজুরির অনুপাতে হয়' বলেছেন– এ্যাডাম স্মিথ।
- ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের একইরূপ কর্ম ক্ষমতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মজুরি হারে পার্থক্য থাকলে তাকে বলে– মজুরির উলম্ব তারতম্য।
- একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকের দক্ষতার তারতম্যের কারণে মজুরির হারের পার্থক্য থাকলে তাকে বলে– অনুভূমিক তারতম্য।
- 'প্রকৃত পক্ষে শ্রমের বাস্তব বাজার পূর্ণপ্রতিযোগিতার আদর্শ মডেল হতে বিচ্যুৎ এবং এর ফলে মজুরির পার্থক্য টিকে থাকে।' বলেছেন– পল স্যামুয়েলসন।
- শ্রমিকগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে বলে– শ্রমিক সংঘ।
- বাংলাদেশের শ্রমিক সংঘের অবস্থা– দুর্বল।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. শ্রমের মালিক কে? [রা.বো '১৬]
Ⓐ ভূস্বামী Ⓑ শ্রমিক Ⓒ সংগঠক Ⓓ শিল্পপতি **Ans Ⓑ**

02. নিচের কোনটি সঞ্চয় করা যায়না? [সি.বো '১৬]
Ⓐ মজুরি Ⓑ খাজনা Ⓒ অর্থ Ⓓ শ্রম **Ans Ⓓ**

03. কোনটি উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ? [কু.বো '১৯; দি.বো, য.বো '১৬]
Ⓐ ভূমি Ⓑ শ্রম Ⓒ মূলধন Ⓓ সংগঠন **Ans Ⓑ**

04. নিচের কোনটি মজুত করা যায়না? [য.বো '১৯]
Ⓐ মজুরি Ⓑ মুদ্রা Ⓒ শ্রম Ⓓ মূলধন **Ans Ⓒ**

05. একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তাকে কি বলে? [সি.বো '১৯]
Ⓐ দ্রব্য বাজার Ⓑ শ্রম বাজার
Ⓒ অর্থ বাজার Ⓓ মূলধন বাজার **Ans Ⓑ**

06. কোনটি শ্রমের চাহিদার নির্ধারক নয়? [সি.বো '১৬]
Ⓐ প্রকৃত মজুরি Ⓑ জনসংখ্যা বৃদ্ধি Ⓒ দামস্তর Ⓓ মুনাফা **Ans Ⓑ**

07. প্রকৃত মজুরি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [ঢা.বো '১৯]
Ⓐ W×P Ⓑ W÷P Ⓒ P÷W Ⓓ W×P **Ans Ⓑ**

08. $\frac{W}{P}$ কী নির্দেশ করে? [চ.বো '১৯]
Ⓐ আর্থিক মজুরি Ⓑ শ্রমের জোগান
Ⓒ শ্রমের চাহিদা Ⓓ প্রকৃত মজুরি **Ans Ⓓ**

09. শ্রমের পারিশ্রমিককে কি বলে? [চ.বো '১৭]
Ⓐ বেতন Ⓑ আয় Ⓒ পাওনা Ⓓ মজুরি **Ans Ⓓ**

10. মূল্যস্তর হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে কোনটি পরিবর্তন হয়? [রা.বো '১৭]
Ⓐ আর্থিক মজুরি Ⓑ কর্মভিত্তিক মজুরি
Ⓒ প্রকৃত মজুরি Ⓓ সময়ভিত্তিক মজুরি **Ans Ⓒ**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৬ মূলধন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়– মূলধন।
- যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার ব্যবহার করা হলেও এর আকার-আকৃতির পরিবর্তন হয় না তাকে– স্থায়ী মূলধন বলে।
- মূলধনের স্থানান্তরকে বলা হয়- মূলধনের গতিশীলতা।
- সুদের হার কমলে মূলধন গঠনের পরিমাণ– কমবে।
- যে মূলধন কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে– ঘূর্ণায়মান মূলধন বলে।
- জাতীয় মূলধন হলো– দেশপ্রেম, কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব পোস্ট অফিস ও বন্দর সমূহ।
- ভাসমান মূলধন– যেকোন জায়গায় ব্যবহার করা যায়। যেমন: বিদ্যুৎ, কয়লা ও যানবাহন।
- মূলধন যোগানের উৎস– ২টি।
- যে মূলধন একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে বলে– চলতি মূলধন।
- মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে ভাগ করা যায়– ৪ ভাগে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোনটি মূলধন? [য.বো '১৭; দি.বো '১৬]
Ⓐ টাকা Ⓑ স্বর্ণ Ⓒ লাঙল Ⓓ ব্যাংক আমানত **Ans Ⓒ**

02. কোনটি মূলধনের বৈশিষ্ট্য? [সি.বো '১৯]
Ⓐ সক্রিয় Ⓑ গতিহীন Ⓒ উৎপাদনশীল Ⓓ চিরস্থায়ী **Ans Ⓒ**

03. 'মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'– বক্তব্যটি কোন অর্থনীতিবিদে[র]
[কু.বো '১৯; রা.বো, য.বো '১৬]
Ⓐ বম চয়ার্ক Ⓑ স্যামুয়েলসন Ⓒ চ্যাপম্যান Ⓓ মার্শাল **Ans [illegible]**

04. নিচের কোনটি মানুষের আয় দ্বারা সৃষ্ট উপাদান? [য.বো '১৯]
Ⓐ শ্রম Ⓑ মূলধন Ⓒ ভূমি Ⓓ সংগঠন **Ans [illegible]**

05. মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? [ব.বো '১৯]
Ⓐ ২ ভাগে Ⓑ ৩ ভাগে Ⓒ ৪ ভাগে Ⓓ ৫ ভাগে **Ans [illegible]**

06. রাজশাহী থেকে খুলনায় মূলধনের স্থানান্তরকে কোন ধরনের গতিশীলতা [বলা] হয়? [ব.বো '১৯]
Ⓐ আঞ্চলিক Ⓑ ভৌগোলিক Ⓒ স্তরগত Ⓓ আন্তর্জাতিক **Ans [illegible]**

07. রেলপথ কোন ধরনের মূলধন? [চ.বো '১৯]
Ⓐ উৎপাদক Ⓑ নিমজ্জমান Ⓒ ভাসমান Ⓓ ব্যক্তিগত **Ans [illegible]**

08. বুনন যন্ত্র (Weaving machine) কোন ধরনের মেশিন? [ঢা.বো '১৯]
Ⓐ ঘূর্ণায়মান মূলধন Ⓑ নিমজ্জিত মূলধন
Ⓒ ভাসমান মূলধন Ⓓ ব্যক্তিগত মূলধন **Ans [illegible]**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৭ সংগঠন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সংগঠন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Organization.
- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন হলো– উৎপাদনের ৪টি উপাদান।
- ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্র করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হলো– সংগঠ[ন]
- সরকারি মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই হলো– সরকারি প্রতিষ্ঠান।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান– দুই প্রকার।
- ব্যাংক-বিমা, শিল্প- কারখানা ইত্যাদি হলো– সরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।
- সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হলো– ডাক বিভাগ, টেলিভিশন, রেলও[য়ে], বিদ্যুৎ ইত্যাদি।
- ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বলে– বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য– মুনাফা অর্জন।
- ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা যে নীতির পক্ষে– বেসরকারিকরণ।
- মালিকানার প্রকৃতি, গঠন পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান– ৪ প্রকার
- কিছু লোক স্বেচ্ছায় একত্র হয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে ব[লে]– সমবায় প্রতিষ্ঠান।
- "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে" যে ধর[নের] প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি– সমবায় প্রতিষ্ঠান।
- যে ধরনের কারবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে– সমবায় কারবার।
- যে ধরনের কারবারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্য লোপ পায়– সমবায় কারবার
- যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকার নিজে পরিচালনা করে তাকে বলে– রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠ[ান]
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক– ৬টি।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং প্রতিষ্ঠ[ান] নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাকে বলে– স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ– পরোক্ষ।
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হলো– পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, নি[র্বাচন] কমিশন, পি.এস.সি.।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন তাকে বলে– একক মালিকানার কারবা[র]
- দুই বা ততোধিক ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কোনো কারবার খুললে তা[কে] বলে– অংশীদারি কারবার।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- সাধারণ অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা– ২-২০ জন।
- ব্যাংকিং অংশীদারি কারবারে সদস্য থাকে– ২-১০ জন।
- কিছু সংখ্যক লোক একত্রে কারবার শুরু করলে তাকে বলে– যৌথ মূলধনী কারবার।
- যৌথ মূলধনী কারবার– ২ প্রকার।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিকের সংখ্যা– ২-৫০ জন।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিক সংখ্যা– সর্বনিম্ন ৭ জন হতে সর্বাধিক যেকোনো সংখ্যা।
- বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন করলে তাকে বলে– বৃহদায়তন শিল্প।
- স্বল্প মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন করাকে বলে– ক্ষুদ্রায়তন শিল্প।
- স্টক এক্সচেঞ্জ দ্বারা যে শেয়ার বেচাকেনা হয় তাকে বলে– শেয়ার বাজার।
- যেটি শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে– স্টক এক্সচেঞ্জ।
- শেয়ার লেন-দেনকারী ফার্মকে বলে– ব্রোকারেজ হাউস।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয়ের কাজকে বলা হয়–[কু.বো ১৭; সি.বো ১৬]
Ⓐ সংগঠন Ⓑ ভূমি Ⓒ মূলধন Ⓓ শ্রম **Ans Ⓐ**

02. অংশীদারি কারবারের সদস্য কতজন? [ঢা.বো '১৯,১৭; চ.বো '১৭,১৬; দি.বো '১৬]
Ⓐ ২ থেকে অসংখ্য Ⓑ ২ থেকে ৫০
Ⓒ ২ থেকে ৩০ Ⓓ ২ থেকে ২০ **Ans Ⓓ**

03. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কত জন? [চ.বো, য.বো '১৯]
Ⓐ ২-৫০ Ⓑ ২-৬০ Ⓒ ২-৭০ Ⓓ ২-৮০ **Ans Ⓐ**

04. একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কতজন সদস্য থাকে? [দি.বো ১৯; কু.বো '১৭]
Ⓐ ২ থেকে ২০ Ⓑ ২০ থেকে ৫০ Ⓒ ২ Ⓓ ৭ থেকে অসংখ্য **Ans Ⓓ**

05. সংগঠনের মূল লক্ষ্য কী? [য.বো '১৬]
Ⓐ মুনাফা অর্জন করা Ⓑ মূলধন গঠন করা
Ⓒ নীতিমালা তৈরি করা Ⓓ চাহিদা বাড়ানো **Ans Ⓐ**

06. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে? [ঢা.বো '১৯]
Ⓐ ভূমি Ⓑ শ্রম Ⓒ সংগঠন Ⓓ মূলধন **Ans Ⓒ**

07. কিছু উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম, ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজকে কি বলা হয়? [দি.বো '১৭]
Ⓐ সংগঠন Ⓑ উদ্যোক্তা Ⓒ সংগঠক Ⓓ ব্যবস্থাপক **Ans Ⓐ**

08. সংগঠককে শিল্পাধিনায়ক কে বলেছেন? [রা.বো '১৬]
Ⓐ অ্যাডাম স্মিথ Ⓑ মার্শাল Ⓒ জে.এস.মিল Ⓓ রবিন্স **Ans Ⓑ**

09. কে বলেছেন উদ্যোক্তা কারবারের কর্তা? [ঢা.বো '১৭]
Ⓐ অধ্যাপক মার্শাল Ⓑ অধ্যাপক হানি
Ⓒ অধ্যাপক মিলওয়ার্ড Ⓓ অধ্যাপক পিগু **Ans Ⓐ**

10. মূলধন সরবরাহ না করেও কোন ব্যক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়? [দি.বো '১৯]
Ⓐ দক্ষতার Ⓑ অভিজ্ঞতার
Ⓒ সুনামের Ⓓ অংশীদারদের সম্মতির **Ans Ⓓ**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৮

খাজনা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে বোঝায়– ভূমির জন্য ভূমির মালিককে প্রদেয় অর্থ।
- ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য তার মালিককে যা প্রদান করা হয়- খাজনা।
- 'ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে আয় হয় তাকে খাজনা বলে'। উক্তিটি– অধ্যাপক মার্শালের।
- "ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের যে অংশ ভূমির মালিককে দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে"। বলেছেন– ডেভিড রিকার্ডো।
- আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে খাজনা হলো– উদ্বৃত্ত আয়।
- খাজনার উদ্ভবের কারণ–জমির অস্থিতিস্থাপকতা।
- খাজনা– ২ প্রকার।
- খাজনা তত্ত্বের জনক- ডেভিড রিকার্ডো।
- শুধু জমি ব্যবহারের জন্য যে খাজনা দেওয়া হয় তাকে কী বলে– নিট খাজনা।
- নিট খাজনার অন্য নাম– অর্থনৈতিক খাজনা।
- জমির মালিক কোনো পরিশ্রম ছাড়াই অতিরিক্ত যে আয় করে তাকে বলে– অনুপার্জিত আয়।
- মানুষের তৈরি উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম ও মূলধন দ্রব্যসামগ্রী হতে স্বল্পকালে যে আয় পাওয়া যায় তাকে বলে– নিম খাজনা বা উপ-খাজনা।
- নিম খাজনার প্রবর্তক– অধ্যাপক মার্শাল।
- খাজনাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলেছেন– ডেভিড রিকার্ডো।
- প্রান্তিক জমির খাজনা– শূন্য হয়।
- অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমির খাজনা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমির খাজনা অপেক্ষা– বেশি।
- খাজনা হলো– দামের ফল।
- 'খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ' কোন অর্থনীতিবিদদের ধারণা– আধুনিক অর্থনীতিবিদ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে– খাজনা বাড়ে।
- জনসংখ্যা হ্রাস পেলে– খাজনা হ্রাস পায়।
- মানবসৃষ্ট যন্ত্রপাতির স্বল্পকালীন নিট আয়কে বলে– উপ-খাজনা।
- নিট খাজনা হলো– মোট খাজনার একটি অংশ।
- নিট খাজনাকে অন্য যে নামে ডাকা যায়– বিশুদ্ধ খাজনা।
- "খাজনা হলো উৎপাদন খরচের উদ্বৃত্ত আয়", ধারণাটি– ডেভিড রিকার্ডোর।
- বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধিকে বলা হয়– অনুপার্জিত আয়।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'খাজনা একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারণা'– উক্তিটি কার? [ঢা.বো '১৯]
Ⓐ ডেভিড রিকার্ডো Ⓑ পল স্যামুয়েলসন
Ⓒ ডি. স্যালভেটর Ⓓ জি. স্টিগলার **Ans Ⓒ**

02. ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে কী প্রদান করা হয়? [দি.বো '১৭]
Ⓐ খাজনা Ⓑ মজুরি Ⓒ সুদ Ⓓ মুনাফা **Ans Ⓐ**

03. ভূমির মালিককে ভূমি ব্যবহারের দাম পরিশোধ করাকে কী বলে? [চ.বো '১৭]
Ⓐ উদ্বৃত্ত আয় Ⓑ অনুপার্জিত আয়
Ⓒ খাজনা Ⓓ নিম খাজনা **Ans Ⓒ**

04. ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হতে প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলা হয়– উক্তিটি কোন অর্থনীতিবিদের? [য.বো '১৭]
Ⓐ পল স্যামুয়েলসন Ⓑ ডেভিড রিকার্ডো
Ⓒ লিয়নেল রবিন্স Ⓓ আলফ্রেড মার্শাল **Ans Ⓓ**

05. উৎপাদনের যে কোন উপকরণের ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত দাম বা পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকে কী বলে? [ব.বো '১৬]
Ⓐ খাজনা Ⓑ মজুরি Ⓒ বাড়তি আয় Ⓓ মুনাফা **Ans Ⓐ**

06. 'খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়'– কে বলেছেন? [য.বো '১৬]
Ⓐ আলফ্রেড মার্শাল Ⓑ জোয়ান রবিন্সন
Ⓒ জন মেনার্ড কেইন্স Ⓓ ডেভিড রিকার্ডো **Ans Ⓓ**

07. প্রান্তিক জমির খাজনা কীরূপ হয়? [ব.বো '১৯]
Ⓐ অসীম Ⓑ শূন্য Ⓒ ধনাত্মক Ⓓ ঋণাত্মক **Ans Ⓑ**

08. খাজনা ও দামের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়টি মতবাদ আছে? [ব.বো '১৭]
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি **Ans Ⓑ**

09. জনবহুল রাজধানী শহর ঢাকার জমির যোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে? [চ.বো '১৭]
Ⓐ ডানদিকে উর্ধ্বগামী Ⓑ ডানদিকে নিম্নগামী
Ⓒ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল Ⓓ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল **Ans Ⓓ**

10. জমির কোন ধরনের যোগানের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়? [সি.বো '১৭]
Ⓐ স্থিতিস্থাপক Ⓑ অস্থিতিস্থাপক
Ⓒ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক Ⓓ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক **Ans Ⓑ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- মুদ্রার যোগান দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা কম হলে তাকে বলে- মুদ্রা সংকোচন।
- "বাজারে যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা চালু রয়েছে সে তুলনায় যদি যথেষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের যোগান না বাড়ে তাহলে দ্রব্যমূল্যের গতি উর্ধ্বমুখী হয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে থাকে" বলেছেন- অধ্যাপক স্যামুয়েলসন।
- "মুদ্রাসংকোচন বলতে এমন অবস্থা বুঝায় যখন অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে" বলেছেন- স্যামুয়েলসন।
- মুদ্রা সংকোচনের মূল কারণ- চাহিদা ঘাটতি।
- Inflation শব্দের অর্থ কি- মুদ্রাস্ফীতি।
- "মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি অবস্থা যেখানে অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পায়" উক্তিটি যার- অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার।
- মুদ্রাস্ফীতির কারণ- অর্থের জোগান বৃদ্ধি।
- ATM- Automated Teller Machine.
- মোবাইল ব্যাংকিং যে ৩টি কার্য সম্পাদন করে- হিসাব নির্ণয়, মধ্যস্থতা সাধন এবং আর্থিক তথ্যসেবা।
- দেশের আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্প মেয়াদি ঋণের কারবার করে তাকে বলে- মুদ্রা বাজার বা আর্থিক বাজার।
- মুদ্রা বাজারে মুদ্রার লেনদেন কিসের ভিত্তিতে হয়- ঋণযোগ্য তহবিল।
- "বিভিন্ন ফার্ম ও প্রতিষ্ঠান যারা প্রায় মুদ্রা নিয়ে লেনদেন করে তাদের সুসংবদ্ধ রূপকেই মুদ্রা বাজার বলে" উক্তিটি- অর্থনীতিবিদ ক্রাউথারের।
- যে বাজার দীর্ঘকালীন ঋণ তহবিলের কারবার পরিচালনা করে তাকে বলে- মূলধন বাজার।
- যে বাজার স্বল্পকালীন ঋণের তহবিল নিয়ে আলোচনা করে- মুদ্রা বাজার।
- দীর্ঘকালীন ঋণের তহবিল নিয়ে আলোচনা করে- মূলধন বাজার।
- ঋণের মাধ্যমে লেনদেনের ভিত্তি কয়টি- তিনটি।
- ঋণের উৎস- ২টি।
- ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস- ব্যাংক, NGO.
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ঋণের উৎসকে বলে- অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস।
- ব্যাংক কী- ঋণের কারবারি।
- যে ব্যাংক কৃষকদের ঋণ দেয় তাকে বলে- কৃষি ব্যাংক।
- যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা হিসাব করে তাকে বলে- বিনিময় ব্যাংক।
- সুদমুক্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচিত- ইসলামী ব্যাংক।
- গঠন অনুসারে ব্যাংক- ২ প্রকার।
- যে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা থাকে তাকে বলে- একক ব্যাংক।
- যে ব্যাংকের একাধিক শাখা আছে তাকে বলে- শাখা ব্যাংক।
- দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যাংক- কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ঋণদানের শেষ আশ্রয় স্থল" উক্তিটি করেন- অধ্যাপক হট্রে।
- "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে" যার উক্তি- আর.পি.কেন্ট।
- নোট প্রচলন করে যে ব্যাংক- কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- যে ব্যাংক অর্থের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কি বলা হয়- নিকাশ ঘর।
- কোন ব্যাংক হুন্ডি বাট্টা করে- বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- যে ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করা যায়- বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- যে ব্যাংক মূলধন গঠনে সহায়তা করে- বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য- ৯ জন।
- সারাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট শাখা কয়টি- ১০টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কে- আব্দুর রউফ তালুকদার।
- বাংলাদেশে কৃষিঋণ প্রদানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান- কৃষি ব্যাংক।
- কোন ব্যাংক জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে- গ্রামীণ ব্যাংক।
- উন্নত দেশে বিমাকে কি হিসেবে গণ্য করে- Economic Friend.

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মুদ্রা কী? [য. বো '১৬]
Ⓐ তরল সম্পদ Ⓑ টাকা পয়সা
Ⓒ বিনিময়ের মাধ্যম Ⓓ প্রাচুর্য **Ans C**

02. 'Money is what money does'- উক্তিটি কার? [চ.বো '২১, '১৯]
Ⓐ সেয়ার্স Ⓑ রবার্টসন Ⓒ ওয়াকার Ⓓ ক্রাউথার **Ans C**

03. বিহিত মুদ্রা কত প্রকার? [ব. বো '২১]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans A**

04. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি? [ম.বো '২১, ১৯; সি. বো '২১, '১৬; দি. বো '১৬]
Ⓐ মূল্যের পরিমাপক Ⓑ সঞ্চয়ের বাহক
Ⓒ বিনিময়ের মাধ্যম Ⓓ ঋণের ভিত্তি **Ans C**

05. নিচের কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা? [রা.বো '২১]
Ⓐ ১ টাকার ধাতব মুদ্রা Ⓑ ২টাকার ধাতব মুদ্রা
Ⓒ ৫ টাকার ধাতব মুদ্র Ⓓ ৫টাকার কাগজে মুদ্রা **Ans D**

06. সরকারি নোট কোনটি? [রা.বো '১৯]
Ⓐ ২ টাকা Ⓑ ৫ টাকা Ⓒ ১০ টাকা Ⓓ ২০ টাকা **Ans A**

07. কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা? [ম.বো '২১; য.বো ১৭]
Ⓐ ২ টাকার নোট Ⓑ ৫ টাকার নোট
Ⓒ ১০০ টাকার নোট (ঘ)১০ টাকার নোট **Ans A**

08. ঐচ্ছিক মুদ্রা কোনটি? [সি.বো '২১]
Ⓐ ১০ টাকার নোট Ⓑ ২০০ টাকার নোট
Ⓒ সঞ্চয়পত্র (ঘ) ৫০০ টাকার নোট **Ans C**

09. কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা? [কু.বো '১৭]
Ⓐ ৫০০ টাকার চেক Ⓑ ৫০০ টাকার ড্রাফট
Ⓒ ৫০০ টাকার নোট Ⓓ ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড **Ans C**

10. কোনটি মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টিকারী উপাদান? [কু.বো '১৯]
Ⓐ কেন্দ্রীয় ব্যাংক Ⓑ বিমা কোম্পানি
Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓓ বিশেষায়িত ব্যাংক **Ans A**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-১ বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিচয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ- ৩ ভাগে বিভক্ত।
- স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি- ৪ ভাগে বিভক্ত।
- ইংরেজরা এ ভূ-খণ্ডে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পায়- ১৬৩৮ সালে।
- সোনারগাঁওয়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়- ১৩০১ সালে
- বাংলায় সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন- শামসুদ্দিন ফিরোজশাহ
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা- ২০০ নটিক্যাল মাইল।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মুসলিম যুগের অর্থনীতির সময়কাল কোনটি? [ব.বো '১৯]
Ⓐ ১২০০-১৭৫৭ Ⓑ ১২০০-১৮৫৭
Ⓒ ১৭৫৭-১৮৫৭ Ⓓ ১৭৫৭-১৯৪৭ **Ans A**

02. কোন যুগে বাংলায় কৃষি জমির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়? [চ.বো '১৯]
Ⓐ মুসলিম যুগ Ⓑ প্রাচীন যুগ
Ⓒ ইংরেজ যুগ Ⓓ পাকিস্তানি যুগ **Ans A**

03. বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোনটি? [রা.বো '১৬; সকল.বো '১৮]
Ⓐ আদি ও হিন্দু যুগ Ⓑ মুসলিম যুগ
Ⓒ ইংরেজ যুগ Ⓓ রেমিট্যান্স যুগ **Ans B**

04. কোন যুগে বাংলায় প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়? [কু.বো '১৯]
Ⓐ প্রাচীন যুগ Ⓑ মুসলিম যুগ
Ⓒ ইংরেজ যুগ Ⓓ পাকিস্তান যুগ **Ans B**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

05. কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রা প্রচলন করেন? [চ.বো '১৭]
Ⓐ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ Ⓑ শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ
Ⓒ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ Ⓓ ঈশা খাঁ **Ans (B)**

06. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখন হয়েছিল? [সকল.বো '১৮; সি.বো '১৬]
Ⓐ ১০৭৬ সালে Ⓑ ১১৭৬ সালে
Ⓒ ১২৭৬ সালে Ⓓ ১৩৭৬ সালে **Ans (B)**

07. সর্বপ্রথম কোন বিদেশি বণিকরা বাংলাদেশে আসে? [ঢা.বো,রা.বো '১৭; কু.বো '১৬]
Ⓐ ইংরেজরা Ⓑ পর্তুগিজরা Ⓒ ফরাসিরা Ⓓ ওলন্দাজরা **Ans (B)**

08. বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে? [ঢা.বো '১৬; য.বো '১৯]
Ⓐ মকরক্রান্তি Ⓑ কর্কটক্রান্তি Ⓒ বিষুব Ⓓ মেরু বৃত্তিয় **Ans (B)**

09. বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল? [ঢা.বো '১৭; ব.বো '১৭; সকল.বো '১৮]
Ⓐ ১০০ Ⓑ ২০০ Ⓒ ২৮০ Ⓓ ৩৫৪ **Ans (B)**

10. বাংলাদেশের আঞ্চলিক (টেরিটোরিয়াল) সমুদ্রসীমা কত? [য.বো.; সি.বো '১৭]
Ⓐ ১০ নটিক্যাল মাইল Ⓑ ১২ নটিক্যাল মাইল
Ⓒ ২০ নটিক্যাল মাইল Ⓓ ১৫ নটিক্যাল মাইল **Ans (B)**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-২

বাংলাদেশের কৃষি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত– কৃষিভিত্তিক।
- বাংলাদেশের লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল– ৭৫ শতাংশ।
- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসটি– কৃষি।
- বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কেমন– অত্যন্ত অনুন্নত।
- বাংলাদেশের কৃষি মূলত পরিচিত– মৌসুমি বায়ুর জুয়াখেলা নামে।
- উন্নত বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন কত ভাগ পড়ানো যায়– ১৫-২০ ভাগ।
- কীট পতঙ্গ কত শতাংশ ফসল নষ্ট করে দেয়– ১০ ভাগ।
- কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর জমি উত্তরাধিকারের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে তাকে বলে– জমির উপবিভাগ।
- কৃষকদের জমি ছড়িয়ে থাকার কারণে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাকে বলে– জমির বিচ্ছিন্নতা।
- জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়– ১৯৫০ সালে।
- যেসব আইন-কানুন দ্বারা ভূমির মালিকানা নির্ধারিত হয় তা– ভূমিস্বত্ব প্রথা।
- দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা– শতকরা ৬০ জন।
- কৃষকরা জমির মালিককে উৎপাদিত ফসলের একাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে যে জমি চাষ করে তাকে বলে– বর্গাচাষ প্রথা।
- নিজের সামান্য জমি চাষাবাদ করার পাশাপাশি অন্যের জমি চাষ করে যে কৃষক জীবিকা নির্বাহ করে তাকে বলে– প্রান্তিক চাষী।
- কৃষির সকল পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করাকে বলে– কৃষির আধুনিকীকরণ।
- উফশী চাষ কী– উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ।
- ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় যে চাষ করা হয় তা– নিবিড় চাষ।
- 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন' কার্যক্রম শুরু হয়– ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎসগুলো–২ ভাগে বিভক্ত।
- BRDB প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮২ সাল।
- 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৭ সাল।
- দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত ঋণ ব্যবস্থা যে নামে পরিচিত– ভর্তুকি ঋণ।
- দ্রব্যের বাড়তি মূল্য রোধকল্পে সরকার প্রদেয় যে অর্থ মূল্য হ্রাসে সাহায্য করে তাকে বলে– ভর্তুকি।
- বাংলাদেশে দরিদ্রতা পরিমাপ করা হয়– দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণ করার ভিত্তিতে।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে ধরা হয়– ২১২২ কিলোক্যালোরি কম খাদ্য গ্রহণকারীদের।
- চরম দারিদ্র্যের স্বীকার বলে গণ্য করা হয়– ১৮০৫ কিলোক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণকারীদের।
- ব্র্যাক কার্যক্রম শুরু করে– ১৯৭২ সালে।
- পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংকে কার্যক্রম শুরু করে– ১৯৭৬ সালে।
- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৩ সালে।
- স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৫ সালে।
- কর্মসংস্থান ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে– ১৯৯৮ সালে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি পৃথিবীর প্রাচীন পেশা? [কু.বো '২১; ঢা.বো '১৬]
Ⓐ কৃষিকাজ Ⓑ পশু পালন Ⓒ মৎস্য শিকার Ⓓ ব্যবসা **Ans (A)**

02. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ব.বো '২১; রা.বো '১৭]
Ⓐ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা Ⓑ উন্নত প্রযুক্তি
Ⓒ অধিক মূলধন Ⓓ সম্প্রসারিত বাজার **Ans (A)**

03. সুমনের বাবা জমিতে চাষ করতে গরু, কাঠের লাঙল ও জোয়াল ব্যবহার করেন। সুমনের বাবার চাষ পদ্ধতি কী নামে আখ্যায়িত করা? [রা.বো '১৭]
Ⓐ মূলধননিবিড় পদ্ধতি Ⓑ সনাতন পদ্ধতি
Ⓒ শ্রমনিবিড় পদ্ধতি Ⓓ আধুনিক পদ্ধতি **Ans (B)**

04. বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কোনটি? [চ.বো '১৬]
Ⓐ শিল্প Ⓑ বাণিজ্য Ⓒ সেবা Ⓓ কৃষি **Ans (D)**

05. বাংলাদেশে কৃষি উপখাত কয়টি? [ব.বো '১৯]
Ⓐ ৩ Ⓑ ৪ Ⓒ ৫ Ⓓ ৬ **Ans (B)**

06. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পচ্ছে? [দি.বো '২১]
Ⓐ কৃষি Ⓑ শিল্প Ⓒ তৈরি পোশাক Ⓓ সেবা **Ans (A)**

07. নিচের কোনটি মালিকানাভিত্তিক খামার? [কু.বো '২১]
Ⓐ মিশ্র খামার Ⓑ যৌথ খামার
Ⓒ বহুমুখী খামার Ⓓ বিশেষায়িত খামার **Ans (B)**

08. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির কোন উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি? [কু.বো., চ.বো '১৯, ১৬; ঢা.বো., য.বো., রা.বো '১৭; দি. বো '১৬; সি.বো '২১]
Ⓐ বনজ সম্পদ Ⓑ শস্য ও শাকসবজি
Ⓒ মৎস্য সম্পদ Ⓓ প্রাণিসম্পদ **Ans (B)**

09. কোনটি বাংলাদেশের কৃষি খাতের উপখাত নয়? [কু.বো '১৭; দি.বো '১৬]
Ⓐ শস্য ও শাকসবজি Ⓑ মৎস্য সম্পদ
Ⓒ কৃষি বিপণন Ⓓ বনজ সম্পদ **Ans (C)**

10. প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ কত? [রা.বো '১৯]
Ⓐ ০.০৫-০.৪৯ একর Ⓑ ০.৫০-২.৪৯ একর
Ⓒ ২.৫০-৭.৪৯ একর Ⓓ ৭.৪৯ একরের বেশি **Ans (A)**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৩

বাংলাদেশের শিল্প

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো– দুর্বল।
- কাঠামোগত দিক হতে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে ভাগ করা যায়– তিন ভাগে।
- যে শিল্পে অধিক মূলধন ও প্রচুর কাঁচামাল ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে বলে– বৃহৎ শিল্প।
- শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা হবে– ৩০০ এর অধিক।
- ২০১৬ অনুযায়ী যে শিল্প কারখানায় ১২১-৩০০ শ্রমিক নিয়োজিত তাকে বলে– মাঝারি শিল্প।
- ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা– ৩১-১২০
- ঘরোয়া পরিবেশে ভাড়াটে শ্রমিক ছাড়াই পরিচালিত শিল্প– কুটির শিল্প।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে GDP তে শিল্প খাতের অবদান কত– ৩৫.১৪%।
- বাংলাদেশে শিল্পের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ– মূলধনের অভাব।
- মোট দেশজ উৎপানে কৃষির অবদান কত– ১১.৫০%।
- ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশ পাটকল ছিল– একটিও না।
- দেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়– ১৯৫১ সালে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- বাংলাদেশের প্রথম পাটকলের নাম- আদমজী জুট মিলস।
- বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়- নারায়ণগঞ্জে।
- স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশে পাটকল ছিল- ৬৮টি।
- বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের কত শতাংশ পাটজাত দ্রব্য থেকে আসে- ২.৭৭ (২০১৬-১৭) শতাংশ।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প কী- বস্ত্র শিল্প।
- ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে মোট কাপড়ের কল ছিল- ৯টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশের বস্ত্রকলের সংখ্যা- ৬৩টি।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রকলগুলো পরিচালনাকারী সংস্থার নাম কি- BMTC
- তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত কোন জেলা- যশোর।
- মোট রপ্তানি আয়ের কত শতাংশ তৈরি পোশাক থেকে আসে- ৮৩.৯১ শতাংশ।
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান স্থাপিত হয়- সিলেটের মালনিছড়ায়।
- বর্তমানে বাংলাদেশে চা বাগান রয়েছে- ১৬৭টি।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত- মৌলভীবাজারে।
- বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে দেশের কত শতাংশ চা বাগান আছে- ৯০ শতাংশ।
- ১৯৪৭ সালের বাংলাদেশে কাগজ কল ছিল- একটিও না।
- দেশের প্রথম কাগজকল কর্ণফুলী পেপার মিলস অবস্থিত- চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি।
- কর্ণফুলী পেপার মিলস স্থাপিত হয়- ১৯৫৩ সালে।
- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল স্থাপিত হয়- ১৯৫৯ সালে।
- বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম কাগজের কল- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল।
- নর্থবেঙ্গল পেপার মিল যে জেলায় অবস্থিত- পাবনা।
- নর্থবেঙ্গল পেপার মিল স্থাপিত হয়- ১৯৬৯ সালে।
- আদমজী পাটকল বোর্ড মিল অবস্থিত- নারায়ণগঞ্জে।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের মধ্যে চামড়ার অবস্থান- ৫ম।
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের চামড়ার অবদান- ৩.৫৬ ভাগ।
- কুটির শিল্পের অপর নাম- শ্রমনিবিড় শিল্প।
- বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণনীতি গ্রহণ করে- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয়- ১৯৭৩ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল- ১৯৭৩-১৯৭৮।
- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল- ৫০৩ কোটি টাকা।
- EPZ হলো- পণ্য সামগ্রী রপ্তানির জন্য বিশেষ এলাকা।
- EPZ এর পূর্ণ রূপ- Export Processing Zone.
- বাংলাদেশে বর্তমান শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য- বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা।
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য অর্থের উৎস- ২ ভাগে বিভক্ত।
- অর্থের বৈদেশিক উৎসকে ভাগ করা যায়- ২ ভাগে।
- একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়- আত্মকর্মসংস্থান।

বিগত প্রশ্নোত্তর

1. ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত টাকা? [য.বো '২১]
   Ⓐ ৫ লক্ষ Ⓑ ৫০ লক্ষ Ⓒ ১০ কোটি Ⓓ ৩০ কোটি **Ans Ⓓ**
2. বাংলাদেশে শিল্পনীতি-২০১০ অনুসারে বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা কত? [ঢা.বো '১৭]
   Ⓐ ১৫০ জনের বেশি Ⓑ ২৫০ জনের বেশি
   Ⓒ ৩৫০ জনের বেশি Ⓓ ৪৫০ জনের বেশি **Ans Ⓑ**
3. বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি? [কু.বো '২১; য.বো '১৬]
   Ⓐ বৃহৎ শিল্পে Ⓑ ক্ষুদ্র শিল্পে
   Ⓒ মাঝারি শিল্পে Ⓓ কুটিরশিল্পে **Ans Ⓓ**
4. সুনামগঞ্জে একটি চিনিকল স্থাপন করা হবে। এর যন্ত্রপাতি কোন শিল্পে উৎপাদিত হয়? [ঢা.বো '১৬]
   Ⓐ বৃহৎ শিল্পে Ⓑ ক্ষুদ্র শিল্পে
   Ⓒ মাঝারি শিল্পে Ⓓ মাইক্রো শিল্পে **Ans Ⓐ**

05. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব গবেষণানির্ভর শিল্প হলো-[ম.বো '২১; চ.বো '১৯]
   Ⓐ মাইক্রো শিল্প Ⓑ হাইটেক শিল্প
   Ⓒ সংরক্ষিত শিল্প Ⓓ নিয়ন্ত্রিত শিল্প **Ans Ⓑ**
06. বাংলাদেশের শিল্পনীতি, ২০১০ অনুসারে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা কত? [য.বো '১৯]
   Ⓐ ১০-২৪ Ⓑ ২৫-৯৯ Ⓒ ১০০-২৫০ Ⓓ ২৫০-৩০০ **Ans Ⓒ**
07. পারিবারিক পরিবেশে এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প গড়ে উঠে তাকে বলা হয়? [সি.বো '১৯]
   Ⓐ বৃহৎ শিল্প Ⓑ মাঝারি শিল্প
   Ⓒ কুটির শিল্প Ⓓ মাইক্রো শিল্পে **Ans Ⓒ**
08. ফ্লাইওভার নির্মাণ কোন শিল্পের অন্তর্গত? [দি.বো '১৭]
   Ⓐ হাইটেক Ⓑ সংরক্ষিত Ⓒ নিয়ন্ত্রিত Ⓓ অগ্রাধিকার **Ans Ⓒ**
09. বাংলাদেশে সর্বশেষ শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয় কত সালে? [ম.বো '২১]
   Ⓐ ২০০৫ Ⓑ ২০১০ Ⓒ ২০১৬ Ⓓ ২০২০ **Ans Ⓒ**
10. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ শিল্প কী? [রা.বো '২১]
   Ⓐ পাট Ⓑ চামড়া Ⓒ তৈরি পোশাক Ⓓ রপ্তানি পণ্য **Ans Ⓐ**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৪ — জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আদমশুমারি- কোনো নির্দিষ্ট দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির প্রকাশ প্রক্রিয়া।
- আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি- ৪টি।
- নিট অভিবাসন- একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা এবং মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্যকে নিট অভিবাসন বলে।
- জনসংখ্যার পরিমাণ জানার উৎকৃষ্ট পন্থা হলো- আদমশুমারি।
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনপ্রিয় মতবাদ- ডাল্টনের মতবাদ।
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র- $M = \frac{A - O}{O}$
- জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র- $DP = \frac{TP}{TA}$/$DP = \frac{\Sigma P}{-\Sigma B}$
- 'An Eassay on the Principle of population' গ্রন্থের লেখক ম্যালথাস।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো- ৩টি।
- বাংলাদেশে আদমশুমারি সংঘটিত হয়- ১০ বছর পর পর।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলো ..... [ঢাবি '২১-২২]
   Ⓐ পরিবেশ উন্নয়ন Ⓑ বাজার সৃষ্টি
   Ⓒ জনশক্তি আমদানি Ⓓ চাহিদা সৃষ্টি **Ans Ⓐ**
02. জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপের সূত্র কোনটি? [ঢা.বো '২১,১৯; রা.বো., দি.বো., ব.বো. '১৯; চ.বো '১৬]
   Ⓐ $DP = \frac{TR}{TP}$ Ⓑ $DP = \frac{TP}{TA}$ Ⓒ $DP = \frac{TD}{TR}$ Ⓓ $DP = \frac{TD}{TA}$ **Ans Ⓑ**
03. 'A' একটি দেশ যেখানে ১৫ কোটি লোকের বাস। দেশটির আয়তন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ কি.মি.। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত? [দি.বো '২১]
   Ⓐ ১০০ জন Ⓑ ১০০০ জন
   Ⓒ ১০,০০০ জন Ⓓ ১,০০,০০০ জন **Ans Ⓑ**
04. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি কখন শুরু হয়? [কু.বো '১৭]
   Ⓐ ১৯৭২ সালে Ⓑ ১৯৭৪ সালে
   Ⓒ ১৯৮১ সালে Ⓓ ১৯৯১ সালে **Ans Ⓑ**

CamScanner

[illegible]

CS CamScanner

05. কোনটি স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র? [খ.বো '২১]
Ⓐ $CDR = \frac{P}{D} \times 1000$ Ⓑ $CDR = \frac{D}{P} \times 1000$
Ⓒ $CDR = \frac{P}{D} \times 100$ Ⓓ $CDR = \frac{D}{P} \times 100$ Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশে সাধারণত কত বছর পর পর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়? [দি.বো '২১]
Ⓐ ১২ বছর Ⓑ ১০ বছর Ⓒ ১৫ বছর Ⓓ ২০ বছর Ans Ⓑ

07. একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার পার্থক্য হলো- [চ.বো '২১, ১৯]
Ⓐ অভিবাসন Ⓑ নিট অভিবাসন Ⓒ অভিগমন Ⓓ বহির্গমন Ans Ⓑ

08. মনে করি 'ক' দেশে ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করল এবং উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হলে স্থূল মৃত্যুহার কত হবে? [চ.বো '১৯]
Ⓐ ২ Ⓑ ৫ Ⓒ ১০ Ⓓ ২০ Ans Ⓑ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৫

খাদ্য নিরাপত্তা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- নিরাপত্তা হলো পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা যাতে একটি পরিবারের সকল সদস্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে- খাদ্য।
- খাদ্যের প্রাপ্যতা নির্ভর করে- মানুষের আয়স্তর ও খাদ্য প্রাপ্তির ওপর।
- খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠান- বিএসটিআই ও ক্যাব।
- TCB এর পূর্ণরূপ- Trading Corporation of Bangladesh.
- খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত সংস্থা - FAO।
- খাদ্য দূষণ- ৩ ধরনের।
- সম্পদশালী দেশসমূহ উন্নয়নের জন্য খাদ্য সাহায্যকে শর্ত হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করছে- ১৯৬০ সাল থেকে।
- প্রথম বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে
- বাংলাদেশ ফুড পলিসি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করে- ১৯৯৬ সালে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি চালু হয় কত সালে? [দি.বো '১৬]
Ⓐ ১৯৬৩ Ⓑ ১৯৬৫ Ⓒ ১৯৬৭ Ⓓ ১৯৬৯ Ans Ⓐ

02. খাদ্যের প্রাপ্যতার নির্ধারক কোনটি? [য.বো '১৯]
Ⓐ অভ্যন্তরীণ চাহিদা Ⓑ মজুত
Ⓒ অভ্যন্তরীণ জোগান Ⓓ সঞ্চয় Ans Ⓑ

03. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? [কু.বো '১৯]
Ⓐ খাদ্য আমদানি Ⓑ খাদ্য সংরক্ষণ
Ⓒ খাদ্যের মান রক্ষা Ⓓ কর্মসংস্থান সৃষ্টি Ans Ⓒ

04. খাদ্যের দামস্তর নাগালের মধ্যে থেকে পর্যাপ্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিকে কী বলে? [চ.বো '১৯]
Ⓐ খাদ্যের পর্যাপ্ততা Ⓑ খাদ্যের স্থিতিশীলতা
Ⓒ খাদ্যের নিরাপত্তা Ⓓ খাদ্যের প্রাপ্যতা Ans Ⓒ

05. খাদ্য প্রাপ্তি ও আয়স্তরের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থাকে কী বলে? [চ.বো '১৯]
Ⓐ খাদ্যের পর্যাপ্ততা Ⓑ খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা
Ⓒ খাদ্যের নিরাপত্তা Ⓓ খাদ্যের স্থিতিশীলতা Ans Ⓒ

06. খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা কোনটি? [য.বো '১৯]
Ⓐ খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি Ⓑ বিনিয়োগ বৃদ্ধি
Ⓒ জ্বালানির মূল্য হ্রাস Ⓓ জনসংখ্যা হ্রাস Ans Ⓐ

07. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কোনটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা? [কু.বো '১৭]
Ⓐ খাদ্য উৎপাদন Ⓑ খাদ্য আমদানি
Ⓒ খাদ্য বণ্টন Ⓓ খাদ্য সংরক্ষণ Ans Ⓐ

08. খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় কোনটি বেশি প্রয়োজন? [চ.বো '১৬]
Ⓐ খাদ্য উৎপাদন Ⓑ খাদ্য আমদানি
Ⓒ খাদ্য বিপণন Ⓓ খাদ্য মজুত Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৬

অর্থায়ন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অর্থায়ন এর ইংরেজি শব্দ- Finance।
- Finance শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ- Finis থেকে।
- অর্থের সংস্থান, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্যকলাপ হলো- অর্থায়ন।
- শেয়ার হলো- কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ইউনিট।
- Finis শব্দের অর্থ হলো- অর্থ সংগ্রহ করা।
- অর্থায়নের উৎস- ২টি।
- সময়ের ভিত্তিতে অর্থায়ন- ৩ প্রকার।
- শেয়ার লেনদেন এর জন্য প্রয়োজন- স্টক এক্সচেঞ্জ।
- অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস হলো- নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ, এনজিও, পুঁজিবাজার ইত্যাদি।
- শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের ভূমিকা হলো- শিল্পপুঁজি গঠন করা।
- বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বন্ডের সুদের হার- অপরিবর্তিত থাকবে।
- IPO এর পূর্ণরূপ হলো- Initial Public Offering
- মূলধন বাজারের অন্তর্ভুক্ত হলো- শেয়ার বাজার ও বন্ড বাজার।
- সাধারণত বন্ড ইস্যু করা হয়- ৩ ভাবে।
- কোম্পানির সাথে বন্ডের মালিকের সম্পর্ক হলো- ঋণদাতা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়? [কু.বো. '১৭]
Ⓐ অর্থ প্রচলন Ⓑ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
Ⓒ ঋণ প্রদান Ⓓ শেয়ার বিক্রয় Ans Ⓑ

02. 'অর্থায়ন' বলতে সাধারণত বোঝায়- [কু.বো.'১৬]
Ⓐ মুনাফা সংগ্রহ Ⓑ মুনাফা বণ্টন
Ⓒ তহবিল সংগ্রহ Ⓓ তহবিল বণ্টন Ans Ⓒ

03. Finance শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? [ব.বো.'১৬]
Ⓐ Fine Ⓑ Finis Ⓒ Finan Ⓓ Finac Ans Ⓑ

04. অর্থায়নের প্রাথমিক ভিত্তি কোনটি [দি.বো.'১৬]
Ⓐ অর্থ পরিকল্পনা Ⓑ অর্থ ব্যবস্থাপনা Ⓒ অর্থ সংগ্রহ Ⓓ অর্থ ব্যয় Ans Ⓒ

05. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি? [য.বো. '১৯]
Ⓐ নগদ অর্থ Ⓑ নিট মূলধন আয়
Ⓒ খাদ্য সাহায্য Ⓓ স্থায়ী সম্পদ Ans Ⓒ

06. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি? [ঢা.বো.'১৯]
Ⓐ অবণ্টিত মুনাফা Ⓑ বণ্টিত মুনাফা
Ⓒ জামানতবিহীন বন্ড Ⓓ কর্পোরেট বন্ড Ans Ⓐ

07. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস কী? [রা.বো. '১৯]
Ⓐ নিজস্ব সঞ্চয় Ⓑ অবণ্টিত মুনাফা
Ⓒ ঋণ Ⓓ অবচয় তহবিল Ans Ⓐ

08. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নে উৎস কোনটি? [চ.বো. '১৭]
Ⓐ শেয়ার মার্কেট Ⓑ বাণিজ্যিক ব্যাংক
Ⓒ বন্ড মার্কেট Ⓓ বিশেষায়িত ব্যাংক Ans Ⓑ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৭

মুদ্রাস্ফীতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি ও অর্থমূল্য ক্রমাগত হ্রাসকে বলে- মুদ্রাস্ফীতি।
- মুদ্রাস্ফীতির হার = $\frac{\text{চলতি বছরের দামস্তর} - \text{ভিত্তি বছরের দামস্তর}}{\text{ভিত্তি বছরের দামস্তর}} \times ১০০$।

CamScanner

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে- ব্যাংক হার বাড়িয়ে।
- মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়- উৎপাদনকারী।
- মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে ব্যবহৃত হয়- DCI।
- প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়- পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে।
- অর্থমূল্যের সূত্র হলো- $Vm = \frac{1}{P}$।
- CPI এর পূর্ণরূপ হলো- Consumer Price Index।
- লাসপিয়ারের দাম সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র হলো- $\frac{\sum Pn\,qo}{\sum Po\,qo} \times 100$।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব কোনটি? [GST-B : 22-23]
Ⓐ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি Ⓑ বেকারত্ব হ্রাস
Ⓒ সুদের হার হ্রাস Ⓓ প্রকৃত আয় হ্রাস
Ⓓ Solve দীর্ঘকালীন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো- প্রকৃত আয় হ্রাস, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, মুদ্রামান হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি, সুদের হার বৃদ্ধি, আয় বণ্টনে বৈষম্য ইত্যাদি।

02. 'অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে'- সংজ্ঞাটি কার? [দি. বো.'১৯]
Ⓐ ক্রাউথার Ⓑ কুলবর্ন Ⓒ হট্রে Ⓓ স্যামুয়েলসন Ans Ⓒ

03. 'মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ সামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়'- উক্তিটি কার? [দি. বো., য. বো. ১৯; য. বো. ১৭; চ. বো. ১৬]
Ⓐ অধ্যাপক কুলবর্ন Ⓑ অধ্যাপক পিগু
Ⓒ অধ্যাপক কেইনস Ⓓ অধ্যাপক মার্শাল Ans Ⓐ

04. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে বলে? [রা. বো. ১৬]
Ⓐ মুদ্রাস্ফীতি Ⓑ মুদ্রাসংকোচন
Ⓒ মুদ্রার অবমূল্যায়ন Ⓓ দামস্তর Ans Ⓐ

05. যখন অধিক পরিমাণ অর্থ ও স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যের পেছনে ধাবিত হয়, তখন সৃষ্ট পরিস্থিতি হলো [কু. বো. ১৬]
Ⓐ মুদ্রাসংকোচন Ⓑ মুদ্রাস্ফীতি Ⓒ স্থিতাবস্থা Ⓓ বেকারত্ব Ans Ⓑ

06. সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো- [ঢা. বো. ১৭]
Ⓐ মুদ্রাস্ফীতি Ⓑ মুদ্রা সংকোচন
Ⓒ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি Ⓓ অর্থের জোগান বৃদ্ধি Ans Ⓐ

07. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্য বা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কী হয়? [ঢা. বো. ১৬]
Ⓐ শূন্যে নেমে আসে Ⓑ হ্রাস পায়
Ⓒ অপরিবর্তিত থাকে Ⓓ বৃদ্ধি পায় Ans Ⓑ

08. দ্রব্যসামগ্রীর জোগানের তুলনায় অর্থের জোগান বেশি হলে- [ঢা. বো.১৬]
Ⓐ দ্রব্যমূল্য কমে যায় Ⓑ দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়
Ⓒ অর্থমূল্য বেড়ে যায় Ⓓ অর্থমূল্য স্থির থাকে Ans Ⓑ

09. মুদ্রাস্ফীতির উদাহরণ কোনটি? [সকল বোর্ড ১৮]
Ⓐ ১% → ২% → ৩% Ⓑ ১% → ৫% → ৩%
Ⓒ ১% → ৮% → ২% Ⓓ ১০% → ১% → ২% Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৮ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলো- দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যকার বাণিজ্য।
- একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য হলে তাকে বলে- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।
- তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা- ডেভিড রিকার্ডো।
- পণ্য উৎপাদনে দুটি দেশের মধ্যকার উৎপাদন ব্যয় পার্থক্য হতে পারে- তিন ধরনের।
- বাণিজ্যের ভারসাম্য সমান থাকে- আমদানি ও রপ্তানি সমান হলে।
- একটি দেশের মোট পাওনা ও মোট দেনার হিসাবকে বলে- লেনদেনের ভারসাম্য।
- 'কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের মধ্যে একটি দেশের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে আর্থিক লেনদেন হয় তার পূর্ণ হিসাবকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে' বলেছেন- অধ্যাপক বেনহাম।
- বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য- প্রতিকূল।
- যে বাণিজ্যের ওপর কোনো সরকারি বাধা থাকে না তাকে বলে- অবাধ বাণিজ্য।
- কোনো একটি বিশেষ শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিধি ও নিষেধ আরোপ করাকে বলে- সংরক্ষণ।
- দেশীয় পণ্যের মান উন্নয়ন ও মূল্যহ্রাস করার জন্য সরকার যে অর্থ উৎপাদনে ব্যয় করে তাকে বলে- ভর্তুকি।
- নতুন শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার নাম- শিশু শিল্প সংরক্ষণ।
- 'সন্তানকে লালন কর, শিশুকে রক্ষা কর, বয়োপ্রাপ্তকে মুক্ত কর' এই যুক্তি কিসের- শিশু শিল্প যুক্তি।
- ওয়েজ আর্নার স্কিম- প্রবাসীদের পাঠানো টাকা দিয়ে পণ্য আমদানির পদ্ধতি।
- বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার স্কিম প্রবর্তিত হয়- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়- দুই ভাগে।
- বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো- কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া।
- বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো- তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, সার।
- বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই আসে- অপ্রচলিত দ্রব্য থেকে।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- EPZ- শুল্কমুক্ত সংরক্ষিত শিল্প এলাকা।
- EPZ এর পূর্ণরূপ- Export processing zone.
- বাংলাদেশের EPZ- ১০টি।
- বাংলাদেশের উক্ত অঞ্চলে যে দেশ সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে- দক্ষিণ কোরিয়া।
- বাংলাদেশে প্রথম EPZ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৩ সালে।
- BEPZA প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।
- BEPZA- Bangladesh Export processing Zone Authority.
- বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল সমস্যা- বাণিজ্য ঘাটতি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের পণ্য সেবা রপ্তানি ও আমদানির শীর্ষে রয়েছে- [চ. বো. '২১]
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র-ভারত Ⓑ চীন-যুক্তরাজ্য
Ⓒ চীন-ভারত Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র-চীন Ans Ⓓ

02. কোনটি রপ্তানির মাধ্যমে সরকার রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে? [য. বো. '২১]
Ⓐ জনশক্তি Ⓑ তৈরি পোশাক Ⓒ চিংড়ি Ⓓ চামড়া Ans Ⓐ

03. Tax-holiday সুবিধা পায় কারা? [দি. বো. '২১]
Ⓐ ভোক্তা Ⓑ উৎপাদনকারী
Ⓒ রপ্তানিকারক Ⓓ আমদানিকারক Ans Ⓒ

04. নিচে কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে? [য. বো. '২১]
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য Ⓒ ভারত Ⓓ চীন Ans Ⓓ

05. বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই কোন দেশের? [চ. বো. '২১]
Ⓐ ভারত Ⓑ পাকিস্তান
Ⓒ ইসরাইল Ⓓ ইংল্যান্ড Ans Ⓒ

06. বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত প্রধান প্রাথমিক দ্রব্য কোনটি? [কু. বো. ১৯]
Ⓐ বিটুমিন Ⓑ চা
Ⓒ চামড়া Ⓓ নিটওয়্যার Ans Ⓑ

07. নিচের কোনগুলো বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য? [রা. বো. ১৯]
Ⓐ পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা
Ⓑ তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্প
Ⓒ পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া
Ⓓ চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য Ans Ⓑ

08. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি? [দি. বো. ১৯]
Ⓐ পাট Ⓑ চা
Ⓒ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য Ⓓ তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক Ans Ⓓ

09. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি? [ঢা. বো. '২১; য. বো. ১৯]
Ⓐ চামড়া Ⓑ কাঁচাপাট Ⓒ চা Ⓓ সিরামিক সামগ্রী Ans Ⓓ

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৯

সরকারি অর্থব্যবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- Public Finance কথাটির অর্থ- সরকারি অর্থব্যবস্থা।
- সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব রাখে- সরকারি অর্থব্যবস্থা।
- অর্থনীতির যে শাখা ব্যক্তির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পর্যালোচনা করে তাকে বলে- ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা।
- বর্তমানে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণ- জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
- কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করে তাকে বলে- কেন্দ্রীয় ব্যয়।
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধানের জন্য যে ব্যয় করে তাকে বলে- স্থানীয় ব্যয়।
- বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি ব্যয় বরাদ্দ রাখে যে খাতে- জনপ্রশাসন।
- সরকারি আয়ের উৎসগুলো- ২ রকম।
- কর প্রধানত- দুই প্রকার।
- যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে বলে- প্রত্যক্ষকর।
- যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে বলে- পরোক্ষ কর।
- VAT কোন ধরনের কর- পরোক্ষ কর।
- করের হারের ভিত্তিতে কর কয় প্রকার- তিন প্রকার।
- আয়ের ওপর সমান হারে কর ধার্য করা হলে তাকে বলে- সমানুপাতিক কর।
- সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে যে কর বৃদ্ধি পায় তাকে বলে- প্রগতিশীল কর।
- সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কর হ্রাস পেলে তাকে বলে- অধোগতিশীল কর।
- কর ধার্যের ফলে সৃষ্ট করের প্রাথমিক চাপকে বলে- আপাত ভার বা করঘাত।
- করের চূড়ান্ত ভারকে কী বলে- চূড়ান্তভার বা করপাত।
- যে কর সরাসরি ক্রেতাকে বহন করতে হয়- পরোক্ষকর (VAT)
- দেশে তৈরি দ্রব্য সামগ্রীর ওপর যে শুল্ক আরোপ করা হয় তাকে বলে- আবগারিশুল্ক।
- মূল্যসংযোজন করের অতিরিক্ত হিসাবে বিলাসজাত দ্রব্যের জন্য যে কর দিতে হয় তাকে বলে- সম্পূরক শুল্ক।
- কর প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয় তাকে বলে- করের কানুন।
- বাজেট শব্দটির ইংরেজি- Budget.
- Budget শব্দটির উৎপত্তি- Bougette থেকে।
- Bougette কোন দেশি শব্দ- ফরাসি।
- সর্বপ্রথম বাজেটের গোড়াপত্তন হয়- ব্রিটেনে, ১৭৩৩ সালে।
- Bougette শব্দটির অর্থ- ব্যাগ বা থলিয়া।
- বাংলাদেশের আর্থিক বছর- জুলাই-জুন।
- একটি নির্দিষ্ট বছরে সরকারের আয়-ব্যয় হিসাবকে বলে- বাজেট।
- বাজেটকে উঁচুদরের আর্থিক পরিকল্পনা বলেছেন- অধ্যাপক টেইলর।
- সরকারি ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেট- দুই রকম।
- যে বাজেট সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখায় তাকে বলে- রাজস্ব বাজেট।
- আয় ও ব্যয়ের সমতার ভিত্তিতে বাজেট- তিন প্রকার।
- আয় ও ব্যয় সমান হলে তাকে বলে- সুষম বাজেট।
- আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে বলে- ঘাটতি বাজেট।
- ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হলে তাকে বলে- উদ্বৃত্ত বাজেট।
- যে বাজেট অধিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে- উদ্বৃত্ত বাজেট।
- বাংলাদেশে যে ধরনের বাজেট হয়- ঘাটতি।
- বাংলাদেশের বাজেটের প্রধান অংশ- ২টি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি জাতীয় বাজেটের উপাদান নয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ রাজস্ব Ⓑ ব্যয় Ⓒ লাভ Ⓓ ঋণ

Ans Ⓒ Solve বাজেট শব্দটি ফরাসি 'Bougette' শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে; যার অর্থ হলো 'ব্যাগ বা থলে'। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয় ব্যয়ের হিসাবই হলো বাজেট। জাতীয় বাজেটের উপাদান হলো- রাজস্ব, ব্যয়, ঋণ ইত্যাদি।

02. কর অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব নয় ..... [ঢাবি '২১-২২]
Ⓐ নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প Ⓑ আবগারি শুল্ক
Ⓒ রেজিস্ট্রেশন ফি Ⓓ টোল ও লেভি
Ans Ⓓ

03. সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি? [রা. বো. '১৯]
Ⓐ সেতু নির্মাণ Ⓑ বয়স্ক ভাতা
Ⓒ কর্মচারী বেতন Ⓓ কৃষি উন্নয়ন
Ans Ⓒ

04. অনুৎপাদনশীল ব্যয় কোনটি? [কু. বো. '১৭]
Ⓐ শিক্ষা Ⓑ স্বাস্থ্য Ⓒ যুদ্ধ Ⓓ অবকাঠামো
Ans Ⓒ

05. কোন খাতে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ ব্যয় বহন করতে হয়? [ব. বো. '১৭]
Ⓐ জনপ্রশাসন Ⓑ কৃষি Ⓒ স্বাস্থ্য Ⓓ পরিবহন
Ans Ⓐ

06. সরকারের জনপ্রশাসন পরিচালনা ব্যয় কোনটি? [য. বো. '১৬]
Ⓐ উন্নয়ন ব্যয় Ⓑ উৎপাদনশীল ব্যয়
Ⓒ রাজস্ব ব্যয় Ⓓ মূলধন ব্যয়
Ans Ⓒ

07. সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাজনিত ব্যয় হলো- [সি. বো. '১৬]
Ⓐ ভর্তুকি Ⓑ পেনশন
Ⓒ শিক্ষা খাতে ব্যয় Ⓓ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়
Ans Ⓑ

08. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের কোনটিতে 'সেবা খাতের আয়' অন্তর্ভুক্ত হয়? [সি. বো. '১৬]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কর Ⓑ পরোক্ষ কর
Ⓒ কর ব্যতীত প্রাপ্তি Ⓓ অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন
Ans Ⓓ

09. সরকারি আয়ের উৎস প্রধানত কত প্রকার? [দি. বো. '১৯]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-১০

উন্নয়ন পরিকল্পনা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- একটি নির্দিষ্ট দেশের বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচিকে বলে- উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- 'পরিকল্পনা হলো এমন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা ও পছন্দ করা এবং পছন্দই হলো অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল বিষয়' যার কথা- এল রবিন্সের।
- সুষম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।
- সময়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা- দুই প্রকার।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে- ৮টি।
- বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ- (১৯৭৩-১৯৭৮)।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ- জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫
- বাংলাদেশে কয়টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে- ১টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ- ১৯৭৯-১৯৮০।
- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বলে- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।
- পরিকল্পনা হলো- একটি অবিরত প্রক্রিয়া।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল শর্ত- অর্থ সংস্থান।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থানের উৎসগুলোকে ভাগ করা হয়েছে- দুই ভাগে।
- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় কবে- ৩০শে জুন ১৯৭৮।
- দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ছিল- ৩৮৬১ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল- ১৯৮০-১৯৮৫ সাল।
- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়াদ – ১৯৮৫-১৯৯০।
- ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মেয়াদ- ১৯৯০-১৯৯৫।
- ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ কত সালে শেষ হয়- ৩০ জুন ২০০২ সাল।
- ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দ- ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন দেশ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে? [চ. বো. '১৭; কু. বো. '১৬]
Ⓐ রাশিয়া Ⓑ ইংল্যান্ড Ⓒ চীন Ⓓ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
Ans Ⓐ

CamScanner

02. পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথম কোনটি নির্ণয় করতে হয়? [দি. বো. ১৯; চ. বো. '১৬]
Ⓐ উদ্দেশ্যাবলি Ⓑ লক্ষ্যমাত্রা
Ⓒ উন্নয়নের হার Ⓓ বিনিয়োগের হার
Ans Ⓑ

03. কোনো অর্থনীতির উন্নয়ন নির্দেশক নীল-নকশা প্রণয়ন ও সম্ভাব্য বাস্তবায়নকে কী বলে? [সি. বো. '১৬]
Ⓐ বাজেট Ⓑ পরিকল্পনা Ⓒ টেকসই উন্নয়ন Ⓓ অর্থায়ন
Ans Ⓑ

04. কোন অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়? [কু. বো. '১৯]
Ⓐ মিশ্র Ⓑ ইসলামি Ⓒ সমাজতান্ত্রিক Ⓓ পুঁজিবাদী
Ans Ⓒ

05. কোনটি স্থানীয় ব্যয় [দি. বো. '১৯]
Ⓐ প্রতিরক্ষা Ⓑ কালভার্ট নির্মাণ
Ⓒ সাধারণ প্রশাসন Ⓓ বিচার বিভাগ
Ans Ⓑ

06. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? [রা. বো. '১৯]
Ⓐ ১-৫ বছর Ⓑ ৫-১০ বছর
Ⓒ ১০-২৫ বছর Ⓓ ৫-১৫ বছর
Ans Ⓒ

07. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প-২০২১' এর মেয়াদ কত? [ব. বো. '১৬]
Ⓐ ২০১১-২০২১ Ⓑ ২০১০-২০২১
Ⓒ ২০১০-২০২০ Ⓓ ২০১৫-২০২১
Ans Ⓑ

08. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ কত? [ব. বো. '১৬]
Ⓐ ১ বছরের কম Ⓑ ১-৫ বছরের মধ্যে
Ⓒ ৫-১০ বছরের মধ্যে Ⓓ ১০ বছরের বেশি
Ans Ⓐ

09. নির্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য? [জা. বো. '১৭]
Ⓐ প্রেক্ষিত Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি
Ⓒ মধ্যমেয়াদি Ⓓ স্বল্পমেয়াদি
Ans Ⓒ

10. কোন পরিকল্পনায় সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায়? [দি. বো. ১৭]
Ⓐ নির্দেশকমূলক Ⓑ কেন্দ্রীয়
Ⓒ বিকেন্দ্রীয় Ⓓ প্ররোচিত
Ans Ⓑ

ইতিহাস

প্রথম পত্র অধ্যায়-১ ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন : ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ১৪৮৭, খ্রি. উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে জলপথে পূর্বদিকে আগমনের পথ আবিষ্কার করেন- বার্থলমিউ দিয়াজ।
- ভাস্কো-দা- গামা ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন- ২০ মে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।
- ভাস্কো-দা- গামা সর্বপ্রথম ভারতের যে বন্দরে আসেন - কালিকট বন্দরে।
- পর্তুগিজরা বাংলায় আগমন করেন - ১৫১৬ সালে।
- পর্তুগিজগণ ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন - কোচিন ও ক্যানোনোরে।
- পর্তুগিজ গভর্নরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন - আলবুকার্ক।
- বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- কাসিমখান জুয়িনী।
- চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- শায়েস্তা খান।
- উপমহাদেশে মসলার ব্যবসায় শ্রেষ্ঠ ছিল- ওলন্দাজগণ।
- ডেনিশরা ভারতে পরিচিত ছিল - দিনেমার নামে।
- ফরাসিরা সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন- সুরাটে।
- ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পান- সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয় - ১৭৫৬ সালে (ইংরেজ ও ফরাসি)।
- ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ অবসান হয় - ১৭৬৩ সালে।
- বাংলার প্রথম নবাব - মুর্শিদকুলী খাঁ।
- সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন - ১০ এপ্রিল ১৭৫৬।
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ২৩ জুন ১৭৫৭।
- 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক কাল্পনিক কাহিনির রচয়িতা - হলওয়েল।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে - ১৭৬৫ সালে।
- ডুপ্লে ছিলেন জাতিতে - ফরাসি।
- ক্লাইভ ছিলেন জাতিতে - ইংরেজ।
- আল বুকার্ক মালাক্কা ও হরমুজ দখল করেন - ১৫০০ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চালু করে - ১৭৬৫ সালে।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর - বাংলা ১১৭৬ সনে (১৭৭০ খ্রি.)।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এর সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন - কার্টিয়ার।
- উপমহাদেশে পর্তুগিজ-শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- আলবুকার্ক।
- হল্যান্ডের অধিবাসীদের বলা হয় - ওলন্দাজ বা ডাচ।
- 'দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে- ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- দিনেমাররা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে ও কলকাতার শ্রীরামপুরে।
- কলকাতা প্রতিষ্ঠা করেন- জব চার্নক।
- কলকাতা প্রতিষ্ঠিত হয়-১৬৯০ সালে।
- 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়- ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।
- 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন- ফরাসি মন্ত্রী কোলবার্ট।
- আলীবর্দী খানের কন্যাত্রয় ছিল -আমেনা, ময়মুনা ও ঘষেটি বেগম।
- সিরাজউদ্দৌলার পিতা ছিলেন- মির্জা মুহম্মদ হাসিম মইনুদ্দীন খান।
- সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে এর নাম রাখেন - 'আলী নগর'।
- কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে- এলাহাবাদ সন্ধির মাধ্যমে।
- এলাহাবাদের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়- ১২ আগস্ট ১৭৬৫।
- দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়- ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিলেন- [৪০তম বিসিএস]
Ⓐ পর্তুগিজরা Ⓑ ইংরেজরা
Ⓒ ওলন্দাজরা Ⓓ ফরাসিরা
Ans Ⓐ

02. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সালে ঘটে?/ বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময় কাল: [৩৬তম বিসিএস; ১৪ তম বিসিএস]
Ⓐ ১৭৭০ সালে Ⓑ ১৭৭৬ সালে
Ⓒ ১৮৭৬ সালে Ⓓ ১৯৭৬ সালে
Ans Ⓐ

03. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন? [বাতিলকৃত ২৪ নং বিসিএস]
Ⓐ ১৬৯০ Ⓑ ১৭৬৫ Ⓒ ১৯৯৩ Ⓓ ১৮২৯
Ans Ⓑ

04. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সালে ঘটে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক'১৯]
Ⓐ বাংলা ১০৭৬ সালে Ⓑ বাংলা ১১৭৬ সালে
Ⓒ বাংলা ১৩৭৬ সালে Ⓓ বাংলা ১২৭৬ সালে
Ans Ⓑ

05. ইংরেজদের পূর্বে কোন জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করত? [পরমাণু শক্তি কমিশন, একাউন্টস এসিস্ট্যান্ট'১৮]
Ⓐ আলবেনিয়া Ⓑ ডাচ
Ⓒ পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ Ⓓ ইহুদি
Ans Ⓒ

06. বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন কে প্রবর্তন করেন? [শ্রম অধিদপ্তরে অফিসার ১৪]
Ⓐ লর্ড কর্নওয়ালিস Ⓑ লর্ড ক্লাইভ
Ⓒ নবাব মির কাশেম Ⓓ ওয়ারেন হেস্টিংস
Ans Ⓑ

07. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন- [রাবি (ইতিহাস) '০৮; ঢাবি (খ ইউনিট) '১৮-১৯]
Ⓐ শাহ সুজা Ⓑ মির জাফর
Ⓒ ফররুখ শিয়ার Ⓓ দ্বিতীয় শাহ আলম
Ans Ⓓ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র
অধ্যায়-২

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন : কোম্পানি আমল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- [illegible] প্রণীত হয় - ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে।
- দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটান - হেস্টিংস (১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে)।
- অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রণীত হয় - লর্ড ওয়েলেসলি।
- সতী দমন করেন - লর্ড বেন্টিক।
- ভারতে দীর্ঘতম রাস্তা - লর্ড ডালহৌসি নির্মিত গ্রান্ড ট্রাংক রোড।
- ফকির মজনুশাহ ছিলেন - ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের নেতা।
- [illegible] ছিলেন [illegible] আন্দোলনের অন্যতম নেতা।
- নিয়মের আইনে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের নাম - সুপ্রিম কোর্ট।
- [illegible] শাসক ছিলেন - [illegible]।
- [illegible] হলেন - [illegible] অধিবাসীগণ।
- রোহিলাদের শাসনকর্তা ছিলেন - সর্দার হাফিজ রহমত খান।
- ভারতে রেলপথের জনক বলা হয় - লর্ড ডালহৌসিকে।
- ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন - ওয়ারেন হেস্টিংস।
- টিপু সুলতান ছিলেন- মহীশূরের শাসক।
- সিপাহি বিদ্রোহ দমন করেন - লর্ড ক্যানিং।
- [illegible] হায়দার আলী- মহীশূরের ক্ষমতা দখল করেন সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়।
- টিপু সুলতানের রাজধানীর নাম ছিল- শ্রীরঙ্গপত্তন।
- ভারতবর্ষে পুলিশ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন লর্ড ক্যানিং।
- অযোধ্যার বেগম ছিলেন- সুজাউদ্দৌলার স্ত্রী ও মাতা।
- দত্তক পুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করেন - লর্ড ডালহৌসি।
- সতী দাহ রদ করেন - লর্ড বেন্টিক।
- ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা - সৈয়দ আহমেদ।
- প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ১৮২৪ থেকে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়? [২২তম বিসিএস]
Ⓐ ১৮২৮ Ⓑ ১৮২৯ Ⓒ ১৯৩১ Ⓓ ১৮৪৯ Ans B

02. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়- [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রজেক্ট সুপারভাইজার '১৯]
Ⓐ ১৭৮০ সালে Ⓑ ১৭৬৫ সালে
Ⓒ ১৭৯২ সালে Ⓓ ১৭৯৩ সালে Ans D

03. সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেন কে এবং কত সালে? [একটি বাড়ি একটি খামার, [illegible] '১৮]
Ⓐ লর্ড কর্নওয়ালিস [illegible] Ⓑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৩৯
Ⓒ রাজা রামমোহন রায় [illegible] Ⓓ লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ Ans D

04. সতীদাহ প্রথা কে বিলোপ করেন? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী [illegible]; [illegible] সহকারী শিক্ষা অফিসার '০৫]
Ⓐ লর্ড কর্নওয়ালিস Ⓑ রাজা রামমোহন রায়
Ⓒ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓓ লর্ড বেন্টিঙ্ক Ans D

05. [illegible] '০৫]
Ⓐ লর্ড রিপন Ⓑ [illegible] Ⓒ লর্ড কার্জন Ⓓ লর্ড ডালহৌসি Ans D

06. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত করা হয় কোন সালে? [ঢাবি (B ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ [illegible] Ⓑ [illegible] Ⓒ [illegible] Ⓓ ১৯৫০ Ans D

07. ভারতে সর্বপ্রথম কার সময় রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়? [রাবি [illegible] '১৯-২০]
Ⓐ লর্ড ওয়েলেসলি Ⓑ লর্ড বেন্টিংক
Ⓒ লর্ড ক্যানিং Ⓓ লর্ড ডালহৌসি Ans D

08. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ডালহৌসি কোন রাজ্যটি অধিকার করেন? [[illegible] '১৯-২০]
Ⓐ অযোধ্যা Ⓑ পাঞ্জাব Ⓒ নাগপুর Ⓓ হায়দ্রাবাদ Ans C

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৩

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন : ব্রিটিশ আমল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে - ১৮৫৮ সালে।
- শাসকদের মধ্যে উদারপন্থি ও শান্তিপ্রিয় শাসক বা ভারতবন্ধু নামে পরিচিত - লর্ড রিপন।
- হান্টার কমিশন গঠন করেন - লর্ড রিপন (১৮৮২ সালে)।
- ফ্যাক্টরি আইন পাশ করেন - লর্ড রিপন (১৮৮১ সালে)।
- নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন- ব্যামফিল্ড ফুলার।
- পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন- এন্ড্রো ফ্রেজার।
- স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রকাশিত পত্রিকার নাম- তাহজিব- উল - আখলাক।
- বঙ্গভঙ্গ হয়- ১৯০৫ সালে (কার্জন)।
- মুসলিম লীগ গঠিত হয় - ১৯০৬ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয় - ১৯১১ সালে (হার্ডিঞ্জ)।
- লক্ষ্মৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৬ সালে।
- ইলবার্ট বিল প্রবর্তন করেন- লর্ড রিপন।
- খিলাফত আন্দোলনের নেতাদের নাম- মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলি ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- আলীগড় আন্দোলনের নেতা- সৈয়দ আহমদ।
- খিলাফত আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন - মহাত্মা গান্ধী।
- অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ছিলেন- মহাত্মা গান্ধী।
- অসহযোগ আন্দোলন সংঘটিত হয় - ১৯২০ সালে।
- বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- বেঙ্গল প্যাক্ট এর রূপকার - দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।
- নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়- ১৯২৮ সালে।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হয় - ১৯৩২ সালে।
- পুনা চুক্তি হয়- ১৮১৭ সালে।
- The Spirit of Islam গ্রন্থটির লেখক - সৈয়দ আমীর আলী।
- ভারতীয় মুদ্রা আইন পাশ করেন - সম্রাট আকবর।
- ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় - ১৮৮৩ সালে।
- লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক- শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক।
- অবিভক্ত বাংলার ১ম মুখ্যমন্ত্রী - শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক।
- ভারতে স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয়- ১৯৪৭ সালে।
- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয় - ১৯৩০ সালে।
- ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয় - ১৯৪২ সালে।
- ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়- দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে (১৯৪৭ সালে)।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? [৪১তম বিসিএস]
Ⓐ লর্ড কার্জন Ⓑ রাজা পঞ্চম জর্জ
Ⓒ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন Ⓓ লর্ড ওয়াভেল Ans B

02. 'বঙ্গভঙ্গ' কালে ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? [৪০তম বিসিএস, ঢাবি (ঘ ইউনিট) '১৯-২০]
Ⓐ লর্ড কার্জন Ⓑ লর্ড ওয়াভেল
Ⓒ লর্ড মাউন্টব্যাটেন Ⓓ লর্ড লিনলিথগো Ans A

03. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? [৩৯তম বিসিএস]
Ⓐ ১৯১১ Ⓑ ১৯১২ Ⓒ ১৯০৮ Ⓓ ১৯০৯ Ans A

04. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন- [৩৭তম বিসিএস]
Ⓐ লর্ড রিপন Ⓑ লর্ড কার্জন Ⓒ লর্ড মিন্টো Ⓓ লর্ড হার্ডিঞ্জ Ans D

05. লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন? [৩৫তম বিসিএস]
Ⓐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা Ⓑ দ্বৈত শাসনব্যবস্থা
Ⓒ সতীদাহ নিবারণ ব্যবস্থা Ⓓ পুলিশ ব্যবস্থা Ans D

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

06. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় (গভর্নর জেনারেল) কে ছিলেন? [২৯তম বিসিএস]
Ⓐ লর্ড মিন্টো Ⓑ লর্ড চেমসফোর্ড
Ⓒ লর্ড কার্জন Ⓓ লর্ড মাউন্টব্যাটেন Ans Ⓒ

07. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় (বড়লাট বা গভর্নর জেনারেল) কে ছিলেন? [২৮তম বিসিএস, ১৬তম বিসিএস]
Ⓐ Lord Wavel Ⓑ Lord Mountbatten
Ⓒ Lord Linlintgo Ⓓ Lord Curzon Ans Ⓑ

08. ১৯০৫ সালে নবগঠিত প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [২৮তম বিসিএস]
Ⓐ ব্যামফিল্ড ফুলার Ⓑ লর্ড মিন্টো
Ⓒ লর্ড কার্জন Ⓓ ওয়ারেন হেস্টিংস Ans Ⓐ

09. সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয় কত সালে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (২০১৪) '১৮]
Ⓐ ১৮০৯ Ⓑ ১৮২৯ Ⓒ ১৭২৯ Ⓓ ১৮৩০ Ans Ⓑ

10. ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানি ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপজেলা সমাজসেবা অফিসার '০৬]
Ⓐ ১৭৫৮ সালে Ⓑ ১৮৫৮ সালে Ⓒ ১৭৯২ সালে Ⓓ ১৮৬২ সালে Ans Ⓑ

প্রথম পত্র | অধ্যায়-৪

পাকিস্তানি আমলে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও এর গতি প্রকৃতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথম বিরোধী দল - আওয়ামী মুসলিম লীগ।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম - ২৩ জুন ১৯৪৯।
- অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের সমর্থক - শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি সম্পাদক- মাওলানা ভাসানী।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২।
- তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় - ১৯৪৭ সালে ২ সেপ্টেম্বর.(আবুল কাশেমের নেতৃত্বে)।
- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন- ১৯৪৮ সালে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে, ২৪ মার্চ কার্জন হলে সমাবর্তনে।
- প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ হয় - ২৩ ফেব্রুয়ারি।
- শহিদ মিনার উদ্বোধন করা হয় - ২৪ ফেব্রুয়ারি (শফিউরের পিতা)।
- UNESCO বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে - ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯।
- মারি চুক্তি সংঘটিত হয় - ৭ জুলাই ১৯৫৫।
- একুশের প্রথম গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' (আবদুল গাফফার চৌধুরী)।
- একুশের প্রথম কবিতা - 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' (মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী)।
- "স্মৃতির মিনার" কবিতার রচয়িতা - আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় - ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ৮-১০ মার্চ ১৯৫৪।
- ভাষা আন্দোলন চলাকালে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী- নুরুল আমীন।
- ভাষা আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী - খাজা নাজিমউদ্দীন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [৪১তম; ১০তম বিসিএস]
Ⓐ খাজা নাজিমউদ্দীন Ⓑ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
Ⓒ লিয়াকত আলী খান Ⓓ নুরুল আমিন Ans Ⓐ

02. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [০৬তম বিসিএস]
Ⓐ ৯ মে, ১৯৫৪ Ⓑ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
Ⓒ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ Ⓓ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ Ans Ⓐ

03. 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]
Ⓐ ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ Ⓑ ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
Ⓒ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ Ⓓ ২০ জানুয়ারি ১৯৫২ Ans Ⓐ

04. ১৯৫২ সালের তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কীসের জন্ম দিয়েছিল? [১৪তম বিসিএস]
Ⓐ এক রাজনৈতিক মতবাদের Ⓑ এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
Ⓒ এক নতুন জাতীয় চেতনার Ⓓ এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার Ans Ⓒ

05. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কোন সালে? [মানসম্পন্ন শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষক '১৯]
Ⓐ ১৯৪৭ Ⓑ ১৯৪৮ Ⓒ ১৯৪৯ Ⓓ ১৯৫২ Ans Ⓐ

06. ঐতিহাসিক 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলা কত তারিখ ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (২০১৪) '১৮, Bangladesh Bank Officer '01]
Ⓐ ৩১ পৌষ Ⓑ ১৯ মাঘ Ⓒ ৯ মাঘ Ⓓ ৮ ফাল্গুন Ans Ⓓ

07. 'শহিদ মিনারের' স্থপতি কে? [ঢাকা শক্তি কমিশন, খনিজ অনুবিভাগ ও কমিশনার নির্বাচনী '১৮]
Ⓐ নভেরা আহমেদ Ⓑ জয়নুল আবেদীন
Ⓒ হামিদুর রহমান Ⓓ নিতুন কুণ্ডু Ans Ⓒ

08. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির প্রথম সুরকার কে? [BRTA মোটরযান পরিদর্শক '১৭]
Ⓐ আবদুল লতিফ Ⓑ আলতাফ মাহমুদ
Ⓒ আজাদ রহমান Ⓓ খন্দকার নুরুল আলম Ans Ⓐ

09. ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়- [কেন্দ্রীয় বিমান ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা '০৫]
Ⓐ ১৯৪৮ সালে Ⓑ ১৯৫০ সালে
Ⓒ ১৯৫১ সালে Ⓓ ১৯৫২ সালে Ans Ⓐ

10. ১৯৫২ সালে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাইফার অফিসার '১৯]
Ⓐ খাজা নাজিমউদ্দীন Ⓑ নুরুল আমীন
Ⓒ আতাউর রহমান খান Ⓓ আবু হোসেন সরকার Ans Ⓑ

প্রথম পত্র | অধ্যায়-৫

পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭।
- পাকিস্তানের ১ম জেনারেল - মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তানের ১ম প্রধানমন্ত্রী - লিয়াকত আলী খান।
- পূর্ববাংলার ১ম মুখ্যমন্ত্রী - খাজা নাজিমউদ্দীন।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল- নৌকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রচারণা পরিচালিত হয়- ২১ দফার ভিত্তিতে।
- যুক্তফ্রন্টের কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন - শেখ মুজিবুর রহমান।
- যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক।
- পাকিস্তানে দ্বিতীয় সংবিধান প্রণীত হয়- ১৯৬২ সালে।
- আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র কার্যকর করেন- ১৯৬০ সালে।
- দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।
- দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ স্থায়ী ছিল - ১৭ দিন।
- দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ যে চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয় - তাসখন্দ চুক্তি।
- বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ঘোষণা করে - ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়- ১৯৬৮ সালে।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল - বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন।
- উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে শহিদ হন - আসাদ।
- রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দেওয়া হয় - ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- আইয়ুব খানের পতন ঘটে- ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ।
- পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয়- ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে।
- ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে।
- ১৯৭০ সালে উপকূলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয় - ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর।
- জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে লাভ করে - ১৬৭টি।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কৃষক প্রজা পার্টি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [NSI এর ওয়াচার কনস্টেবল'২১]
Ⓐ ১৯৩৬ সালে Ⓑ ১৯০৫ সালে
Ⓒ ১৯১১ সালে Ⓓ ১৯৪৭ সালে Ans Ⓐ

02. লাহোর প্রস্তাব কোন সালে গঠিত হয়? [খাদ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক'২১]
Ⓐ ১৯৪০ Ⓑ ১৯৪১ Ⓒ ১৯৪২ Ⓓ ১৯৩৭ Ans Ⓐ

03. ক্রিপস মিশন কোন উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) '১০]
Ⓐ অর্থনৈতিক Ⓑ রাজনৈতিক Ⓒ সামাজিক Ⓓ সাংস্কৃতিক Ans Ⓑ

04. মূলত তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন বাংলার- [জাবি (D ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ প্রাদেশিক কৃষক সভার কম্যুনিস্ট কর্মীরা
Ⓑ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা
Ⓒ প্রাদেশিক ভারতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা
Ⓓ উপরের কোনোটিই ঠিক নয় Ans Ⓐ

05. তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী- [ববি (ঘ ইউনিট) '১৪-১৫]
Ⓐ Ila Mitra Ⓑ Smitra Devi
Ⓒ Taramon Bibi Ⓓ Pritilata Waddedar Ans Ⓐ

06. 'লাহোর প্রস্তাব' কত সালে উত্থাপিত (গৃহীত) হয়? [ববি (খ-ইউনিট) '১৪-১৫; রাবি (ক-ইউনিট) '১৩-১৪]
Ⓐ ১৯৩৫ Ⓑ ১৯৪০ Ⓒ ১৮৪০ Ⓓ ১৯৪৫ Ans Ⓑ

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৬

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা প্রণয়ন করেন - রাও ফরমান আলী, খাদিম হোসেন, এবং টিক্কা খান।
- অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়- ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ।
- বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন - ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।
- বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন - ইংরেজিতে (This is my last message....)।
- বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রেরণ করা হয় - ওয়্যারলেস-এর মাধ্যমে।
- অপারেশন সার্চ লাইটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষককে হত্যা করা হয় তারা হলেন - ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. মুনীরুজ্জামান, ডা. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা।
- প্রবাসী সরকার/মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়- ১৯৭১ সালে ১০ এপ্রিল।
- মুজিব নগর সরকার শপথ গ্রহণ করে- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।
- মুজিব নগর সরকার এর রাষ্ট্রপতি ছিলেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- মুজিব নগর সরকার এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিল - ৮ জন।
- মুজিব নগর সরকার এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- মুজিব নগর সরকার এর অর্থমন্ত্রী ছিলেন- ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।
- বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন- এম. এ জি ওসমানি।
- মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল - ১২ টি।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'–জাতির পিতা কবে এই ঘোষণা দেন? [৪৪তম বিসিএস]
Ⓐ ২৬ মার্চ ১৯৭১ Ⓑ ৭ মার্চ ১৯৭১
Ⓒ ৩ মার্চ ১৯৭১ Ⓓ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ Ans Ⓑ

02. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [৪০তম বিসিএস]
Ⓐ চতুর্থ তফসিল Ⓑ পঞ্চম তফসিল
Ⓒ ষষ্ঠ তফসিল Ⓓ সপ্তম তফসিল Ans Ⓑ

03. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল সেটি হলো? [৩৬তম বিসিএস]
Ⓐ ইসলামাবাদের সামরিক সরকার পদত্যাগের আন্দোলন
Ⓑ পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
Ⓒ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পদত্যাগের আন্দোলন
Ⓓ মার্শাল' ল পদত্যাগের আন্দোলন Ans Ⓑ

04. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন? [পরিসংখ্যান ব্যুরো ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর'২০; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ ধাপ)'১৯;]
Ⓐ প্রেসিডেন্ট ভবনে Ⓑ পার্লামেন্ট ভবনে
Ⓒ রমনা পার্কে Ⓓ রেসকোর্স ময়দানে Ans Ⓓ

05. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় ১৯৭১ এর– [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যানবিদ '২০]
Ⓐ ২ মার্চ Ⓑ ৫ মার্চ Ⓒ ৩ মার্চ Ⓓ ৭ মার্চ Ans Ⓒ

06. ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কয় দফা দাবি উত্থাপন করেন? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী '২০]
Ⓐ ৪ দফা Ⓑ ৫ দফা
Ⓒ ৬ দফা Ⓓ ১১ দফা Ans Ⓐ

07. বাংলাদেশের পতাকা কবে প্রথম উত্তোলন করা হয়? [নির্বাচন কমিশন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক'১৮]
Ⓐ ১৩ ফেব্রুয়ারি Ⓑ ২ মার্চ Ⓒ ৭ মার্চ Ⓓ ১৮ এপ্রিল Ans Ⓑ

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৭

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে বিভক্ত করে - ১১টি সেক্টরে।
- মুক্তিযুদ্ধে ব্রিগেড ফোর্স ছিল- ৩টি। যথা S force, Z force, K force।
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয় - ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
- মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন - গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার।
- মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ছিলেন - মাওলানা ভাসানী।
- মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর - ১০নং সেক্টর।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় চরমপত্র পাঠ করতেন- এম. আর আখতার মুকুল।
- মহিলা মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি যুদ্ধ করেন - ১১ নং সেক্টরে।
- মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ডা. সেতারা বেগম ছিলেন - ২ নং সেক্টরে।
- মুক্তিযুদ্ধে যৌথবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন - লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা।
- বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- মুক্তিযুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে - ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [৪৪তম বিসিএস; ৩৮তম বিসিএস]
Ⓐ তাজউদ্দিন আহমেদ Ⓑ এ এইচ এম কামারুজ্জামান
Ⓒ সৈয়দ নজরুল ইসলাম Ⓓ এম মনসুর আলী Ans Ⓑ

02. মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন? [৪৩তম বিসিএস]
Ⓐ তাজউদ্দিন আহমদ Ⓑ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
Ⓒ এম. মনসুর আলী Ⓓ এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান Ans Ⓐ

03. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? [৩৯তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক'২১]
Ⓐ ১২ ই এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓑ ১০ ই এপ্রিল, ১৯৭১
Ⓒ ১৪ ই এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓓ ১৭ ই এপ্রিল, ১৯৭১ Ans Ⓑ

04. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস; NSI এর ওয়াচার কনস্টেবল'২১]
Ⓐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী
Ⓒ কর্নেল শফিউল্লাহ Ⓓ মেজর জিয়াউর রহমান Ans Ⓐ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

05. মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত? [৩৩তম বিসিএস; ২৮তম বিসিএস]
Ⓐ সাতক্ষীরায় Ⓑ মেহেরপুরে Ⓒ চুয়াডাঙ্গায় Ⓓ নবাবগঞ্জে **Ans B**

06. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়? [২২তম বিসিএস; ১৪তম বিসিএস]
Ⓐ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓑ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
Ⓒ ৭ মার্চ ১৯৭১ Ⓓ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ **Ans A**

07. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল- [১০তম বিসিএস]
Ⓐ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓑ ২৬ মার্চ, ১৯৭১
Ⓒ ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓓ ১০ জানুয়ারি, ১৯৭১ **Ans A**

08. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল— কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক '২১]
Ⓐ চুয়াডাঙ্গায় Ⓑ মেহেরপুরে
Ⓒ ঢাকায় Ⓓ কোলকাতায় **Ans B**

09. মুজিবনগরে নতুন সরকার গঠনের ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন? [BPATC-এর ১৩টি বিভিন্ন পদে পরীক্ষা ১৯, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট) '০৯-১০]
Ⓐ অধ্যাপক এম এ হান্নান Ⓑ অধ্যাপক ইউসুফ আলি
Ⓒ তাজউদ্দিন আহমদ Ⓓ জেনারেল ওসমানী **Ans B**

10. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? [ঢাবি (ঘ ইউনিট) '১৪-১৫]
Ⓐ এ এইচ এম. কামারুজ্জামান Ⓑ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
Ⓒ তাজউদ্দিন আহমদ Ⓓ এম মনসুর আলী **Ans D**

প্রথম পত্র অধ্যায়-৮ মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন- রিচার্ড নিক্সন।
- 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয় - যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে।
- মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত ছিলেন - বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- সর্বপ্রথম যে বিদেশি মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয় - কলকাতা।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ইন্দিরা গান্ধী।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল - চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।
- মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেছিল- যুক্তরাষ্ট্র।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ১৯৭১ সালে ১ আগস্ট পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং জর্জ হ্যারিসন কর্তৃক আয়োজিত 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ২২]
Ⓐ নয়াদিল্লী Ⓑ নিউ ইয়র্ক Ⓒ লন্ডন Ⓓ প্যারিস **Ans B**

02. মুক্তিযুদ্ধকালে জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত কনসার্টের নাম কী ছিল? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ২০(৩য় ধাপ, সেট-৩৬৯৭)]
Ⓐ কনসার্ট ১৯৭১ Ⓑ কনসার্ট ফর বাংলাদেশ
Ⓒ কান্ট্রি কনসার্ট Ⓓ লিবারেশন কনসার্ট **Ans B**

03. সম্প্রতি 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ২০(২য় ধাপ, সেট-২৮১৫)]
Ⓐ দুবাই Ⓑ প্যারিস Ⓒ নিউইয়র্ক Ⓓ ফ্লোরিডা **Ans C**

04. ১লা আগস্ট ১৯৭১ 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল-[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রেডিট সুপারভাইজার '১৯]
Ⓐ লন্ডনে Ⓑ প্যারিসে Ⓒ নিউইয়র্কে Ⓓ ওয়াশিংটনে **Ans C**

05. জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট '১৫]
Ⓐ জার্মানি Ⓑ ব্রিটেন Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ ফ্রান্স **Ans B**

06. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এ রবিশঙ্কর ও অন্য ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতের নাম কী ছিল? [ঢাবি 'ঘ' ইউনিট '২১-২২]
Ⓐ বাংলাদেশ Ⓑ সং অব বাংলাদেশ
Ⓒ বাংলা ধুন Ⓓ মাই সুইট লর্ড **Ans C**

07. ১৯৭১ সালে 'The Concert for Bangladesh' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [চবি (D ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ ঢাকা Ⓑ কলকাতা Ⓒ নিউইয়র্ক Ⓓ লন্ডন **Ans C**

08. ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে কে তুলে ধরেন? [চবি (ঘ-ইউনিট) '১৩-১৪]
Ⓐ George Harrison Ⓑ Simon Dring
Ⓒ Pandit Ravi Sankar Ⓓ All of them **Ans D**

09. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ১৯৭১ এর প্রধান শিল্পী কে? [জবি (ক-ইউনিট) '১০-১১; পূবালি ব্যাংকের অফিসার পরীক্ষা '১৯]
Ⓐ রুনা লায়লা Ⓑ বাপ্পি লাহিড়ি
Ⓒ মার্ক আন্তনি Ⓓ জর্জ হ্যারিসন **Ans D**

10. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য? [ঢাবি (ঘ-ইউনিট) '০২-০৩]
Ⓐ বিটলস Ⓑ বি-গিস Ⓒ পিঙ্ক ফ্লয়েড Ⓓ ডিপ পারপল **Ans A**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-১ শিল্প বিপ্লব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শিল্প বিপ্লব শুরু হয়- ১৭৬০ সালে।
- হফম্যানের মতে, শিল্প বিপ্লব শুরু হয়- ১৭৮০ সালে।
- হফম্যান- জার্মান অর্থনীতিবিদ।
- "১৭১২ সালের পর থেকে শিল্প উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে উর্ধ্বমুখী থেকেছে।" বলেন- টি.এস.অ্যাকশন।
- ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়- অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শেষভাগে।
- ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব হয়- উনবিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকে।
- জার্মানিতে শিল্প বিপ্লব হয়- উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।
- আধুনিক যুগের শুরু হয়- রেনেসাঁসের মধ্যদিয়ে।
- আধুনিক যুগকে নতুন স্তরে উন্নীত করে- শিল্প বিপ্লব।
- ইংল্যান্ডে এ শিল্প বিপ্লব শুরু হয়- বস্ত্র শিল্পের নতুন নতুন আবিষ্কারে।
- ইংল্যান্ডে নগরের পত্তন হয়- ছোট-বড় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার ফলে।
- ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, লিভারপুল, স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো- ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।
- ইংল্যান্ডসহ ইউরোপে শিল্প বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়- অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে।
- বিপ্লব স্থবিরতা ও সমস্যায় আক্রান্ত হয়- উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।
- বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ও পুঁজির লেনদেন বেড়ে যায় - শিল্প বিপ্লবের কারণে।
- শিল্প বিপ্লবের ফলে বাণিজ্যিক মূলধন রূপান্তরিত হয়- শিল্প মূলধনে।
- ইংল্যান্ডকে বলা হয়- পৃথিবীর কর্মশালা বা Workshop of the world.
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে অভ্যুদয় ঘটে- শ্রমিক, কারিগর ও বুর্জোয়া শ্রেণির।
- চার্টিস্ট আন্দোলন হয়- উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ব্রিটিশ কৃষি বিপ্লব কখন সংঘটিত হয়েছিল? [৪২তম বিসিএস]
Ⓐ উনবিংশ শতাব্দীতে Ⓑ অষ্টাদশ শতাব্দীতে
Ⓒ ষোড়শ শতাব্দীতে Ⓓ চতুর্দশ শতাব্দীতে **Ans B**

02. অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন : [৩৮তম বিসিএস]
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
Ⓒ ভি. আই. লেনিন Ⓓ মাও সে তুং **Ans C**

03. কবে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়? [৩১ তম বিসিএস]
Ⓐ ১৭৮৯ Ⓑ ১৭৯১ Ⓒ ১৭৯৫ Ⓓ ১৮০০ **Ans A**

04. শিল্প বিপ্লব কোন দেশে প্রথম শুরু হয়? [বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার'১৭]
Ⓐ ইংল্যান্ড Ⓑ জার্মানি Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ ফ্রান্স **Ans A**

05. রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় কত সালে? | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা '১৩]
Ⓐ ১৯১৭ সালে Ⓑ ১৯১৮ সালে Ⓒ ১৮১৭ সালে Ⓓ ১৯২০ সালে **Ans A**

06. ইংল্যান্ডের 'শিল্প বিপ্লব' অনুষ্ঠিত হয় কবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক '১২]
Ⓐ সতেরো শতকে Ⓑ আঠারো শতকে
Ⓒ উনিশ শতকে Ⓓ বিশ শতকে **Ans B**

CamScanner

05. মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত? [৩৩তম বিসিএস; ২৮তম বিসিএস]
Ⓐ সাতক্ষীরায় Ⓑ মেহেরপুরে Ⓒ চুয়াডাঙ্গায় Ⓓ নবাবগঞ্জে Ans Ⓑ

06. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়? [২২তম বিসিএস; ১৪তম বিসিএস]
Ⓐ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓑ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
Ⓒ ৭ মার্চ ১৯৭১ Ⓓ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ Ans Ⓐ

07. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল- [১০তম বিসিএস]
Ⓐ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓑ ২৬ মার্চ, ১৯৭১
Ⓒ ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ Ⓓ ১০ জানুয়ারি, ১৯৭১ Ans Ⓐ

08. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল— [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক '২১]
Ⓐ চুয়াডাঙ্গায় Ⓑ মেহেরপুরে
Ⓒ ঢাকায় Ⓓ কোলকাতায় Ans Ⓑ

09. মুজিবনগরে নতুন সরকার গঠনের ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন? [BPATC-এর ১৩টি ভিন্ন পদে পরীক্ষা ১৯, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট) '০৯-১০]
Ⓐ অধ্যাপক এম এ হান্নান Ⓑ অধ্যাপক ইউসুফ আলি
Ⓒ তাজউদ্দিন আহমদ Ⓓ জেনারেল ওসমানী Ans Ⓑ

10. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? [ঢাবি (ঘ ইউনিট) '১৪-১৫]
Ⓐ এ এইচ এম. কামারুজ্জামান Ⓑ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
Ⓒ তাজউদ্দিন আহমদ Ⓓ এম মনসুর আলী Ans Ⓓ

প্রথম পত্র অধ্যায়-৮ মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন- রিচার্ড নিক্সন।
- 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয় - যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে।
- মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত ছিলেন - বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- সর্বপ্রথম যে বিদেশি মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয় - কলকাতা।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ইন্দিরা গান্ধী।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল - চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।
- মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেছিল- যুক্তরাষ্ট্র।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ১৯৭১ সালে ১ আগস্ট পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং জর্জ হ্যারিসন কর্তৃক আয়োজিত 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ২২]
Ⓐ নয়াদিল্লী Ⓑ নিউ ইয়র্ক Ⓒ লন্ডন Ⓓ প্যারিস Ans Ⓑ

02. মুক্তিযুদ্ধকালে জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত কনসার্টের নাম কী ছিল? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ' ২০(৩য় ধাপ, সেট-৩৬৯৭)]
Ⓐ কনসার্ট ১৯৭১ Ⓑ কনসার্ট ফর বাংলাদেশ
Ⓒ কান্ট্রি কনসার্ট Ⓓ লিবারেশন কনসার্ট Ans Ⓑ

03. সম্প্রতি 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ' ২০(২য় ধাপ, সেট-২৮১৫)]
Ⓐ দুবাই Ⓑ প্যারিস Ⓒ নিউইয়র্ক Ⓓ ফ্লোরিডা Ans Ⓒ

04. ১লা আগস্ট ১৯৭১ 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল-[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রেডিট সুপারভাইজার '১৯]
Ⓐ লন্ডনে Ⓑ প্যারিসে Ⓒ নিউইয়র্কে Ⓓ ওয়াশিংটনে Ans Ⓒ

05. জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট '১৫]
Ⓐ জার্মানি Ⓑ ব্রিটেন Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ ফ্রান্স Ans Ⓑ

06. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এ রবিশঙ্কর ও অন্য ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতের নাম কী ছিল? [ঢাবি 'ঘ' ইউনিট '২১-২২]
Ⓐ বাংলাদেশ Ⓑ সং অব বাংলাদেশ
Ⓒ বাংলা ধুন Ⓓ মাই সুইট লর্ড Ans Ⓒ

07. ১৯৭১ সালে 'The Concert for Bangladesh' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [ঢাবি (D ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ ঢাকা Ⓑ কলকাতা Ⓒ নিউইয়র্ক Ⓓ লন্ডন Ans Ⓒ

08. ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে কে তুলে ধরেন? [ঢাবি (ঘ-ইউনিট) '১৩-১৪]
Ⓐ George Harrison Ⓑ Simon Dring
Ⓒ Pandit Ravi Sankar Ⓓ All of them Ans Ⓓ

09. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ১৯৭১ এর প্রধান শিল্পী কে? [জবি (ক-ইউনিট) '১০-১১; পূবালী ব্যাংকের অফিসার পরীক্ষা '১৯]
Ⓐ রুনা লায়লা Ⓑ বাপ্পি লাহিড়ি
Ⓒ মার্ক আন্তনি Ⓓ জর্জ হ্যারিসন Ans Ⓓ

10. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য? [ঢাবি (ঘ-ইউনিট) '০২-০৩]
Ⓐ বিটলস Ⓑ বি-গিস Ⓒ পিঙ্ক ফ্লয়েড Ⓓ ডিপ পারপল Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-১ শিল্প বিপ্লব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শিল্প বিপ্লব শুরু হয়- ১৭৬০ সালে।
- হফম্যানের মতে, শিল্প বিপ্লব শুরু হয়- ১৭৮০ সালে।
- হফম্যান- জার্মান অর্থনীতিবিদ।
- "১৭৮২ সালের পর থেকে শিল্প উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে উর্ধ্বমুখী থেকেছে।" বলেন- টি.এস.অ্যাশটন।
- ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়- অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শেষভাগে।
- ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব হয়- উনবিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকে।
- জার্মানিতে শিল্প বিপ্লব হয়- উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।
- আধুনিক যুগের শুরু হয়- রেনেসাঁসের মধ্যদিয়ে।
- আধুনিক যুগকে নতুন স্তরে উন্নীত করে- শিল্প বিপ্লব।
- ইংল্যান্ডে এ শিল্প বিপ্লব শুরু হয়- বস্ত্র শিল্পের নতুন নতুন আবিষ্কারে।
- ইংল্যান্ডে নগরের পত্তন হয়- ছোট-বড় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার ফলে।
- ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, লিভারপুল, স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো- ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।
- ইংল্যান্ডসহ ইউরোপে শিল্প বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়- অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে।
- বিপ্লব স্থবিরতা ও সমস্যায় আক্রান্ত হয়- উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।
- বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ও পুঁজির লেনদেন বেড়ে যায় - শিল্প বিপ্লবের কারণে।
- শিল্প বিপ্লবের ফলে বাণিজ্যিক মূলধন রূপান্তরিত হয়- শিল্প মূলধনে।
- ইংল্যান্ডকে বলা হয়- পৃথিবীর কর্মশালা বা Workshop of the world.
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে অভ্যুদয় ঘটে- শ্রমিক, কারিগর ও বুর্জোয়া শ্রেণির।
- চার্টিস্ট আন্দোলন হয়- উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ব্রিটিশ কৃষি বিপ্লব কখন সংঘটিত হয়েছিল? [৪২তম বিসিএস]
Ⓐ উনবিংশ শতাব্দীতে Ⓑ অষ্টাদশ শতাব্দীতে
Ⓒ ষোড়শ শতাব্দীতে Ⓓ চতুর্দশ শতাব্দীতে Ans Ⓑ

02. অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন : [৩৮তম বিসিএস]
Ⓐ কার্ল মার্কস Ⓑ ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
Ⓒ ভি. আই. লেনিন Ⓓ মাও সে তুং Ans Ⓒ

03. কবে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়? [৩১ তম বিসিএস]
Ⓐ ১৭৮৯ Ⓑ ১৭৯১ Ⓒ ১৭৯৫ Ⓓ ১৮০০ Ans Ⓐ

04. শিল্প বিপ্লব কোন দেশে প্রথম শুরু হয়? [বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার'১৭]
Ⓐ ইংল্যান্ড Ⓑ জার্মানি Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ ফ্রান্স Ans Ⓐ

05. রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় কত সালে? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা '১৩]
Ⓐ ১৯১৭ সালে Ⓑ ১৯১৮ সালে Ⓒ ১৮১৭ সালে Ⓓ ১৯২০ সালে Ans Ⓐ

06. ইংল্যান্ডের 'শিল্প বিপ্লব' অনুষ্ঠিত হয় কবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক '১২]
Ⓐ সতেরো শতকে Ⓑ আঠারো শতকে
Ⓒ উনিশ শতকে Ⓓ বিশ শতকে Ans Ⓑ

CamScanner

07. ইরানে 'ইসলামি বিপ্লব' সংঘটিত হয় কবে? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা '০৭।]
Ⓐ ১৯৭৭ Ⓑ ১৯৭৮ Ⓒ ১৯৭৯ Ⓓ ১৯৮০ Ans Ⓒ

08. ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে উপমহাদেশে কোন শিল্পের ধ্বংস হয়? [মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক '০১]
Ⓐ পাটশিল্প Ⓑ কুটিরশিল্প
Ⓒ বস্ত্রশিল্প Ⓓ কাগজশিল্প Ans Ⓑ

09. ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল- [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর অধীনে 'অডীক্ষক' '৯৮]
Ⓐ সকলের জন্য স্বাধীনতা Ⓑ সব মানুষ সমান
Ⓒ মৈত্রী ও স্বাধীনতা Ⓓ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব Ans Ⓓ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-২

ফরাসি বিপ্লব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিপ্লব ছাড়া রাষ্ট্র বা সমাজ বিকশিত হতে পারে- বিবর্তনের মাধ্যমে।
- আধুনিক যুগের আগে সমাজের পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করত- বিদ্রোহ ও আন্দোলন।
- দাস বিদ্রোহ হয়েছিল- রোমে।
- দাস বিদ্রোহ হয়েছিল- স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে।
- দাস বিদ্রোহ হয়েছিল- খ্রিস্টপূ: ৭৪-৭১ অব্দে।
- ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৭ শতাব্দীতে।
- ইংল্যান্ডের কৃষিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে- ক্ষুদ্র শিল্প তথা ম্যানুফ্যাকচারের উন্নতি।
- ১৫ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড শাসন করে- টিউডর বংশ।
- টিউডর যুগ- স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের যুগ।
- ইংল্যান্ডের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে পরিবর্তন সূচিত হয়- স্টুয়ার্ট বংশীয় শাসনামলে।
- ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একত্র হয়- স্টুয়ার্ড বংশীয় শাসনামলে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে- ১৬০৭ সালে।
- Saratoga'র যুদ্ধ- ১৭৭৭ সালে।
- Saratoga'র যুদ্ধে পরাজিত হয়- ব্রিটিশ বাহিনী।
- ফ্রান্স ও স্পেনের বাহিনী- মার্কিন স্বাধীনতাকামীদের পক্ষ অবলম্বন করে।
- ব্রিটেন মার্কিনিদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়- ১৭৭৯ সাল।
- লর্ড কর্নওয়ালিস পরাজিত হয়- ভার্জিনিয়ার ইয়র্ক টাউনের যুদ্ধে।
- ভার্জিনিয়ার ইয়র্ক টাউনে যুদ্ধ হয়- ১৭৮১ খ্রিঃ।
- আমেরিকা মুক্ত হয়- ৮ বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে।
- আমেরিকার ১ম প্রেসিডেন্ট- জর্জ ওয়াশিংটন।
- জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- ১৭৮৭ খ্রিঃ।
- ফরাসি বিপ্লবকে বলা হয়- মহান ফরাসি বিপ্লব।
- ফরাসি বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল- পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।
- ১৮ শতাব্দীতে ফ্রান্স ছিল- কৃষি প্রধান দেশ।
- ফ্রান্সে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করেন- চতুর্দশ লুই।
- স্টেটস জেনারেল- সর্বোচ্চ প্রতিনিধি পরিষদ।
- "ঈশ্বর না থাকলে তাঁকে বানাতে হতো, কিন্তু প্রকৃতি বলছে ঈশ্বর আছে" বলেন- ভলতেয়ার।
- জাতির স্বাস্থ্য সমর্কবিষয়ক রচনাবলি, অধিবিদ্যা, দার্শনিক অভিধান- ভলতেয়ারের রচনা।
- 'Persian Letters' গ্রন্থটি রচনা করেন- শার্লস মার্তেসকিয়ে।
- রুশো ছিলেন- ফরাসি দার্শনিক।
- রুশো জন্মগ্রহণ করেন- ১৭১২ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- রুশো বুদ্ধির চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন- মানুষের অনুভূতিকে।
- The Social Contract, Discourse on the Origin of Inequality- রুশোর বিখ্যাত বই।
- ফরাসি বিপ্লবের আগমনী বার্তা দেখা হয়েছিল- রুশোর রচনাবলিতে।
- The chief prophet of the revolution. বলা হয়- রুশোকে।
- ফরাসি বিপ্লবের চেতনা গড়ে তোলে- ফরাসি বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন।
- সামন্তপ্রথা লুপ্তের decree জারি হয়- ১৭৮৯ সালের ১১ আগস্ট।
- ফ্রান্সের জন্য নতুন সংবিধান গৃহীত হয়- ১৭৯১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর।
- সাংবিধানিক সভার স্থলে বিধানসভা ফ্রান্সকে পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে- ১৭৯১ সালের ১ অক্টোবর।
- সাংবিধানিক সভার কার্যকাল শেষ হয়- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১ খ্রি।
- বিধানসভার কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে- ২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ খ্রি পর্যন্ত।
- বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হয়- ৭৪৫ জন।
- ফ্রান্সে নতুন সংবিধান গ্রহণ করা হয়- ২২ আগস্ট ১৭৯৫।
- ফ্রান্সে প্রবর্তিত হয়- ২ কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।
- ৫ জন ডাইরেক্টর কর্তৃক ফ্রান্স শাসিত হওয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়- ১০ অক্টোবর ১৭৯৫।
- ফ্রান্স বুর্জোয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে- বিপ্লবের মাধ্যমে।
- আধুনিক ইউরোপের নতুন পর্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে-১৭৮৯ সালের বিপ্লবকে।
- ফরাসি জাতি তাদের প্রধান জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করে- ১৪ জুলাইকে।
- ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকগণ হলেন- ভলতেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু।
- ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় - ১৭৮৯ সালে ১৪ জুলাই।
- ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়- বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে।
- ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল- স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব।
- যার আমলে ফরাসি বিপ্লবের সংঘটিত হয়- ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালে।
- সহস্র ইঁদুর দ্বারা শাসিত না হয়ে একটি সিংহের শাসন অধিক কাম্য - ভলতেয়ার।
- 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থটির প্রণেতা- শার্লস মন্টেস্কু।
- রুশোর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- 'Confession'।
- রুশোর শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ - 'Emile'।
- ফ্রান্সে কৃষিবিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৭৮৯ সালে ৪ আগস্ট।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয়- নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে।
- ওয়াটার লু যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ১৮১৫ সালে ১৮ জুন।
- নেপোলিয়ন ওয়াটার লু যুদ্ধে পরাজিত হন- ডিউক অব ওয়েলিংটন ও গর্বাড ভন বুচারের নিকট।
- নেপোলিয়নকে যে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয় - সেন্ট হেলেনা দ্বীপ।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র কী ছিল? [চবি (B ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ Ⓑ জাতীয়তা, স্বাধীনতা ও শান্তি
Ⓒ শিক্ষা, ঐক্য ও প্রগতি Ⓓ গণতন্ত্র, সমতা ও স্বাধীনতা Ans Ⓐ

02. ফরাসি বিপ্লবের সূত্রে আবির্ভূত হয়েছিল- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) '১৪-১৫]
Ⓐ পুঁজিবাদ Ⓑ জাতীয়তাবাদ Ⓒ সমাজতন্ত্র Ⓓ বিশ্বায়ন Ans Ⓑ

03. রুশ বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী দল- [ববি (গ ইউনিট) '১৪-১৫]
Ⓐ নাৎসি পার্টি Ⓑ বলশেভিক পার্টি
Ⓒ মিনশেভিক পার্টি Ⓓ কমিউনিস্ট পার্টি Ans Ⓑ

04. কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছিল? [ঢাবি (খ ইউনিট) '০৪-০৫]
Ⓐ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব Ⓑ ভারতের স্বাধীনতা লাভ
Ⓒ জাতিসংঘের জন্ম Ⓓ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ Ans Ⓐ

05. ইউরোপের কোন দেশে কৃষিভূমি বিপ্লব শিল্পবিপ্লবের পূর্বগামী ছিল? [জবি (C ইউনিট) '১৯-২০]
Ⓐ ফ্রান্স Ⓑ জার্মানি Ⓒ ইতালি Ⓓ ইংল্যান্ড Ans Ⓓ

06. কাকে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়? [ঢাবি (ঘ ইউনিট)'১৬-১৭]
Ⓐ র‍্যাচেল কারসন Ⓑ হেনরি এ ওয়ালেস
Ⓒ নরম্যান বোরল্যাগ Ⓓ জোসেফ ওয়াটসন Ans Ⓒ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

07. কোন বিপ্লব 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব'- এ মূলমন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল? [রাবি (খ ইউনিট) '১৫-১৬]
Ⓐ ফরাসি বিপ্লব Ⓑ মার্কিন বিপ্লব
Ⓒ রুশ বিপ্লব Ⓓ চীনা বিপ্লব (Ans Ⓐ)

08. ২০১৭ সালে পৃথিবীর ইতিহাসের কোন ঘটনার শতবর্ষ পালিত হয়? [জবি 'খ' ইউনিট '১৭-১৮]
Ⓐ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ Ⓑ রুশ বিপ্লব
Ⓒ ফরাসি বিপ্লব Ⓓ সিপাহি বিপ্লব (Ans Ⓑ)

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৩: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লিগ অব নেশনস

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও সার্বিয়ার মধ্যে।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধকে বলা হয়- মহাযুদ্ধ।
- ইউরোপে জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের আন্দোলন হয়- ১৯ শতাব্দীতে।
- উপনিবেশবাদবিরোধী ধারণা বৃদ্ধি পায়- ১৯ শতাব্দীতে।
- একচেটিয়া কারবারের সূচনা হয়- পুঁজি সঞ্চয়ের পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার কারণে।
- একচেটিয়া ব্যবস্থার উত্থান – ১৯ শতাব্দীতে।
- জার্মানির শিল্প উৎপাদন বেড়ে যায়- ১৮৭১ সালে।
- বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে গোপনে চুক্তি স্বাক্ষর করেন- ১৮৮৭ সালে।
- বিসমার্ক পদত্যাগ করেন- ১৮৯০ সালে।
- জার্মানির নতুন সম্রাট হন- ২য় উইলিয়াম।
- Entente Cordiale চুক্তি হয়- ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে।
- ত্রিপক্ষীয় আঁতাত- ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ৩টি মহাদেশের মোট দেশ- ৩৪টি।
- শ্লিফেন বলা হয়- জার্মান জেনারেল।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে জার্মানকে চিহ্নিত করা হয়- পরাজিত দেশ হিসেবে।
- জার্মান সরকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দিয়েছিল- যুদ্ধ শেষ।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল- ৭ কোটি সৈন্য।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধে হত হয়েছিল- ১ কোটি মানুষ।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধে আহত হয়েছিল- ২ কোটি মানুষ।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বের প্রথম শিল্পোন্নত দেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশে পরিণত হয়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্যাসিস্ট ইতালী- উগ্রজাতীয়তাবাদী সমরবাদী প্রচারণার আশ্রয় গ্রহণ করে।
- ২য় ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় - ২৮ জুন ১৯১৯।
- ২য় ভার্সাই সন্ধি কার্যকর হয় - ১০ জানুয়ারি ১৯২০।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে - প্রথম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে।
- League of Nations গঠিত হয় - ১০ জানুয়ারি ১৯২০।
- ত্রিশক্তি চুক্তি সংঘটিত হয় - জার্মানি, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়- [বাংলাদেশ রেলওয়ে: উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)' ১৭]
Ⓐ ১৯১৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর Ⓑ ১৯১৭ সালের ১৪ আগস্ট
Ⓒ ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর Ⓓ ১৯২০ সালের ১৯ জুন (Ans Ⓒ)

02. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? [জাতীয় সংসদে সচিবালয়ে সহকারী গবেষণা অফিসার '০৬]
Ⓐ রুজভেল্ট Ⓑ লিংকন
Ⓒ উড্রো উইলসন Ⓓ আইসেন হাওয়ার (Ans Ⓒ)

03. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে কোন শহরে হত্যা করা হয়েছিল? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক অফিসার '৯৯]
Ⓐ প্রাগ Ⓑ সারায়েভো Ⓒ ভার্সাই Ⓓ সালজবুর্গ (Ans Ⓑ)

04. কোন দেশটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গঠিত "Triple Alliance'-এর সদস্য নয়? [জবি (C ইউনিট) '১৯-২০]
Ⓐ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি Ⓑ জার্মানি Ⓒ ইতালি Ⓓ জাপান (Ans Ⓓ)

05. মিত্রশক্তি নিউইলীর সন্ধি করে- [জবি (C ইউনিট) ১৯-২০]
Ⓐ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে Ⓑ বুলগেরিয়ার সঙ্গে
Ⓒ তুরস্কের সঙ্গে Ⓓ জার্মানির সঙ্গে (Ans Ⓑ)

06. কখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়? [রাবি (ম ইউনিট)]
Ⓐ ১৯১০ সালে Ⓑ ১৯১২ সালে Ⓒ ১৯১৪ সালে Ⓓ ১৯১৬ সালে (Ans Ⓒ)

07. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ব্যবস্থাপনা বিভাগ) '০৮-০৯]
Ⓐ ১৮১৪-১৮১৮ Ⓑ ১৮৩৯-১৮৪৫
Ⓒ ১৯১৪-১৯১৮ Ⓓ ১৯৩৯-১৯৪৫ (Ans Ⓒ)

08. প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের 14 points এ কত নম্বর point এ জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে? [চুয়েট নিয়োগ]
Ⓐ ৯ Ⓑ ১২ Ⓒ ১৩ Ⓓ ১৪ (Ans Ⓓ)

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৪: বলশেভিক বিপ্লব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বলশেভিক বিপ্লব হয় ১৯১৭ সালের- ৭ নভেম্বর।
- বলশেভিক বিপ্লব হয় পুরাতন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী- ২৫ অক্টোবর।
- বলশেভিক বিপ্লব হয়- বলশেভিক দলের নেতৃত্বে।
- বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল- শোষণীয় ও পশ্চাৎপদ।
- রাশিয়াকে আধুনিক ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে- কঠোর জারতন্ত্র।
- রাশিয়ায় ভয়াবহ বিপ্লব শুরু হয়- ১৯০৫ সালে।
- ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সেল বলেন- লেনিন।
- রাশিয়ায় রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটায়- ১৯ শতাব্দীর শেষ দিকে।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ৮ মার্চ।
- ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব- ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া বিপ্লব।
- রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়- ১৪ সেপ্টেম্বর।
- বলশেভিক বিপ্লব- ১ম প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব।
- রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ছিল- ১৪০টির মতো।
- রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র টিকে ছিল- ৭০ বছর।
- সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন- ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস।
- Utopia (১৫১৬) গ্রন্থের লেখক - টমাস ম্যুর।
- রুশ বিপ্লবের প্রধান নেতা - ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'অক্টোবর বিপ্লব' কোন দেশে সংঘটিত হয়েছিল? [চবি (ডি ইউনিট) সমাজবিজ্ঞান অনুষদ '১০-১১]
Ⓐ রাশিয়া Ⓑ জার্মানি Ⓒ ইংল্যান্ড Ⓓ ইতালি (Ans Ⓐ)

02. বলশেভিক বিপ্লব কোথায়, কবে সংঘটিত হয়েছিল? [জাবি (গ ইউনিট) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ '১০-১১]
Ⓐ কানাডা, ১৭৭০ সালে Ⓑ ফ্রান্সে, ১৭৭২ সালে
Ⓒ রাশিয়া, ১৯১৭ সালে Ⓓ এশিয়ায়, ১৮০৯ সালে (Ans Ⓒ)

03. ইরানে 'ইসলামী বিপ্লব' সংঘটিত হয়- [জাবি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ) '০৯-১০]
Ⓐ ১৯৭৭ সালে Ⓑ ১৯৮০ সালে
Ⓒ ১৯৮২ সালে Ⓓ ১৯৭৯ সালে (Ans Ⓓ)

04. গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়? [জাবি (মানবিক বিভাগ) '০৯-১০]
Ⓐ ১৬৮৮ সালে Ⓑ ১৭৮৮ সালে
Ⓒ ১৮৮৮ সালে Ⓓ ১৯৮৮ সালে (Ans Ⓐ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

05. সাংস্কৃতিক বিপ্লব কোথায় সংঘটিত হয়? [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) '০৯-১০]
Ⓐ কিউবা Ⓑ চীন Ⓒ রাশিয়া Ⓓ চিলি Ans Ⓑ

06. ২০০৭ সালে মিয়ানমারে সংঘটিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আন্দোলন কী নামে পরিচিত? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ) '০৯-১০]
Ⓐ স্যাফ্রন বিপ্লব Ⓑ রোজ বিপ্লব
Ⓒ ভেলভেট বিপ্লব Ⓓ ইয়েলো বিপ্লব Ans Ⓐ

07. ইনতিফাদা কী? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ) '০৯-১০]
Ⓐ প্যালেস্টিনিয়ান প্রতিরোধ আন্দোলন Ⓑ ইসরায়েলি আগ্রাসন
Ⓒ এক ধরনের খেলা Ⓓ ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৫ : হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ফ্যাসিবাদের প্রবর্তক- মুসোলিনি।
- মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন- ১৮৮৩ সালে ইতালির রোমাগনা প্রদেশে।
- মুসোলিনি যোগদান করে- সমাজতন্ত্রী দলে।
- মুসোলিনি সম্পাদক ছিলেন- সমাজতন্ত্রী পার্টির La Lotta di class (শ্রেণি সংগ্রাম) পত্রিকার।
- মুসোলিনি পদচ্যুত হয়- ১৯৪৩ সালে।
- ফ্যাসিবাদের জার্মান সংস্করণ- নাৎসিবাদ।
- হিটলার জার্মান জাতিকে উত্তেজিত করে- 'Mein kampf' দ্বারা।
- নাৎসিবাদের উত্থান ঘটে- বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে।
- নাৎসিবাদের উত্থানের অতীত ভিত্তি- ১৯ শতাব্দীর জার্মান সমরবাদ।
- জার্মানিতে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়- ১৯১৮ সালে।
- ভার্সাই চুক্তি হয়- ১৯১৯ সালে।
- হিটলার নির্বাচন করেন- ১৯৩৩ সালের ৫ মার্চ।
- ১ম বিশ্বযুদ্ধে দক্ষতার কারণে হিটলার উন্নীত হন- ল্যান্স করপোরাল পদে।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর পতন শুরু হয়- উপনিবেশবাদের।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তিশালী হতে থাকে- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।
- বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোরিয়া দখল করে- জাপান।
- জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২০ সালে।
- জাতিপুঞ্জ থেকে জার্মানি তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়- ১৯৩৩ সালে।
- জার্মান ফ্যাসিবাদী বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে- ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর।
- ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে- ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- ফ্যাসিবাদের পরাজয় হয়- ১৯৪৫ সালের ৯ মে।
- জাপানের পতন হয়- ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধে মানুষ নিহত হয়েছিল- ৮ কোটির বেশি।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান অগ্রযাত্রা প্রথম প্রতিহত করতে সক্ষম হয়- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- পূর্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়ার।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়- মোট ১১টি রাষ্ট্রে।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধে ঐক্য বৃদ্ধি করে- কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গভীর সংকটে পড়ে- বিশ্ব-উপনিবেশ ব্যবস্থা।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে- নতুন গণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান হতে থাকে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে- [১২তম বিসিএস]
Ⓐ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪০ Ⓑ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১
Ⓒ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ Ⓓ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ Ans Ⓑ

02. হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল- [১০ম বিসিএস]
Ⓐ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ Ⓑ ৭ মে, ১৯৪৫
Ⓒ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ Ⓓ ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ Ans Ⓓ

03. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- [১০ম বিসিএস]
Ⓐ ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে Ⓑ ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে
Ⓒ ১৯৪৫ সালের মে মাসে Ⓓ ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Ans Ⓒ

04. জাপানের হিরোশিমা শহরে কোন তারিখে আণবিক বোমা ফেলা হয়? [বিসিএস প্র... ভূমির পরিসংখ্যান সহকারী ২১; রাবি (C ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ ৯ আগস্ট ১৯৪৫ Ⓑ ৬ আগস্ট ১৯৪৫
Ⓒ ৯ আগস্ট ১৯৪৬ Ⓓ ৬ আগস্ট ১৯৪৬ Ans Ⓑ

05. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন শুরু হয়? [নন ক্যাডার, বাজিগত কর্মকর্তা (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়) ১৮]
Ⓐ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ Ⓑ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
Ⓒ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ Ⓓ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ Ans Ⓐ

06. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল কোন দেশ? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৪]
Ⓐ জার্মানি Ⓑ জাপান Ⓒ রাশিয়া Ⓓ ইতালি Ans Ⓑ

07. হিটলার কর্তৃক কোন দেশ আক্রমণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ? [পিএসসির এর অডিটর ১৪]
Ⓐ অস্ট্রিয়া Ⓑ চেকো স্লোভাকিয়া Ⓒ রাশিয়া Ⓓ পোল্যান্ড Ans Ⓓ

08. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ড্যাফোডিল) ১২]
Ⓐ স্ট্যালিন Ⓑ লেনিন Ⓒ রুজভেল্ট Ⓓ হিটলার Ans Ⓐ

09. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে কে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? [ATEO'১২]
Ⓐ এটলি Ⓑ চার্চিল Ⓒ গ্লাডস্টোন Ⓓ চেম্বারলেন Ans Ⓑ

10. কোন সালে হিটলার জার্মান চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন? [৩৯তম বিসিএস]
Ⓐ ১৯৩৩ Ⓑ ১৯৩৪ Ⓒ ১৯৩১ Ⓓ ১৯৩২ Ans Ⓐ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৬ : জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জাতিসংঘের নির্বাহী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- সানফ্রান্সিসকোতে।
- সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫ সালে।
- জাতিসংঘ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়- ৪২টি রাষ্ট্রকে।
- আলবেনিয়া, পোল্যান্ড ও মঙ্গোলিয়া উপস্থিত হতে পারেনি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আপত্তির কারণে।
- সম্মেলনে স্বাক্ষরে অংশগ্রহণ করে লাতিন আমেরিকার ডমিনিয়ান- ১৯টি।
- সম্মেলনে স্বাক্ষরে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ ডমিনিয়ান- ৫টি।
- জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয়- ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন।
- জাতিসংঘের বৃহৎ শক্তি- USA, USSR, UK, ফ্রান্স, চীন।
- জাতিসংঘের কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।
- নিরাপত্তা পরিষদের সভা- যেকোনো সময় ডাকা যায়।
- ১৯৫৬ সালে মধ্যপ্রাচ্য উত্তপ্ত হয়ে উঠে-সুয়েজ খাল সংকট নিয়ে।
- আলজেরিয়া সমস্যা- (১৯৫৪-১৯৫৯ সাল)।
- জাতিসংঘের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে- ৬০-এর দশকে।
- ১৯৬১ সালে জাতিসংঘের সদস্য ছিল- ১০৩।
- কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ- ১৯৬০ সালে।
- সাইপ্রাস সমস্যা- ১৯৬৮ সালে।
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সমর্থন করে- চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পায়- ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।
- জাতিসংঘের মূল সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাতিসংঘ নামকরণ করেন- [৪১তম বিসিএস; চবি (B ইউনিট) '২০-২১]
Ⓐ রুজভেল্ট Ⓑ স্টালিন
Ⓒ চার্চিল Ⓓ দ্যা গল Ans Ⓐ

02. ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জাতিসংঘের মোট কতটি সদস্য রাষ্ট্র ছিল? [৩৮তম বিসিএস]
Ⓐ ৫০ Ⓑ ৫১ Ⓒ ৪৮ Ⓓ ৪৯ Ans Ⓑ

CS CamScanner

যুক্তিবিদ্যা

প্রথম পত্র অধ্যায়-১ যুক্তিবিদ্যার পরিচিতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ- Logic.
- Logic শব্দটি – গ্রিক শব্দ।
- গ্রিক Logos শব্দের বিশেষণ- Logike Logos যার অর্থ হলো চিন্তা/ভাষা।
- যুক্তিবিদ্যার জনক- এরিস্টটল।
- এরিস্টটলের যুক্তিসম্পর্কিত গ্রন্থের নাম- অর্গানন (Organon)।
- এরিস্টটল সর্বপ্রথম অনুমানের যে দিক আলোচনা করেন- আকারগত।
- যুক্তিবিদ্যার অনুমানের ক্ষেত্রে এরিস্টটলের শ্রেষ্ঠ অবদান- সহানুমান এর ধারণা প্রবর্তন।
- এরিস্টটলের সহানুমানিক যুক্তির ভিত্তি হিসেবে যে সূত্রটি কাজ করত- 'Dictum de omni et nullo' অর্থাৎ সবকিছু এবং কোনো কিছু নয়।
- ভারতীয় যে দর্শনে সর্বপ্রথম যুক্তিবিদ্যার বিষয়ে আলোচনা করা হয়- ন্যায় দর্শনে।
- ন্যায় দার্শনিকেরা যুক্তি/অনুমানের যে বিষয় আলোচনা করেছেন- আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রকার অনুমান।
- এরিস্টটলের অন্যতম অনুসারী বা ২য় শিক্ষক নামে খ্যাত - মধ্যযুগীয় মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবি।
- পিথাগোরাসের যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগের পদ্ধতি - অবরোহ পদ্ধতি।
- সক্রেটিস এর যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগের পদ্ধতি- সক্রেটেসিও পদ্ধতি/দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি।
- প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অধিকাংশ দার্শনিকই ছিলেন – অবরোহ পদ্ধতির অনুসারী।
- জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দর্শনের জনক ফ্রান্সিস বেকন আবিষ্কার করেন- আরোহ পদ্ধতি।
- কতগুলো সাধারণ সূত্র অনুসরণ করে চিন্তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করাই হলো- যুক্তি।
- যুক্তির প্রধানত দুটি পদ্ধতি- অবরোহ ও আরোহ।
- যুক্তিবিদ্যা হলো- ভাষায় প্রকাশিত চিন্তার বিজ্ঞান।
- 'যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার বিজ্ঞান' উক্তিটি করেন- যোসেফ।
- 'যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার নিয়মাবলির বিজ্ঞান'- টমসন।
- 'যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার আকারগত নিয়মাবলির বিজ্ঞান'- হ্যামিল্টন।
- যুক্তিবিদ্যা- হলো অনুমানের বিজ্ঞান।
- যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়- যুক্তি পদ্ধতি বা অনুমান।
- অনুমানের দিক আছে- ২টি; আকারগত ও বিষয়গত।
- ভাষায় প্রকাশিত অনুমানকে বলে- যুক্তি।
- যুক্তিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য - সত্যকে অর্জন করা।
- জ্ঞানের কোন একটি শাখাকে বিজ্ঞান বলতে গেলে কমপক্ষে যতটি বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়- ২টি। যথা : ক. সুশৃঙ্খল আলোচ্য বিষয় থাকতে হবে খ. আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।
- প্রকৃতির একটি বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বলে- বিজ্ঞান।
- বস্তুনিষ্ঠ/বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান: যে বিজ্ঞান নির্দিষ্ট একটি শাখায় কী কী আছে, তারা কিভাবে কাজ করে এবং কোন নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এসব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তাকে- বিষয়নিষ্ঠ/বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যেমন : পদার্থ বিজ্ঞান।
- যে বিজ্ঞান কোনো আদর্শের নির্দেশ না করে প্রকৃতিতে ঘটনাবলি ঠিক যেভাবে আছে তেমনি তাদেরকে আলোচনা করে, তাকে- বর্ণনামূলক বিজ্ঞান বলে। যেমন : মনোবিজ্ঞান।
- যে বিজ্ঞান কোনো আদর্শের আলোকে কোনো বিষয় বা ঘটনা কেমন হওয়া উচিত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে- আদর্শমূলক/আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যেমন : যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ইত্যাদি।
- বৈধতা/অবৈধতা সম্পর্কিত – যুক্তি/অনুমানের সাথে।
- সত্যতা/মিথ্যাত্ব সম্পর্কিত - বচনের সাথে।
- যে প্রক্রিয়ায় যুক্তিপদ্ধতি উপস্থাপন করা হয় তাকে বলে - যুক্তিপদ্ধতি।
- যার মধ্য থেকে জগতের সবুজের বিষয়াদির উদ্ভব তাকে বলে - সত্তা।
- যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে- চিন্তা বা অনুমান সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- জ্ঞান হয় প্রকারের- দু-প্রকারের।
- যুক্তিবিদ্যাকে যুক্তি পদ্ধতির বিজ্ঞান বলেছেন- জোসেফ।
- কোনো জানা জিনিসের মাধ্যমে অজানাকে জানার মানসিক প্রক্রিয়াকে বলে- চিন্তা।
- মানুষ যে ধরনের জীব – বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।
- যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো – যুক্তিপদ্ধতি বা অনুমান।
- যুক্তিবিদ্যার কাজ – যথার্থ যুক্তি পদ্ধতির নিয়মকানুন সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা উভয়ের কাজ - মোটামুটি একই ধরনের।
- যৌক্তিক অনুমানের লক্ষ্য- সত্যকে অর্জন করা।
- প্রমাণ ও আবিষ্কারের বিজ্ঞান – যুক্তিবিদ্যা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. যুক্তিবিদ্যার জনক কে? [দি. বো. ১৯]
Ⓐ থেলিস Ⓑ সক্রেটিস Ⓒ এরিস্টটল Ⓓ ডারউইন Ans C

02. Logos শব্দের অর্থ কি? [দি. বো. ১৯]
Ⓐ স্মৃতি বা কল্পনা Ⓑ সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ
Ⓒ চিন্তা বা ভাষা Ⓓ বুদ্ধি বা জ্ঞান Ans C

03. এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যাকে কোন যুগের যুক্তিবিদ্যা বলে অভিহিত করা হয়? [দি. বো. ১৯]
Ⓐ মধ্যযুগীয় Ⓑ সাম্প্রতিক Ⓒ সাবেকি Ⓓ প্রতীকী Ans C

04. যুক্তিবিদ্যা কোন বিষয়টির কারণে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান? [চ. বো. ১৯]
Ⓐ কল্যাণ Ⓑ সুন্দর Ⓒ সত্য Ⓓ মঙ্গল Ans C

05. 'যুক্তিবিদ্যা একাধারে একটি বিজ্ঞান ও একটি কলা'- কোন দুই যুক্তিবিদ একথা বলেন? [সকল বো. ১৯]
Ⓐ মিল ও হোয়েটলি Ⓑ আই এম কপি ও আলড্রিচ
Ⓒ ম্যানসেল ও টমসন Ⓓ যোসেফ ও ফাউলার Ans A

06. যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি? [দি. বো., কু. বো., য. বো. ১৯]
Ⓐ পদ Ⓑ অবধারণ Ⓒ চিন্তা Ⓓ অনুমান Ans D

07. জ্ঞান কত প্রকার? [ঢা. বো. ১৯, য. বো. ১৬]
Ⓐ দুই Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ Ans A

প্রথম পত্র অধ্যায়-২ যুক্তিবিদ্যার প্রোয়োগিক দিক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত মৌলিক বিষয়াবলির যৌক্তিক অনুসন্ধানকেই বলা হয় – দর্শন।
- দর্শনের শাখাগুলো হলো- অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা, মনোদর্শন, বিশ্বতত্ত্ব ইত্যাদি।
- যুক্তিবিদ্যা হলো- দর্শনের মূল্যবিদ্যা শাখার একটি উপশাখা।
- যুক্তিবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলো হলো- অভেদ নিয়ম, বিরোধ নিয়ম, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, কার্যকরণ নিয়ম ইত্যাদি।
- সমাজ জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন নৈতিক সমস্যার সমাধান দেয়- প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা (Applied Ethics)।
- প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা- ৩ প্রকার। যথা : ক) জীব নীতিবিদ্যা খ) পরিবেশ নীতিবিদ্যা গ) ব্যবসায় নীতিবিদ্যা।
- নীতিবিদ্যা (Ethics) হলো- আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

CamScanner

- সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো- নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যা নৈতিক আদর্শের আলোকে মানুষের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করে।
- মানুষের জীবনের তিনটি মৌলিক আদর্শ হলো- সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।
- যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান- এরা একে অপরের পরিপূরক। যুক্তিবিদ্যা সত্যকে নিয়ে এবং নীতিবিদ্যা মঙ্গলকে নিয়ে আলোচনা করে।
- নৈতিক মানদণ্ড মেনে ব্যবসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করাকেই- ব্যবসায় নীতিবিদ্যা বলে।
- বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুযায়ী ভালকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে চলাই- পেশাগত নৈতিকতা। যেমন : প্রকৌশলী, শিক্ষক, চিকিৎসক ও দুধ বিক্রেতা ইত্যাদি।
- নন্দনতত্ত্বের (Aesthetics) প্রবক্তা- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল।
- নন্দনতত্ত্বের মৌলিক বিষয় হলো- শিল্পকলা।
- সৌন্দর্য বিষয়ক বিজ্ঞান হলো- নন্দনতত্ত্ব। এটি এমন একটি বিদ্যা যা বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য চর্চার জন্য নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে এবং সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার নির্দেশনা দান করে।
- নন্দনতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা উভয়ই - ব্যবহারিক বিজ্ঞান।
- 'গণিত' শব্দটি- গণনা থেকে উদ্ভূত।
- গণনা সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো- গণিত।
- গণিত ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্য উভয়ই- আকারগত বিজ্ঞান।
- কম্পিউটার ও যুক্তিবিদ্যার সাদৃশ্য- উভয়ই আকারগত বিজ্ঞান। উভয়েরই ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে।
- মানুষের অর্জিত জ্ঞানকে অন্যান্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাই হচ্ছে- শিক্ষা।
- শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare (এডুকেয়ার) থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হলো লালন-পালন করা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ Ethica Ⓑ Ethos Ⓒ Ethoca Ⓓ Ethics **Ans D**

02. নিচের কোন দুটি আকারগত বিজ্ঞান? [সকল বো. '১৮]
Ⓐ যুক্তিবিদ্যা ও গণিত Ⓑ যুক্তিবিদ্যা ও নন্দনতত্ত্ব Ⓒ গণিত ও মনোবিজ্ঞান Ⓓ কম্পিউটার ও নীতিবিদ্যা **Ans A**

03. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কোনটি? [রা. বো. '১৭]
Ⓐ অনুমানের ব্যাখ্যা Ⓑ মানুষের আচরণের মূল্যায়ন Ⓒ সামাজিক পরিবেশ Ⓓ সৌন্দর্যের বর্ণনা **Ans B**

04. নন্দনতত্ত্বের আদর্শ হচ্ছে- [দি. বো. '১৭]
Ⓐ সত্য Ⓑ সুন্দর Ⓒ মঙ্গল Ⓓ শান্তি **Ans B**

05. সৌন্দর্যানুভূতি কোন বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত? [রা. বো. '১৭]
Ⓐ নন্দনতত্ত্ব Ⓑ গণিত Ⓒ শিক্ষাবিজ্ঞান Ⓓ কম্পিউটারবিজ্ঞান **Ans A**

06. কোনটিকে 'সব বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান' বলা হয়? [ঢা. বো. '১৭]
Ⓐ কম্পিউটার বিজ্ঞান Ⓑ গণিত Ⓒ যুক্তিবিদ্যা Ⓓ নীতিবিদ্যা **Ans C**

07. মানুষের আচরণ, রীতিনীতি বা অভ্যাস সম্পর্কীয় বিজ্ঞান কোনটি? [সি. বো. '১৭]
Ⓐ কম্পিউটার বিজ্ঞান Ⓑ গণিত Ⓒ যুক্তিবিদ্যা Ⓓ নীতিবিদ্যা **Ans D**

08. 'যুক্তিবিদ্যা হলো দর্শনের সারসত্তা'- উক্তিটি কে করেছেন? [সি. বো. '১৬]
Ⓐ এরিস্টটল Ⓑ রাসেল Ⓒ যোসেফ Ⓓ কপি **Ans B**

09. যুক্তিবিদ্যা দর্শনের কোন শাখার অংশ? [রা. বো. '১৬]
Ⓐ অধিবিদ্যা Ⓑ মনোবিদ্যা Ⓒ মূল্যবিদ্যা Ⓓ নীতিবিদ্যা **Ans C**

10. 'যুক্তিবিদ্যা হলো দর্শনের সারসত্তা'- উক্তিটি কে করেছেন? [সি. বো. '১৬]
Ⓐ এরিস্টটল Ⓑ রাসেল Ⓒ যোসেফ Ⓓ কপি **Ans B**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৩

যুক্তির উপাদান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যুক্তির প্রধান আলোচ্য বিষয়- অনুমান।
- অনুমান এক ধরনের- মানসিক প্রক্রিয়া।
- অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে - যুক্তি।
- প্রতিটি যুক্তিবাক্য বিভক্ত- দুটি অংশে যথা : উদ্দেশ্য বা বিধেয়।
- যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে - পদ।
- এক বা একাধিক অক্ষরের সমষ্টি যা কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে বলে - শব্দ।
- কয়েকটি শব্দের সমষ্টি হচ্ছে- বাক্য।
- পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Term যা ল্যাটিন শব্দ Terminus থেকে এসেছে, যার অর্থ- প্রান্ত বা সীমা।
- শব্দকে ভাগ করা যায় - ৩ ভাগে । যথা : ক. পদযোগ্য শব্দ খ. সহপদযোগ্য ও গ. পদ-নিরপেক্ষ শব্দ।
- যে শব্দ অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে বলে - পদযোগ্য শব্দ। যেমন : মানুষ, সোনা, সাদা ইত্যাদি।
- যে শব্দ অন্য পদযোগ্য শব্দের সাহায্যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় ব্যবহৃত হতে পারে তাকে বলে - সহ-পদযোগ্য শব্দ । যেমন : এই, ঐ, এবং ইত্যাদি।
- যে শব্দ কখনোই কোনো যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে বলে - পদ অযোগ্য বা পদ নিরপেক্ষ শব্দ । যেমন : হায়, আহা, মরিমরি ইত্যাদি।
- পদের সংখ্যা ও পরিমাণগত দিককে বলে- ব্যক্ত্যর্থ।
- পদের মৌলিক ও অপরিহার্য গুণকে বলে- জার্ত্যথ।
- যে পদকে বুঝতে হলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে বলে - সাপেক্ষ পদ। যেমন : রাজা-প্রজা, জাতি-উপজাতি ইত্যাদি।
- যে পদ দ্বারা কোনো বস্তু বা গুণের অনুপস্থিতি বোঝায় তাকে- নঞর্থক পদ বলে। যেমন : অ-মানুষ, অ-সুন্দর।
- সাদা ও অ-সাদা, সৎ ও অ-সৎ, মিষ্টি ও অ-মিষ্টি হলো- বিরুদ্ধ পদ।
- বিপরীত পদ হলো- সাদা ও কালো।
- যুক্তিবাক্যে থাকে - ৩টি অংশ । যথা : উদ্দেশ্য, সংযোজক, বিধেয়ক।
- গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্য- ২ প্রকার। যথা : সরল ও যৌগিক যুক্তিবাক্য।
- যৌথগুণ ও পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্য- ৪ প্রকার। যথা : সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (A), সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (E), বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (I), বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (O)।
- যে বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন তথ্য দেয় তাকে বলে - সংশ্লেষক বাক্য। যেমন : আবেদ হয় বুদ্ধিমান।
- যে বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য দেয় না তাকে - বিশ্লেষক বাক্য বলে। যেমন : মানুষ হও জীব।
- যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়- অনুমান বা যুক্তিপদ্ধতি।
- যুক্তির অংশ- যুক্তিবাক্য।
- দুটি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের বর্ণনাকে বলে- যুক্তিবাক্য।
- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোগকারী চিহ্নকে বলে- সংযোজক।
- সংযোজক ছাড়া কোনো বাক্যই- যুক্তিবাক্য রূপে পরিচিত হয় না।
- কোন ধরনের বাক্যে সংযোজকের ব্যবহার খুবই কম- নিরপেক্ষ বাক্যসমূহে।
- সংযোজকের কাজ- দুটি পদের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা করা।
- সংযোজক সব সময় কোন ধাতুর বর্তমান কাল বোধক হবে- হ ধাতুর।
- যুক্তি বাক্যকে বলা হয়- এক প্রকার ঘোষক বাক্য।

CamScanner

- যে যুক্তিবাক্যে একটি মাত্র বক্তব্য থাকে তাকে বলে- সরল যুক্তিবাক্য।
- যুক্তিবিদ হোয়েটলীর মতে, যুক্তি বাক্য হলো- বিবৃতিমূলক বাক্য।
- দুটি ধারণার মধ্যে সম্পর্কের মানসিক প্রকাশকে বলে- অবধারণ বা মানসিক বাক্য।
- যে যুক্তিবাক্যে একাধিক বক্তব্য থাকে তাকে বলে – যৌগিক যুক্তিবাক্য।
- যে যুক্তিবিদ সর্বপ্রথম কয়েকটি বৃত্তের মাধ্যমে A, E, I, O যুক্তিবাক্যের পদের ব্যাপ্যতা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন- যুক্তিবিদ Euler।
- যে যুক্তিবিদ যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতার বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে – যুক্তিবিদ Swinburne।
- পদের ব্যাপকতা বা প্রসারতা হলো- পদের ব্যাপ্যতা ।
- একটি যুক্তিবাক্য যতটি পদের সমন্বয়ে গঠিত হয়- ২টি পদ।
- একটি যুক্তিবাক্যে যে দুটি পদ থাকে – উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
- যুক্তিবিদগণ শব্দকে ভাগ করেছেন- তিন ভাগে।
- যুক্তিবাক্যে যে ধরনের শব্দসমূহ পদ – পদযোগ্য শব্দ।
- একটি পদের মধ্যে যতটি দিকের নির্দেশ পাওয়া যায়-দুটি।
- পদের ব্যক্তর্থ বাড়লে জাত্যর্থের অবস্থা- কমে।
- পদের জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থের অবস্থা- কমে।
- যুক্তিবিদ কেইনিস জাত্যর্থকে- তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ব্যক্তিগত জাত্যর্থ, বস্তুগত জাত্যর্থ ও প্রথাগত জাত্যর্থ।
- পদগঠনকারী শব্দের সংখ্যার ভিত্তিতে পদকে ভাগ করা যায়- দুই ভাগে।
- যে পদ মাত্র একটি শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে বলে – সরল পদ।
- একের অধিক শব্দ দ্বারা গঠিত পদকে বলে – যৌগিক পদ।
- যে পদ একই অর্থে একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা গুণের ওপর আরোপিত হয় তাকে বলে- বিশিষ্ট পদ।
- যে পদ একই অর্থে একটি শ্রেণি বা শ্রেণির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর আরোপিত হয় তাকে বলে- সাধারণ পদ।
- যে পদ দ্বারা কোনো অস্থিরশীল বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, তাকে বলে- বস্তুবাচক পদ।
- যে পদ দ্বারা কোনো গুণকে নির্দেশ করা হয় তাকে বলে- গুণবাচক পদ।
- 'সাদা কালো' পদটি- বিপরীত পদ।
- 'অন্ধ' পদটি- ব্যহতার্থক পদ।
- 'অন্ধকার' পদটি- নেতিবাচক পদ।
- 'অমূল্য' পদটি- ইতিবাচক পদ।
- 'সততা' পদটি- অজাত্যর্থক।
- 'মানুষ' পদটিতে ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থ দুই-ই আছে তাই এটি- জাত্যর্থক।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'একটি ব্যতীত সব ধাতুই শক্ত' বাক্যটির যুক্তিবাক্যে রূপান্তর কোনটি? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ কিছু ধাতু হয় শক্ত Ⓑ কিছু ধাতু নয় শক্ত
Ⓒ সব ধাতু হয় শক্ত Ⓓ কোন ধাতু নয় শক্ত Ans Ⓐ

02. লোকটি কবি = বাক্য, লোকটি হয় কবি = ? ? চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ অবধারণ Ⓑ অনুমান
Ⓒ পদ Ⓓ যুক্তিবাক্য Ans Ⓓ

03. সমষ্টিবাচক পদ কোনটি? [রা. বো. '১৯]
Ⓐ পাঠাগার Ⓑ সভ্যতা Ⓒ মানুষ Ⓓ শিক্ষক Ans Ⓐ

04. যুক্তিবিদ্যায় পদ হওয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতার ভিত্তিতে শব্দ কত প্রকার? [সি. বো. '১৯]
Ⓐ এক Ⓑ দুই Ⓒ তিন Ⓓ চার Ans Ⓒ

05. জাতি ও উপজাতি কোন ধরনের পদ? [সি. বো. '১৯]
Ⓐ নিরপেক্ষ Ⓑ সাপেক্ষ
Ⓒ বিরুদ্ধ Ⓓ বিপরীত Ans Ⓑ

06. দুটি ধারণার মধ্যে একটি সম্পর্কের মানসিক স্বীকৃতিকে কি বলে? [সকল বো. '১৮]
Ⓐ শব্দ Ⓑ অনুমান
Ⓒ অবধারণ Ⓓ যুক্তিবাক্য Ans Ⓒ

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৪

বিধেয়ক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের সম্পর্ককে বলে- বিধেয়ক।
- যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে- বিধেয়।
- এরিস্টটল এর মতে বিধেয়ক- ৪ প্রকার। যথা : সংজ্ঞা, জাতি, উপ-লক্ষণ, অবান্তর লক্ষণ।
- যুক্তিবিদ পরিফিরির মতে বিধেয়ক- ৫ প্রকার। যথা : জাতি, উপ-জাতি, লক্ষণ, উপলক্ষণ, অবান্তর লক্ষণ।
- দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় ব্যাপকতা পদটিকে বলে- জাতি।
- দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় সংকীর্ণতর পদটিকে বলে- উপজাতি।
- জাতি ও উপজাতি নির্ণিত হয়- ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় ।
- যে সকল গুণ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে আলাদা করে তাকে বলে – লক্ষণ/ বিভেদক।
- 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি মানুষ উপজাতির যে ধরনের গুণ- বিভেদক লক্ষণ।
- যে গুণ কোন পদের জাত্যর্থের অংশ নয় কিন্তু জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে বলে- উপলক্ষণ।
- 'বিচার শক্তি' গুণটি মানুষ পদের যে ধরনের গুণ- উপলক্ষণ।
- উপলক্ষণ - দুই প্রকার।
- যে গুণটি জাত্যর্থের অংশ নয় আবার জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত ও নয় কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তাকে বলে- অবান্তর লক্ষণ।
- 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি মানুষ পদের যে ধরনের গুণ- অবান্তর লক্ষণ।
- 'অবান্তর লক্ষণ' – চার প্রকার।
- জাতিবাচক ও উপজাতিবাচক পদকে শ্রেণিবদ্ধভাবে যে ছকে দেখানো হয়েছে- পরিফিরির ছকে।
- 'পরিফিরির ছক'র প্রবক্তা- পরিফিরি।
- পরিফিরির মতে ক্ষুদ্রতম উপজাতি- মানুষ।
- জাতি ও উপজাতি যেরূপ পদ- সাপেক্ষ পদ।
- পরিফিরির মতে যে উপজাতিটি সবচেয়ে ছোট- মানুষ।
- আসন্নতম উপজাতি বলতে বোঝায়- কোনো উপজাতির সবচেয়ে নিকটতম জাতি।
- মানুষ উপজাতির লক্ষণ যে গুণটি- বুদ্ধিবৃত্তি।
- বিচার শক্তি গুণটি মানুষ পদের- উপলক্ষণ।
- অবান্তর লক্ষণ – বিভেদক লক্ষণ থেকে পৃথক।
- জন্মস্থান ও জন্মতারিখ মানুষের যে ধরনের গুণ-ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।
- কোন ব্যক্তির পোশাক আচার ব্যবহার- ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।
- বিধেয়ক – একটি সম্পর্কের নাম।
- সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে বিধেয়ক নামে প্রকাশ করেন- এরিস্টটল।
- সব সময় পদের জাতার্থ বা তার অংশবিশেষ হলো- লক্ষণ।
- যে জাতিকে আর কোন বড় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাকে বলে – পরমতম জাতি ।
- সবচেয়ে কাছের জাতিকে বলে – নিকটতম জাতি ।
- কোনো জাতির সবচেয়ে নিকটের উপজাতিকে বলে – নিকটতম উপজাতি ।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন' উদাহরণটিতে বিধেয় পদ কোন ধরনের সম্পর্ক নির্দেশ করে? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ জাতিগত Ⓑ উপজাতিগত Ⓒ উপলক্ষণ Ⓓ অবান্তর লক্ষণ Ans Ⓐ

02. অবান্তর লক্ষণ পদের কোন ধরনের গুণ? [কু. বো. '১৯]
Ⓐ জাত্যর্থ Ⓑ জাত্যর্থের অংশ
Ⓒ জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত Ⓓ জাত্যর্থের সাথে সম্পর্কহীন Ans Ⓓ

03. পরিফরি বিধেয়ককে কয় শ্রেণিতে ভাগ করেছেন? [দি. বো. '১৯, সকল বো. '১৮]
Ⓐ ২ প্রকার Ⓑ ৩ প্রকার Ⓒ ৪ প্রকার Ⓓ ৫ প্রকার Ans Ⓓ

CS CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৫

অনুমান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যুক্তিবিদ্যা হলো- আদর্শমূলক বিজ্ঞান।
- আরোহ অনুমানে অনুমানের গতি কিরূপ- ঊর্ধ্বমুখী।
- যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়- অনুমান।
- আমাদের জ্ঞান লাভের প্রধান উৎস- অনুমান।
- কোনো জানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো অজানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মানসিক প্রক্রিয়াকে বলে- অনুমান।
- অনুমান যে ধরনের প্রক্রিয়া- মানসিক।
- অনুমানের ক্ষেত্রে যে বাক্য বা বাক্যসমূহের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন যুক্তিবাক্য স্থাপন করা তাকে বলে- আশ্রয়বাক্য।
- যে অনুমানে সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে কোনো ক্রমেই বেশি ব্যাপক হতে পারে না তাকে বলে- অবরোহ অনুমান।
- যে অনুমানে সিদ্ধান্তটি সব সময়ই আশ্রয়বাক্যগুলো থেকে বেশি ব্যাপক তাকে বলে- আরোহ অনুমান।
- অবরোহ অনুমান- ২ প্রকার। যথা : ক. অমাধ্যম অবরোহ অনুমান খ. মাধ্যম অবরোহ অনুমান।
- আরোহ অনুমান- ২ প্রকার। যথা : প্রকৃতি আরোহ ও অপ্রকৃত আরোহ।
- 'সব রকম যৌক্তিক অনুমানেই সিদ্ধান্ত আশ্রয় কাজ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়' বলেছেন- ওয়েল্টন।
- মাধ্যম অনুমান কোন ধরনের অনুমান- খাঁটি অনুমান।
- অবরোহ অনুমানে অনুমানের গতি- নিম্নমুখী।
- যে অবরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তটি একটি মাত্র আশ্রয় বাক্য থেকে টানা হয় তাকে বলে- অমাধ্যম অনুমান।
- যে অবরোহ অনুমানে একাধিক আশ্রয় বাক্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তটি স্থাপন করা হয়, তাকে বলে- মাধ্যম অনুমান।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. যুক্তিবিদ জে. এস. মিলের মতে কোনটি প্রকৃত আরোহ? [GST-B : 22-23]
Ⓐ পূর্ণাঙ্গ আরোহ Ⓑ যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ
Ⓒ অবৈজ্ঞানিক আরোহ Ⓓ ঘটনা সংযোজন আরোহ

Solve যুক্তিবিদদের মতামত বিচার-বিশ্লেষণ করে জে. এস. মিল আরোহকে প্রধানত প্রকৃত ও অপ্রকৃত এই দু'ভাগে ভাগ করেন। তিনি প্রকৃত ও অপ্রকৃত আরোহের প্রত্যেকটিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বৈজ্ঞানিক আরোহ, অবৈজ্ঞানিক আরোহ ও সাদৃশ্যমূলক অনুমান হলো প্রকৃত আরোহ এবং পূর্ণাঙ্গ আরোহ, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও ঘটনা সংযোজন আরোহ হলো অপ্রকৃত আরোহ।

02. জানা থেকে অজানায় গমনের প্রক্রিয়াকে কী বলে? [য. বো. ১৯]
Ⓐ অনুমান Ⓑ সিদ্ধান্ত Ⓒ বাক্য Ⓓ আশ্রয়বাক্য **Ans Ⓐ**

03. পরোক্ষ জ্ঞানের অন্যতম বাহন কোনটি? [সকল বোর্ড ২০১৮]
Ⓐ বাক্য Ⓑ প্রতীক
Ⓒ অবধারণ Ⓓ অনুমান **Ans Ⓓ**

04. যে অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য অপেক্ষা কম ব্যাপক তা হলো-[সকল বোর্ড ২০১৮]
Ⓐ আরোহ অনুমান Ⓑ অবরোহ অনুমান
Ⓒ প্রকৃত অনুমান Ⓓ অপ্রকৃত অনুমান **Ans Ⓑ**

05. কতিপয় বিশেষ বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বলে-[সি. বো. ১৭]
Ⓐ আরোহ অনুমান Ⓑ অবরোহ অনুমান
Ⓒ আরোহের কূটাভাস Ⓓ কার্যকারণ নিয়ম **Ans Ⓐ**

06. অবরোহ ও আরোহ অনুমানের সম্পর্ক কোন ধরনের? [দি. বোর্ড ১৭]
Ⓐ বিপরীতমুখী Ⓑ সমমুখী
Ⓒ অন্তর্মুখী Ⓓ একমুখী **Ans Ⓐ**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৬

অবরোহ অনুমান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অমাধ্যম অনুমান যে ধরনের অনুমান- অবরোহ।
- অমাধ্যম অনুমানে ব্যাপকতার দিক দিকে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত- সমান সমান।
- প্রতি-আবর্তন মাধ্যম অনুমানের যে প্রক্রিয়া- যৌগিক প্রক্রিয়া।
- অমাধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে- আশ্রয়বাক্যের সত্যতার ওপর।
- অমাধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্ত যেমন নয়- একটি নতুন যুক্তিবাক্য নয়।
- যে অমাধ্যম অনুমানে ন্যায়সংগতভাবে একটি প্রদত্ত বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গঠন করা হয় তাকে বলে- আবর্তন।
- সিদ্ধান্তের পরিমাণ অনুসারে আবর্তনকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়- ক) সরল আবর্তন খ) অসরল আবর্তন।
- যে আবর্তন আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের পরিমাণ এক থাকে তাকে বলে - সরল আবর্তন।
- আবর্তনের আশ্রয় বাক্যকে বলে- আবর্তনীয়।
- আবর্তনের সিদ্ধান্তকে বলে- আবর্তিত।
- A বাক্যের আবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- I বাক্য।
- I বাক্যের আবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- I বাক্য।
- যে আবর্তনে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের পরিমাণ ভিন্নরূপ তাকে বলে- অসরল আবর্তন।
- প্রতিবর্তনের আশ্রয় বাক্যকে বলে- প্রতিবর্তনীয়।
- প্রতিবর্তনের সিদ্ধান্তকে বলে- প্রতিবর্তিত।
- A বাক্যের পরিবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- E বাক্য।
- E বাক্যের পরিবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- A বাক্য।
- I বাক্যের পরিবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- O বাক্য।
- O বাক্যের পরিবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- I বাক্য।
- আবর্তিত প্রতিবর্তনের আশ্রয় বাক্যকে বলে- প্রতি আবর্তনীয়।
- বাক্যের প্রতিআবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- E বাক্য।
- বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান - যে মিশ্র সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্য একটি বৈকল্পিক বাক্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য তাকে বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান বলে।
- বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম- ২টি।
- বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান-২ প্রকার। যথা : ক. অবিরোধী বৈকল্পিক সহানুমান খ. বিরোধী বৈকল্পিক সহানুমান।
- যে মিশ্র সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি যৌগিক প্রকাল্পিক বাক্য অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি বৈকল্পিক বাক্য এবং সিদ্ধান্তটি হয় নিরপেক্ষ বাক্য তাকে- দ্বিকল্প সহানুমান বলে।
- E বাক্যের প্রতিআবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- I বাক্য।
- O বাক্যের প্রতিআবর্তন করলে যে বাক্য পাওয়া যায়- I বাক্য।
- মাধ্যম অনুমানে একটি যুক্তি গঠন করতে হলে প্রয়োজন- দুই বা ততোধিক পরস্পর সংযুক্ত বাক্য।
- নিরপেক্ষ সহানুমান- দুই প্রকারের।
- সহানুমান এক প্রকার- মাধ্যম অনুমান।
- সহানুমানের সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে- আশ্রয় বাক্যের সত্যতার ওপর।
- সহানুমানের আশ্রয়বাক্য দুটিতে থাকে- একটি সাধারণ উপাদান।
- সহানুমান যুক্তিবাক্যের সমষ্টি- প্রথম দুটি আশ্রয়বাক্য এবং তৃতীয়টি সিদ্ধান্ত।
- সহানুমানে প্রদত্ত বাক্য দুটিকে বলা হয়- আশ্রয় বাক্য।
- সহানুমানে অনুমিত বাক্যটিকে বলে- সিদ্ধান্ত।
- সহানুমানে সিদ্ধান্তের বিধেয়রূপে ব্যবহৃত পদকে বলে- প্রধান পদ।
- যে পদটি সহানুমানের সিদ্ধান্তে থাকে না কিন্তু উভয় আশ্রয় বাক্যেই ব্যবহৃত হয় তাকে বলে- মধ্যপদ।
- সহানুমানের যে আশ্রয়বাক্যে প্রধান পদটি থাকে তাকে বলে- প্রধান আশ্রয়বাক্য।
- সহানুমানের প্রথম নিয়মটি ভঙ্গ করে কোন যুক্তিতে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ ব্যবহার যে অনুপপত্তি ঘটে- চতুষ্পদী অনুপপত্তি।

CamScanner

- সহানুমানে দুটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে তা থেকে– কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়।
- একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্তটি হবে– বিশেষ।
- আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে সহানুমান যে আকার লাভ করে তাকে বলে– সহানুমানের সংস্থান বা আকার।
- এরিস্টটল প্রথম আকারটিকে বলেছেন– নির্দোষ বা নিখুঁত আকার।
- রূপান্তর কথাটির অর্থ– পরিবর্তন।
- বিকল্প কথাটি যে কথাটির সাথে সংগতিপূর্ণ– উভয় সংকট।
- প্রাকল্পিক সহানুমানের নিয়ম আছে– ২টি।

০১. আসাদ হয় এনামের বন্ধু
শামিম হয় আসাদের বন্ধু
সুতরাং শামিম হয় এনামের বন্ধু। যুক্তিটিতে কি ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে।
- চতুষ্পদী অনুপপত্তি।

০২. সকল গরু হয় চতুষ্পদ
সকল ঘোড়া হয় চতুষ্পদ
সুতরাং সকল ঘোড়া হয় গরু। যুক্তিটিতে কি ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে।
- অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি।

০৩. সকল গরু হয় চতুষ্পদ
কোনো ছাগল নয় গরু
সুতরাং কোনো ছাগল নয় চতুষ্পদ। যুক্তিটিতে কোনো ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে। - অবৈধ প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি।

- সকল শিক্ষকই বিদ্বান। অতএব সকল বিদ্বান ব্যক্তিই শিক্ষক যুক্তিটিতে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে– A বাক্যের সরল আবর্তনজনিত অনুপপত্তি।
- কিছু মানুষ ছাত্র নয়, সুতরাং কিছু ছাত্র মানুষ নয় যুক্তিটি কোন আবর্তের দৃষ্টান্ত– O বাক্যের একটি অবৈধ আবর্তন।
- কাক কালো এবং কোকিলও কালো, সুতরাং সব কোকিলই কাক যুক্তিটি কিসের দৃষ্টান্ত– অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি।
- কোনো বক কাল নয়, সকল বকই পাখি। অতএব কোনো পাখিই কাল নয়। যুক্তিটি কিসের দৃষ্টান্ত– অবৈধ অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি।
- কেবল দার্শনিকরাই জ্ঞানী। কামাল দার্শনিক নয়। সুতরাং কামাল জ্ঞানী নয়– যুক্তিটি কিসের উদাহরণ– দ্বিতীয় আকারের বৈধ মূর্তি।
- সে নিশ্চয় সুখী কারণ সব ধার্মিক লোকেরাই সুখী যুক্তিটি যে আকারের যে ধরনের মূর্তি– প্রথম আকারের বৈধ মূর্তি।
- বেশি করে খেলে তুমি মোটা হবে, তুমি মোটা। সুতরাং তুমি বেশি করে খাও যুক্তিটিতে কি ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে– অনুগ স্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি।
- যদি দুধ খাও তবে স্বাস্থ্য ভালো হবে। দুধ খাওনা সুতরাং স্বাস্থ্য ভালো হবে না। যুক্তিটিতে কি ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে– পূর্বগ অস্বীকৃতিমূলক অনুপপত্তি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রতিবর্তনের আশ্রয়বাক্যকে কি বলা হয়? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ আবর্তিত Ⓑ আবর্তনীয় Ⓒ প্রতিবর্তিত Ⓓ প্রতিবর্তনীয় **Ans Ⓓ**

02. বৈধ মূর্তির সংখ্যা কয়টি? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ ১৫ টি Ⓑ ২৫ টি Ⓒ ২৫৬ টি Ⓓ ১৯ টি **Ans Ⓓ**

03. A- বাক্যের সাধারণ আবর্তন কোন ধরনের? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ সরল আবর্তন Ⓑ অসরল আবর্তন
Ⓒ নিষেধমূলক আবর্তন Ⓓ প্রতি-আবর্তন **Ans Ⓑ**

04. মিশ্র সহানুমানের প্রকার কয়টি? [কু. বো. '১৯]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans Ⓑ**

05. 'O' যুক্তিবাক্যের বৈধ প্রতিবর্তিত হবে কোন যুক্তি বাক্য? [কু. বো. '১৯]
Ⓐ A Ⓑ E Ⓒ I Ⓓ O **Ans Ⓒ**

06. বিশেষ নঞর্থক বাক্যের আবর্তন করা যায় না কেন? [চ. বো. '১৯]
Ⓐ নঞর্থক হওয়ায় Ⓑ বিশেষ হওয়ায়
Ⓒ ব্যাপ্যতার কারণে Ⓓ অমাধ্যম হওয়ায় **Ans Ⓒ**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৭

আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আরোহ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Induction.
- Induction শব্দটি এসেছে– ল্যাটিন শব্দ Epagogue থেকে।
- আরোহ শব্দটির উদ্ভাবক– এরিস্টটল।
- আরোহ অনুমানে থাকে– আরোহমূলক লাফ।
- জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ে গমন করাকেই বলে – আরোহমূলক লাফ।
- ইংরেজি 'Paradox' শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো– 'কূটাভাস' বা 'আপাত অসংগত মতবাদ'।
- কূটাভাস হলো এমন এক বক্তব্য যা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও এর ভিত্তিটা- সুদৃঢ়।
- আরোহের ভিত্তিকে ভাগ করা হয়েছে - ২ ভাগে; যথা : ক. আকারগত ভিত্তি ও খ. বস্তুগত ভিত্তি।
- আরোহের আকারগত ভিত্তি – ক. প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, খ. কার্যকারণ নীতি।
- আরোহের বস্তুগত ভিত্তি হলো – ক. নিরিক্ষণ, খ. পরীক্ষণ।
- কারণ হলো– সদর্থক ও নঞর্থক শর্তের সমষ্টি।
- কারণের শর্ত হলো– কারণের অপরিহার্য অংশ।
- অপনয়ন এর অর্থ হলো– বাদ দেওয়া, বর্জন করা।
- বিনা কারণে কোনো কার্য সংঘটিত হয় না এটাই- কার্যকরণ নীতি।
- প্রকৃতি সব সময় একই অবস্থায় একই আচরণ করবে– প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি।
- যে প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে আরোহ অনুমান সম্ভব করে তোলা হয় তাকে- আরোহের ভিত্তি বলে।
- আরোহ অনুমানের লক্ষ্য– আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাতে অর্জন করা।
- আরোহ অনুমানের সত্যতা– ২ ধরনের।
- দুই প্রকার আরোহ অনুমানের সত্যতাকে অর্জন করার জন্য যত ধরনের এবং যে যে ভিত্তি রয়েছে– ২ ধরনের। যথা : ১. আকারগত ভিত্তি এবং ২. বস্তুগত ভিত্তি।
- আরোহের আকারগত ভিত্তি – প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্যকারণ নিয়ম।
- কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতি প্রদত্ত কোন ঘটনাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রত্যক্ষণ করাকে- নিরীক্ষণ বলে।
- নিরীক্ষণ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ– Observation.
- Observation শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে এবং ভাষাগত অর্থ– Ob ও Servare শব্দ থেকে। Ob অর্থ সামনে এবং Servare অর্থ রাখা। সুতরাং ভাষাগত অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে মনের সামনে রাখা।
- নিরীক্ষণ করতে গিয়ে অনেক সময় যেসব ভুলভ্রান্তি হয় সেগুলোকে– নিরীক্ষণের অনুপপত্তি বলে।
- নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে অনুপপত্তি ঘটতে পারে- ২ প্রকারের। যথা : নঞর্থক জাতীয় অনুপপত্তি এবং সদর্থক জাতীয় অনুপপত্তি।
- নঞর্থক অনুপপত্তির অপর নাম কি– অনিরীক্ষণ।
- সদর্থক জাতীয় অনুপপত্তিকে বলা যায়– ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।
- অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি– ২ প্রকারের।
- দুই প্রকার অনিরীক্ষণ অনুপপত্তির নাম– ১. দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ এবং ২. প্রয়োজনীয় অবস্থাবলির অনিরীক্ষণ।
- ভ্রান্ত নিরীক্ষণ কয় প্রকার– দুই প্রকার।
- দুই প্রকার ভ্রান্ত নিরীক্ষণের নাম– ১. ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ এবং ২. সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।
- সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণের একটি উদাহরণ– সূর্য উদিত এবং অস্ত যেতে দেখা।
- ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণের একটি উদাহরণ– পথের ওপর পড়ে থাকা দড়িকে সাপ মনে করে ভয়ে লাফিয়ে উঠা।
- আমাদের চেষ্টার দ্বারা কোনো বস্তুকে উৎপাদন করে বা কোনো ঘটনাকে ঘটিয়ে নিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করাকেই– পরীক্ষণ বলে।
- গবেষণাগারে পানি উৎপন্ন করবার প্রক্রিয়াকে বলে– পরীক্ষণ।
- চন্দ্রগ্রহণ, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরীক্ষণ নাকি নিরীক্ষণ কোনটা করা যায়– নিরীক্ষণ।

CamScanner

- সাধারণ মানুষের জন্য পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের মধ্যে যেটি সুবিধাজনক- নিরীক্ষণ।
- পরীক্ষণের পূর্বশর্ত কী- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ।
- ঘটনাবলির ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না কোন ক্ষেত্রে- নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে।
- নিরীক্ষণ কোন ধরনের প্রক্রিয়া- প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া।
- পরীক্ষণ কোন ধরনের প্রক্রিয়া- কৃত্রিম প্রক্রিয়া।
- মেঘলা দিনে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো আকাশ মনোযোগের সাথে প্রত্যক্ষ করলে সেটি হবে- নিরীক্ষণ।
- "নিরীক্ষণ না পরীক্ষণ" কোনটা পূর্বে করতে হয়- নিরীক্ষণ।
- নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যে কোনটি সহজ প্রক্রিয়া- নিরীক্ষণ।
- অবরোহ অনুমানের লক্ষ- যুক্তির আকারগত সত্যতা নিরূপণ করা।
- একটি যুক্তির আকারগত সত্যতা নির্ভর করে কিসের ওপর- অনুমানের নিয়মকানুন যথাযথ ব্যবহারের ওপর।
- বস্তুগত সত্যতা নির্ভর করে কিসের ওপর- আশ্রয়বাক্যগুলোর বাস্তব সত্যতার ওপর।
- আমরা যুক্তিকে কেন বৈধ বলে মনে করি- যুক্তির বস্তুগত সত্যতা থাকলে।
- সহানুমানের যুক্তিতে থাকে- কমপক্ষে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য।
- কয়েকটি বিশিষ্ট বস্তু বা ঘটনা পরীক্ষা করে কোনো সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করাকে- সার্বিকীকরণ বলে।
- আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে গমনের পূর্বে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কয়টি- ২টি।
- কিছু থেকে সমগ্র জানা থেকে অজানায় যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কি বলে- আরোহ অনুমান
- আরোহ অনুমানে অনুমানের গতি কিরূপ- ঊর্ধ্বমুখী।
- অনুমানের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হচ্ছে- আরোহ।
- আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময় কিসের ওপর নির্ভর করতে হয়- পূর্বানুমানের
- আরোহ অনুমান কিসের মৌলিক নিয়ম- বিজ্ঞানের।
- আরোহ অনুমানের লক্ষ্য হলো- আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্য অর্জন করা
- অবরোহ অনুমানে অনুমানের গতি- নিম্নমুখী।
- অবরোহ অনুমানের একটি আদর্শ প্রক্রিয়া- সহানুমান।
- প্রকৃতির বিশেষ বস্তু বা ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে- সমগ্রতার রূপ।
- কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বিজ্ঞান কাকে উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়- সংজ্ঞাকে।
- পর্যবেক্ষক এর অর্থ- সুনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ।
- সমর্থন কয় প্রকার- ২ প্রকার।
- প্রতিটি ঘটনার একটি প্রকৃত থাকে- কারণ থাকে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নিচে কোনটিকে সদর্থক অনুপপত্তি বলা হয়? [চ. বো. '১৯]
Ⓐ অনিরীক্ষণ Ⓑ ভ্রান্ত নিরীক্ষণ
Ⓒ কাকতালীয় Ⓓ দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ Ans B

02. কোনটি আরহের আকারগত ভিত্তি? [চ. বো. '১৯]
Ⓐ প্রকৃতির নিয়ম Ⓑ নিরীক্ষণ Ⓒ পরীক্ষণ Ⓓ পর্যবেক্ষণ Ans A

03. প্রকৃত আরোহ নয় কোনটি? [সি. বো. '১৯]
Ⓐ বৈজ্ঞানিক আরোহ Ⓑ অবৈজ্ঞানিক আরোহ
Ⓒ সাদৃশ্যানুমান Ⓓ যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ Ans D

04. কারণকে বিশ্লেষণ করলে কোন ধরনের শর্ত পাওয়া যায়? [য. বো. '১৯]
Ⓐ সদর্থক শর্ত Ⓑ নঞর্থক শর্ত
Ⓒ সদর্থক ও নঞর্থক শর্ত Ⓓ আবশ্যিক শর্ত Ans C

05. কোন আরোহে আরোহমূলক লম্ফ থাকে না? [সকল বো. '১৯]
Ⓐ পূর্ণাঙ্গ আরোহ Ⓑ বৈজ্ঞানিক আরোহ
Ⓒ অবৈজ্ঞানিক আরোহ Ⓓ সাদৃশ্যানুমান Ans A

06. আরোহের বস্তুগত ভিত্তি হলো- [কু. বো. '১৬, '১৭]
Ⓐ কার্যকারণ নিয়ম Ⓑ নিরীক্ষণ
Ⓒ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি Ⓓ আরোহের কূটাভাস Ans B

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৮

প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রতীক হচ্ছে- কোনো সংকেত বা চিহ্ন।
- কোনো কিছুকে নির্দেশ করার বা ব্যক্ত করার জন্য যে লিখিত চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে- প্রতীক বলে।
- যা কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তাকে- সংকেত বলে।
- যে বচনে একটি মাত্র বক্তব্য থাকে তাকে- সরল বচন বলে।
- যে বচনে একাধিক বক্তব্য থাকে তাকে- যৌগিক বচন বলে।
- যৌগিক বচন চার প্রকার। যথা- ক) সংযৌগিক বচন খ) প্রাকল্পিক বচন গ) বৈকল্পিক বচন ঘ) নিষেধক বচন।
- দুই বা ততোধিক সরল বচন 'এবং' 'ও' 'আর' ইত্যাদি যোজক দ্বারা যুক্ত হয়ে যে বাক্য গঠন করে তকে -সংযৌগিক বচন বলে।
- 'যদি' 'এবং' 'কেবল যদি' প্রভৃতি যোজক দ্বারা যে বচন গঠন করা হয় তাকে- সমমানিক বচন বলে।
- যে বিন্যাস দ্বারা যুক্তি বাক্যের সত্যমূল্য নির্ণয় করা হয় তাকে- সত্যসারণি বলে।
- যোজকের পূর্বের অংশকে- পূর্বগ বলে।
- যোজকের পরের অংশকে- অনুগ বলে।
- সাম্প্রতিককালে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে কি প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছে- প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা
- কোনো চিহ্ন বা সংকেত কোনো বস্তু, বিষয় বা অভিজ্ঞতার স্থানে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলে- প্রতীক।
- মানুষের ব্যবহার ও ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল- প্রতীক।
- যুক্তির আকার সহজে নিকাশন ও যুক্তিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় কিসের ব্যবহারের মাধ্যমে- প্রতীকের।
- 'সত্যতা' বচন বা উক্তির- বিশেষ গুণ।
- 'বৈধতা' অনুমান বা যুক্তির- বিশেষ গুণ।
- যে বক্যের উপাদান বা অঙ্গ হিসেবে একাধিক বাক্য থাকে তাকে বলে- যৌগিক বাক্য।
- কোনো বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যার্থক অস্বীকার করাকে বলে- নিষেধন।
- যে বাক্যে যদি তবে বা অনুরূপ কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা দুটি সরল বাক্যকে সংযুক্ত করা হয় তাকে বলে- প্রাকল্পিক বাক্য বলে।
- যে যৌগিক বাক্যে অথবা বা কিংবা ইত্যাদি যৌক্তিক যোজক দ্বারা দুই বা ততোধিক সরল বাক্যকে সংযুক্ত করা হয় তাকে বলে- বৈকল্পিক বাক্য।
- প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় যৌগিক বাক্যের সত্য মূল্য নির্ণয়ের জন্য কোন শব্দটি ব্যবহার করা হয়- অপেক্ষক।
- 'সারণি' শব্দের অর্থ- ছক বা তালিকা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'লালচে ধূসর বর্ণের মেঘ' কোন ধরনের সংকেত? [দিনাজপুর বোর্ড '১৯]
Ⓐ গ্রাহক Ⓑ শাব্দিক Ⓒ কৃত্রিম Ⓓ প্রাকৃতিক Ans D

02. সমমানিক যোজক কোনটি? [সিলেট বোর্ড '১৯]
Ⓐ ও, এবং Ⓑ যদি....তবে...
Ⓒ হয়....না হয়... Ⓓ যদি এবং কেবল যদি Ans D

03. যুক্তিবিদ্যায় প্রতীকের ব্যবহার- [সিলেট বোর্ড '১৯]
Ⓐ চিন্তা ও শ্রম বাড়িয়ে দেয়
Ⓑ যুক্তির নিয়মাবলি প্রয়োগ অসম্ভব করে তোলে
Ⓒ সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা তৈরি করে
Ⓓ জটিল যুক্তি সহজ করে Ans D

04. যুক্তিবিদ্যায় প্রতীকের ব্যবহার সীমিত কেন? [সি. বো. '১৯]
Ⓐ প্রতীকের সংকট থাকায় Ⓑ প্রতীক দুর্বোধ্য হওয়ায়
Ⓒ পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় Ⓓ ভাষার ব্যবহার বেশি হওয়ায় Ans D

05. সত্য সারণিতে p.q এর মান কখন সত্য হয়? [সিলেট বোর্ড '১৭]
Ⓐ p সত্য এবং q সত্য হলে Ⓑ p সত্য এবং q মিথ্যা হলে
Ⓒ p মিথ্যা এবং q সত্য হলে Ⓓ p মিথ্যা এবং q হলে Ans A

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-১

যৌক্তিক সংজ্ঞা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জাত্যর্থের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Connotation.
- যৌক্তিক সংজ্ঞা নিয়ম- ৫টি।
- যুক্তিবিদ্যার নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে- অনুপপত্তি বা fallacy বলে।
- উপলক্ষণ হলো- এমন একটি গুণ যা জাত্যর্থের অংশ নয় কিন্তু জাত্যর্থ থেকে নিসৃত। যেমন : মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মরণশীল জীব। এখানে, 'মরণশীল' গুণটি উপলক্ষণ।
- অবান্তর লক্ষণ হলো এমন একটি গুণ- যা জাত্যর্থের অংশ নয় এবং জাত্যর্থ থেকে নিসৃতও নয় তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন : মানুষ হয় হাস্যপ্রিয় প্রাণী। এখানে, 'হাস্যপ্রিয়' অবান্তর লক্ষণ।
- কোন পদের সংজ্ঞায় যদি পদটির প্রকৃত জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ থাকে এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয় তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে, এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম- বাহুল্য সংজ্ঞা।
- সংজ্ঞেয় পদ যে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে সংজ্ঞেয়- পদ বলে।
- কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বর্ণনাকে বলে- সংজ্ঞা।
- সংজ্ঞাকে বিধেয়কের অন্তর্ভুক্ত করেছেন- এরিস্টটল।
- যুক্তিবিদ্যায় পদের অর্থ ব্যক্ত করা হয় –জাত্যর্থ প্রকাশের মাধ্যমে।
- সংজ্ঞায় জাত্যর্থের যতখানি উপস্থিত থাকে – সম্পূর্ণ।
- জাত্যর্থের বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা হতে পারে – চার প্রকার।
- সংজ্ঞেয় পদ ও সংজ্ঞা এ দুটির মধ্যে যেটা বেশি স্পষ্ট হবে – সংজ্ঞা।
- সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে যত প্রকার ত্রুটি দেখা দিতে পারে – দুই প্রকার।
- যে ধরনের জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না – বৃহত্তম জাতি।
- যে ধরনের পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না – নামবাচক পদ।
- বিশ্ববিদ্যালয় হয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' এটি যে ধরনের সংজ্ঞা – অতিব্যাপক সংজ্ঞা।
- সংজ্ঞা প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক নাকি অবৈজ্ঞানিক – বৈজ্ঞানিক।
- প্রতীকী যুক্তিবিদ Copi যৌক্তিক সংজ্ঞায় যতটি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন – পাঁচটি।
- যে ধরনের সংজ্ঞায় পদ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলা হয় না – চক্রক সংজ্ঞা।
- সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে মূলত পালন করা হয় – পাঁচটি নিয়ম।
- আমরা জাতির সংজ্ঞা দেই এবং বস্তুর দেই – বর্ণনা।
- 'বেদনা হয় আনন্দের অভাব' এখানে যে ধরনের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে– নেতিবাচক সংজ্ঞা।
- 'মানুষ হয় একটি শিক্ষিত জীব' এটি– অব্যাপক সংজ্ঞা।
- কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না– সংজ্ঞায়।
- কাজ চালানো সংজ্ঞাকে (Working definition) বলে- বর্ণনা।
- যে ধরনের পদের সংজ্ঞা দান সম্ভব – জাতিবাচক।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের কোন দিকটি বিশ্লেষণ করা হয়? [রা. বো., দি. বো., চ. বো., য. বো. '২১]
Ⓐ ব্যক্ত্যর্থ Ⓑ জাত্যর্থ Ⓒ অবান্তর লক্ষণ Ⓓ উপলক্ষণ **Ans D**

02. 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ কয়টি? [য. বো. '২১]
Ⓐ ১ Ⓑ ২ Ⓒ ৩ Ⓓ ৪ **Ans B**

03. যৌক্তিক সংজ্ঞা হচ্ছে একটি-[ব. বো. '২১]
Ⓐ লৌকিক প্রক্রিয়া Ⓑ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া
Ⓒ চিন্তামূলক প্রক্রিয়া Ⓓ বুদ্ধিমূলক প্রক্রিয়া **Ans B**

04. সংজ্ঞা প্রদান করা হয় - [চ. বো. '২১]
Ⓐ বস্তুর Ⓑ পদের Ⓒ ব্যক্তির Ⓓ বিষয়ের **Ans B**

05. সংজ্ঞা কিসের সাথে সম্পর্কিত? [সি. বো. '১৯]
Ⓐ স্মৃতি Ⓑ কল্পনা Ⓒ চিন্তা Ⓓ পরীক্ষণ **Ans C**

06. অধিকাংশ পদের কয়টি দিক থাকে? [সকল বো. '১৮]
Ⓐ ২ Ⓑ ৪ Ⓒ ৫ Ⓓ ৬ **Ans A**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-২

যৌক্তিক বিভাগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পদের ব্যক্ত্যর্থের দিকটিকে বিভাগ করা হয়- যৌক্তিক বিভাগ।
- যৌক্তিক বিভাগে সবসময় মূলসূত্র গৃহীত হয়- ১টি।
- যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম- ৬টি।
- যৌক্তিক বিভাগে যখন একটি সূত্রের পরিবর্তে একাধিক সূত্র প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে বলে – সংকর বিভাগজনিত অনুপত্তি।
- যৌক্তিক বিভাগে যখন কোন একটি ধাপকে অতিক্রম করে অন্য একটি ধাপে যাওয়া হয় তাকে বলে– উৎক্রান্ত বা উলম্ফন বিভাগ।
- যৌক্তিক বিভাগে যদি দেখা যায় উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা বিভাজ্য জাতির সংখ্যা থেকে বেশি হয়েছে তাহলে তাকে বলা হয় – অতিব্যাপক বিভাগজাতি অনুপপত্তি।
- বিভাজিত উপাজাতগুলোর সংখ্যা যদি বিভাজ্য জাতির সংখ্যা থেকে কম হয় তাকে বলে– অব্যাপক বিভাগজনিত অনুপাপত্তি।
- যৌক্তিক বিভাগে সব সময় যে পদকে বিভাগ করতে হবে – জাতিবাচক।
- সংকর বিভাগ হলো – একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ।
- রূপগত যুক্তিবিদেরা যে বিভাগ নামে একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করেন– দ্বিকোটিক বিভাগ।
- দ্বিকোটিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দের নাম – Dichoto।
- দ্বিকোটিক বিভাগের প্রক্রিয়া – আকারগত।
- অধিকাংশ পদের দিক আছে – ২টা।
- বিভাগ সব সময় যে পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ – জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক।
- যে উপজাতির কোনো উপজাতি থাকে না – ক্ষুদ্রতম উপজাতি।
- ধাতুকে প্রধানত ভাগ করা যায় – ৩ ভাগে।
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে সহায়তা করে – যৌক্তিক বিভাগ।
- পৃথিবীকে যত ভাগে ভাগ করা হয়েছে – ৪ ভাগে।
- জীবকে যত ভাগে ভাগ করা হয়েছে– ২ ভাগে।
- শ্রেণিবাচক পদে বিশ্লেষণ রয়েছে– ব্যক্ত্যর্থের।
- যে বিভাগ জাতি এবং উপজাতির বেলায় প্রযোজ্য – দ্বিকোটিক বিভাগ।
- দ্বিকোটিক বিভাগের প্রক্রিয়া যেমন – উত্তর দীর্ঘ প্রক্রিয়া।
- যৌক্তিক বিভাগ যে অনুসন্ধানকে সহায়তা করে – বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. যৌক্তিক বিভাগে একই সময়ে কয়টি মূল সূত্র গ্রহণ করা যায়? [ঢা. বো. '১৯]
Ⓐ একটি Ⓑ দুইটি Ⓒ তিনটি Ⓓ চারটি **Ans A**

02. যৌক্তিক বিভাগের যথার্থতা নির্ভর করে কোন বিষয়ের ওপর? [চ. বো. '১৯]
Ⓐ যৌক্তিক সংজ্ঞা Ⓑ ব্যাখ্যাকরণ
Ⓒ বিশ্লেষণ Ⓓ একটিমাত্র নীতি **Ans D**

03. যৌক্তিক বিভাগ কোন ধরনের প্রক্রিয়া? [রা. বো. '১৭]
Ⓐ লৌকিক Ⓑ মানসিক Ⓒ সামাজিক Ⓓ বৈজ্ঞানিক **Ans B**

04. যৌক্তিক বিভাগ কোন ধরনের পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [সি. বো. '১৭]
Ⓐ বস্তুবাচক পদ Ⓑ গুণবাচক পদ
Ⓒ জাতিবাচক পদ Ⓓ বিশিষ্ট পদ **Ans C**

05. যৌক্তিক বিভাগ পদের কিসের বিশ্লেষণ? [কু. বো. '১৬]
Ⓐ জাত্যর্থের Ⓑ গুণের Ⓒ ব্যক্ত্যর্থের Ⓓ বিধেয়কের **Ans C**

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৩

আরোহের প্রকারভেদ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যুক্তিবিদ মিলের মতে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য – আরোহমূলক লম্ফ।
- প্রকৃত আরোহকে ভাগ করা যায় – তিন ভাগে।
- যে ধরনের বাক্য বিধেয়টি উদ্দেশ্যের জাতার্থকে উল্লেখ করে – বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য।
- বৈজ্ঞানিক আরোহ যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করে তা সবক্ষেত্রেই হয় – সার্বিক যুক্তিবাক্য।
- বৈজ্ঞানিক আরোহে যে ধরনের যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় – সার্বিক যুক্তিবাক্য
- বৈজ্ঞানিক আরোহে গমন করা হয় – জানা থেকে অজানায়।
- বৈজ্ঞানিক আরোহে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় – কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে।
- বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্তটি বস্তুগতভাবে যা হয়– সত্য হয়।
- প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ কোনো আরোহের অন্তর্গত – বৈজ্ঞানিক আরোহের
- যার ওপর ভিত্তি করে আমরা কতিপয় থেকে সমুদয়ে যেতে পারি – প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ওপর ভিত্তি করে।
- বৈজ্ঞানিক আরোহ যার ওপর নির্ভরশীল – কার্যকারণের ওপর।
- প্রতিটি ঘটনারই থাকে – একটা কারণ।
- আমরা বস্তু জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি – পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে।
- জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায় যাওয়াকে বলে– আরোহমূলক লম্ফ।
- আরোহের প্রাণকেন্দ্র – আরোহমূলক লম্ফ।
- কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করে শুধু একান্নবর্তী ও অবাধ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত করার প্রক্রিয়াকে বলে – অবৈজ্ঞানিক আরোহ।
- দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় – অবৈজ্ঞানিক আরোহে।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত স্থাপন করার পূর্বে শুধু নির্ভর করা হয় – প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ওপর।
- সহজ গণনামূলক আরোহ বলা হয় – অবৈজ্ঞানিক আরোহকে।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে না – সত্যতার।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তি – অনুকূল অভিজ্ঞতা।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত – সম্ভাব্য।
- সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা হয় – বৈজ্ঞানিক আরোহে।
- বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রারম্ভিক স্তর বলা হয় – অবৈজ্ঞানিক আরোহকে।
- বিষয়বস্তুর আংশিক অভিন্নতা থেকে অধিকতর অভিন্নতা অনুমানের প্রক্রিয়াকে বলে– সাদৃশ্যানুমান।
- বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় – সাদৃশ্যানুমানে।
- বৈজ্ঞানিক আরোহের দিকে একটি পদক্ষেপ – সাদৃশ্যানুমান।
- যে আরোহ প্রক্রিয়ায় আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তাকে বলে – অপ্রকৃত আরোহ।
- কোনো একটি ক্ষুদ্র সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্তকে পৃথকভাবে পরীক্ষা করা হয় – পূর্ণাঙ্গ আরোহে।
- পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্ত সব সময় হয় – নিশ্চিত।
- মধ্যযুগীয় যুক্তিবিদগণ নিখুঁত বা নির্দোষ আরোহ বলেছেন – পূর্ণাঙ্গ আরোহকে।
- যে আরোহে কোনো প্রকৃত অনুমান নেই– পূর্ণাঙ্গ আরোহ।
- যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ যে ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য – জ্যামিতির।
- মিল এর মতে, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ হলো – তথাকথিত আরোহ।
- কতগুলো নিরীক্ষিত ঘটনাকে একটি সাধারণ ধারণার সাহায্যে সংযোজিত করার মানসিক প্রক্রিয়াকে বলে – ঘটনা সংযোজন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. আরোহ কী? [চ. বো. '২১]
Ⓐ বিশেষ থেকে সার্বিকে গমন Ⓑ বিশেষ থেকে বিশেষে গমন
Ⓒ সার্বিক থেকে সার্বিকে গমন Ⓓ সার্বিক থেকে বিশেষে গমন **Ans Ⓐ**

02. আরোহ অনুমানের জনক কে? [কু. বো. '২১, য. বো. '১৭]
Ⓐ এরিস্টটল Ⓑ জে. এস. মিল Ⓒ যোসেফ Ⓓ রাসেল **Ans Ⓐ**

03. আরোহকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়? [চ. বো. '২১]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans Ⓐ**

04. আরোহের সিদ্ধান্ত একটি- [দি. বো. '১৯]
Ⓐ বিশেষ যুক্তি বাক্য Ⓑ সার্বিক যুক্তিবাক্য
Ⓒ বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য Ⓓ বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য **Ans Ⓑ**

05. আরোহকে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত এই দুইভাগে ভাগ করেন? [ব. বো.'১৯, য. বো. '১৭]
Ⓐ ওয়েলটন Ⓑ ফ্রান্সিস বেকন Ⓒ এরিস্টটল Ⓓ মিল **Ans Ⓑ**

06. আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি কোনটি? [রা. বো. '১৬]
Ⓐ প্রকৃতির নিয়ম Ⓑ কার্যকারণ নিয়ম
Ⓒ নিরীক্ষণ Ⓓ যাচাইকরণ **Ans Ⓒ**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৪

প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রকল্প কথাটির অর্থ – সাময়িক আন্দাজ বা আনুমানিক ধারণা।
- কোনো ঘটনা ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টাকে বলে – প্রকল্প।
- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যবহার – অপরিহার্য।
- যুক্তিবিদ মিলের সংজ্ঞানুযায়ী প্রকল্পের স্তর – চারটি।
- আরোহ অনুমানে প্রকল্পের ব্যবহার – অপরিহার্য।
- প্রকল্পের আশ্রয় নিয়ে সার্থক করা যায় – পর্যবেক্ষণ ও অপনয়নকে।
- হুইওয়েল এর মতে আরোহের উদ্দেশ্য – আবিষ্কার করা।
- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রথম স্তর – প্রকল্প।
- প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় – কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য।
- সত্যের সাথে সংগতি পূর্ণ হতে হবে – প্রকল্পকে।
- পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই এর চারিদিকে ঘোরে এই মতবাদ দিয়েছিলেন – বিজ্ঞানী টলেমী।
- প্রকল্প প্রণয়ন কালে আমাদের নির্ভর করতে হবে – বাস্তব ঘটনাবলির অভিজ্ঞতার ওপর।
- প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ – ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা।
- প্রকল্পের পক্ষে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ – পরীক্ষামূলক সমর্থন।
- সমর্থন কথাটির অর্থ – বাস্তব ঘটনাবলি দিয়ে কোনো কিছু যাচাই করা।
- প্রকল্পের সত্যতা প্রমাণে সাহায্য করে – চরম দৃষ্টান্ত।
- চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় – পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে।
- পরীক্ষণের মাধ্যমে চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলে তাকে বলে – চরম পরীক্ষণ।
- প্রকল্পের অতিরিক্ত গুণ – ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা।
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথকে সুগম করে – প্রকল্প।
- আমরা বেতার টেলিভিশনের সাহায্যে দূরের কথা শোনা ও ছবি দেখতে পাই – ইথারের কারণে।
- টলেমীর ভূকেন্দ্রিক মতবাদের বিরোধিতা করে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ দেন – কোপারর্নিকাস।
- বাস্তব কথাটি দ্বারা আমরা সাধারণত বুঝি – অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা।
- কোপারর্নিকাস যে মতবাদ প্রচার করেন – সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ।
- প্রকল্পের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে - নিরীক্ষণ।
- এমন একটি প্রকল্প যার অস্তিত্ব কখনো প্রত্যক্ষ করা যায় না কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা যায় তাকে- প্রতিবেদক অনুকল্প বলে।

CamScanner

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রকল্প হলো- [দি. বোর্ড, চ. বোর্ড '২১]
Ⓐ অনুমানিক ধারণা Ⓑ নিশ্চিত ধারণা
Ⓒ জটিল ধারণা Ⓓ সহজাত ধারণা Ans Ⓐ

02. কোন ঘটনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার আনুমানিক ধারণাকে বলে- [দি. বোর্ড '১৬]
Ⓐ বিকল্প Ⓑ অনুকল্প Ⓒ প্রকল্প Ⓓ আরোহ Ans Ⓒ

03. প্রকল্প কত প্রকার? [য. বোর্ড '২১]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ Ans Ⓑ

04. প্রকল্পের স্তর কয়টি? [চ. বোর্ড '২১]
Ⓐ দুই Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ Ans Ⓒ

05. প্রকল্পের প্রথম স্তর কোনটি? [চ. বোর্ড '১৯]
Ⓐ পরীক্ষণ Ⓑ সিদ্ধান্ত গ্রহণ Ⓒ নিরীক্ষণ Ⓓ আনুমানিক ধারণা Ans Ⓒ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৫ কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমান পদ্ধতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ঘটনাবলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করে যে আরোহে – বৈজ্ঞানিক আরোহে।
- যুক্তিবিদ মিলের মতে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি – অভিজ্ঞতাভিত্তিক।
- পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি – অপনয়নের পদ্ধতি।
- বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে সংশিষ্ট দুটি ঘটনার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি – কার্যকারণ সম্পর্ক।
- ঘটনাবলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে আরোহ অনুসন্ধানকে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পর্যায়ে পৌছে দেওয়া মূল লক্ষ্য – পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির।
- যে নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ আছে – কার্যকারণ নিয়ম।
- কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে কারণ ও কার্য পরিমাণের দিক দিয়ে – সমান।
- 'অন্বয়' শব্দের অর্থ- মিল।
- 'কারণ' থাকে – কার্যের আগে।
- 'অন্বয়ী পদ্ধতি' মূলত – নিরীক্ষণের পদ্ধতি।
- কার্য থেকে কারণ এবং কারণ থেকে কার্য উভয় দিকে গমন করতে পারে – অন্বয়ী পদ্ধতি।
- অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্র যেমন – ব্যাপক।
- অন্যান্য পদ্ধতির অপনয়ন করা যায় যে পদ্ধতির সাহায্যে – অন্বয়ী পদ্ধতি।
- অন্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কার করা যায় – কার্যকারণ সম্পর্ক।
- বহুকারণবাদ দ্বারা নাকচ হয়ে যায় যে পদ্ধতি – অন্বয়ী পদ্ধতি।
- নিরীক্ষণের সময় আমরা ব্যবহার করি – স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি।
- আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা – খুবই সীমিত।
- অন্বয়ী পদ্ধতি যে ধরনের পদ্ধতি- পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতির অর্থ – পার্থক্যের পদ্ধতি।
- সদর্থক এবং নঞর্থক উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত প্রয়োজন যে পদ্ধতিতে – ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে।
- দৈনন্দিন অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়তই যে পদ্ধতি ব্যবহার করি – ব্যতিরেকী পদ্ধতি।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতি মূলত – পরীক্ষণের পদ্ধতি।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে যে ধরনের অনুপপত্তি ঘটে – কাকতালীয় অনুপপত্তি
- কোন দূরবর্তী কারণকে শর্ত বলে ভুল হতে পারে যে পদ্ধতিতে – ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে।
- যৌথ অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির অর্থ – একই সাথে মিল ও পার্থক্যের পদ্ধতি।
- যে পদ্ধতির সিদ্ধান্ত অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ – যৌথ পদ্ধতির।
- যৌথ পদ্ধতিতে যে ধরনের অনুপপত্তি দেখা দিতে পারে – অ-নিরীক্ষণ অনুপপত্তি।
- সহপরিবর্তন পদ্ধতির উদ্দেশ্য – সম্পর্কের পরিমাণগত দিক নির্ণয় করা।
- সহপরিবর্তন পদ্ধতি যে নীতির ওপর নির্ভরশীল – অপনয়ন।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যে পদ্ধতি – সহপরিবর্তন পদ্ধতি।
- স্থিতিশীল বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে পদ্ধতির – সহপরিবর্তন পদ্ধতি
- 'পরিশেষ' কথাটির অর্থ – বিয়োগ ফল বা অবশিষ্ট অংশ।
- পরিশেষ পদ্ধতি কোন সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত – অপনয়ন।
- আবিষ্কারের দিকে নির্দেশক যে পদ্ধতি – পরিশেষ পদ্ধতি।
- জটিল ঘটনাবলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি সহায়ক – পরিশেষ পদ্ধতি।
- ধূমকেতু উদয়ই রাজার মৃত্যুর কারণ - কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটেছে।
- লবণ দিলে তরকারিতে স্বাদ হয়, না দিলে হয় না - কার্যকারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি ঘটেছে।
- তাপ হচ্ছে বরফ গলার কারণ - যুক্তিটি সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে সংগতিপূর্ণ।
- আরোহ অনুমানে আমাদের মূল কাজ – বাস্তব ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করা।
- যথার্থতার অর্থ – সঠিকভাবে নিয়মকানুন অনুসরণ করা।
- যশোরের চেয়ে ঢাকার মৃত্যু সংখ্যা বেশি, সুতরাং ঢাকা একটি অস্বাস্থ্যকর স্থান এই যুক্তিটিকে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে – অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে।
- প্রতিভাবান ব্যক্তির হাতের লেখা খারাপ। এই যুক্তিটিতে কি ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে– অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি।
- আরোহ অনুমানের অনুপপত্তি প্রধানত – দুই প্রকার।
- অনিরীক্ষণ যত প্রকারের হতে পারে – দুই প্রকারের।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পরিমাণের দিক থেকে কারণ ও কার্য কিরূপ? [সকল বোর্ড '১৮]
Ⓐ ভিন্ন Ⓑ বিপরীত Ⓒ অসমান Ⓓ সমান Ans Ⓓ

02. কার্যকারণ নীতি আরোহের কোন ধরনের ভিত্তি? [ব. বোর্ড '১৬]
Ⓐ আকারগত Ⓑ বস্তুগত Ⓒ আদর্শগত Ⓓ গুণগত Ans Ⓐ

03. কার্যকারণ কোন ধরনের পদ? [ঢা. বোর্ড '১৬]
Ⓐ জাতিবাচক পদ Ⓑ সাপেক্ষ পদ
Ⓒ সদর্থক পদ Ⓓ বিশিষ্ট পদ Ans Ⓑ

04. কারণের গুণগত বৈশিষ্ট কি? [চ. বোর্ড '১৬]
Ⓐ বস্তুর নিত্যতা Ⓑ শক্তির নিত্যতা
Ⓒ অভেদ নিয়ম Ⓓ আপেক্ষিকতার নিয়ম Ans Ⓒ

05. নিচের কোনটি মিশ্র কার্য? [রা. বোর্ড '১৬]
Ⓐ বাতাসের বেগ Ⓑ দাঁড়ের টান Ⓒ নৌকার বেগ Ⓓ নদীর স্রোত Ans Ⓒ

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৬ ব্যাখ্যা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোনো জটিল রহস্যময় ও দুর্বোধ্য ঘটনাকে সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করাকে বলে – ব্যাখ্যাকরণ।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্য – সংযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তি।
- বিজ্ঞানী নিউটন মাটির আকর্ষণের বিষয়টি যে আকারে অনুমান করেন – প্রকল্প।
- 'ঘটনাসমূহের অন্তর্গত নিয়মাবলি আবিষ্কার করা, অনুমান করা এবং সংযুক্ত করাই হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকরণ' বলেছেন – কার্ভেথ রীড।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে নিবিড় যোগসূত্র আছে – প্রকল্পের।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আবশ্যক- সংযুক্তিকরণ।
- যে ব্যাখ্যায় অদৃশ্য অপ্রাকৃতিক শক্তিকে আশ্রয় করে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে বলে- লৌকিক ব্যাখ্যাকরণ।
- ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় – লৌকিক ব্যাখ্যা।
- যে ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নিয়মকানুন অনুসরণ করে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে তাকে বলে – বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকরণ।

- লৌকিক ব্যাখ্যা কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয় করার সময় সাহায্য গ্রহণ করে – অলৌকিক কারণের।
- কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয়ের সময় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সাহায্য গ্রহণ করে – বাস্তব কারণের।
- ব্যাখ্যা - ২ প্রকার। যথা : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যা।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার রূপ – ৩টি: বিশ্লেষণ, শৃঙ্খলযোজন ও অন্তর্ভুক্তি।
- যে ব্যাখ্যা পদ্ধতিভিত্তিক নয়- লৌকিক ব্যাখ্যা।
- বিশেষ-বিশেষ ঘটনার সাথে যুক্ত নিয়মকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় – বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়।
- যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কোন দূরবর্তী কারণ ও তার কার্যের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা আবিষ্কার করা হয় তাকে বলে – শৃঙ্খল যোজন।
- যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় একটি কম ব্যাপক নিয়মকে একটি বেশি ব্যাপক নিয়মের অধীনে আনয়ন করা হয় তাকে বলে – অন্তর্ভুক্তি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ব্যাখ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? [ব. বো. '২১]
Ⓐ Hypothesis Ⓑ Explanation Ⓒ Analysis Ⓓ Concatination **Ans B**

02. কোনটি জটিল বিষয়কে সহজ করে? [চ. বো. '২১]
Ⓐ প্রকল্প Ⓑ ব্যাখ্যা Ⓒ অনুমান Ⓓ শ্রেণিকরণ **Ans B**

03. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভিত্তি কি? [চ. বো. '১৯]
Ⓐ লৌকিক নিয়ম Ⓑ প্রাকৃতিক নিয়ম Ⓒ অতিপ্রাকৃতিক নিয়ম Ⓓ সামাজিক নিয়ম **Ans B**

04. লৌকিক ব্যাখ্যার ভিত্তি নয় কোনটি? [ব. বো. '১৯]
Ⓐ অন্ধ বিশ্বাস Ⓑ কুসংস্কার Ⓒ অতি প্রাকৃতে বিশ্বাস Ⓓ বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ **Ans D**

05. ব্যাখ্যা কত প্রকার? [চ. বো. '১৬]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans A**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৭ — শ্রেণিকরণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শ্রেণিকরণ যে ধরনের প্রক্রিয়া – মানসিক প্রক্রিয়া।
- শ্রেণিকরণ এক প্রকার – বিন্যাসকরণ।
- বস্তুসমূহকে দৈহিকভাবে একত্রকরণ করা হয় না – শ্রেণিকরণে।
- শ্রেণিকরণে বস্তুসমূহকে যেভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় – কাল্পনিকভাবে।
- সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ওপর নির্ভরশীল – শ্রেণিকরণ।
- শ্রেণিকরণের সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য – জ্ঞান অর্জন করা।
- শ্রেণিকরণের বিশেষ উদ্দেশ্য – প্রয়োজন সিদ্ধ করা।
- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণকে বলা হয় – বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ।
- বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুরুত্বহীন ও বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় – কৃত্রিম শ্রেণিকরণে।
- মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্যের ওপর নির্ভরশীল – প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ।
- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে নির্দেশিত সাদৃশ্যের বিষয়গুলো প্রকৃতিতে যেরূপ থাকে – বর্তমান থাকে।
- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ যে ধরনের শ্রেণিকরণ – বিজ্ঞানসম্মত।
- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের মধ্যে ঘটনাবলি থেকে যা লাভ করা যায় – তত্ত্বজাত জ্ঞান।
- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ হলো – সংজ্ঞাভিত্তিক।
- কৃত্রিম শ্রেণিকরণ হলো – নমুনাভিত্তিক।
- শ্রেণিকরণের ভিত্তি – সংজ্ঞা।
- কোনো বস্তুকে শ্রেণিকরণ করা যায় না – প্রান্তস্থিত বস্তুকে।
- সীমিত জ্ঞান নিয়ে করা যায় না – বস্তুর শ্রেণিকরণ।
- শ্রেণিকরণের সীমা – সংজ্ঞা।
- বিভাগ হলো – অবরোহ প্রক্রিয়া।
- শ্রেণিকরণ হলো – আরোহ প্রক্রিয়া।
- রূপগত প্রক্রিয়া – বিভাগ।
- বস্তুগত প্রক্রিয়া – শ্রেণিকরণ।
- স্মৃতির সহায়ক – শ্রেণিকরণ।
- আরোহ অনুমানে যার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – শ্রেণিকরণের।
- শ্রেণিকরণ - ২ প্রকার। যথা : ক. প্রকৃতিক শ্রেণিকরণ, খ. কৃত্রিম শ্রেণিকরণ।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. শ্রেণিকরণ কোন ধরনের প্রক্রিয়া? [দি. বো., কু বো. '১৯]
Ⓐ বুদ্ধিমূলক Ⓑ প্রাকৃতিক Ⓒ বৈজ্ঞানিক Ⓓ মানসিক **Ans D**

02. শ্রেণিকরণের ভিত্তি কোনটি? [ব. বো. '১৭]
Ⓐ পরিক্ষণ Ⓑ কার্যকরণ Ⓒ সাদৃশ্য Ⓓ নিরীক্ষণ **Ans C**

03. শ্রেণিকরণের ভিত্তি কয় প্রকার? [রা. বো. '১৭]
Ⓐ ২ প্রকার Ⓑ ৩ প্রকার Ⓒ ৪ প্রকার Ⓓ ৫ প্রকার **Ans A**

04. শ্রেণিকরণের সাধারণ উদ্দেশ্য কি? [রা. বো. '১৭]
Ⓐ জ্ঞানার্জন Ⓑ উদ্দেশ্যপূরণ Ⓒ বিভাজনকরণ Ⓓ সাদৃশ্যকরণ **Ans A**

05. প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের অপর নাম- [য. বো. '১৬]
Ⓐ বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ Ⓑ অবৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ Ⓒ নমুনাভিত্তিক শ্রেণিকরণ Ⓓ সংজ্ঞাভিত্তিক শ্রেণিকরণ **Ans A**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৮ — সম্ভাবনা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সম্ভাব্যতার কথাটি – দ্ব্যর্থবোধক।
- সম্ভাব্যতাকে অনেক সময় প্রকাশ করা যায় – অনুপাতের আকারে।
- বিশ্বাস হলো মূলত – মানসিক ব্যাপার।
- সম্ভাব্যতার আত্মগত ভিত্তি – বিশ্বাস।
- সম্ভাব্যতার বস্তুগত ভিত্তি – বাস্তব অভিজ্ঞতা।
- কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানতা থেকে উৎপত্তি হয় – আকস্মিকতার।
- কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের অপর্যাপ্ত জ্ঞান থেকে উৎপত্তি হয় – সম্ভাব্যতার।
- সম্ভাব্যতা নির্ভরশীল – আরোহের ওপর।
- সকল ঘটনার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করা যায়- গাণিতিক ভগ্নাংশের মাধ্যমে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সম্ভাবনার ভিত্তি কি? [সকল বো. '২১]
Ⓐ বাস্তব অভিজ্ঞতা Ⓑ সদর্থক দৃষ্টান্ত Ⓒ নিরীক্ষণ Ⓓ পরিক্ষণ **Ans A**

02. সম্ভাবনা বলতে বোঝায়- [দি. বো. '১৯]
Ⓐ অসম্ভব ঘটনা Ⓑ সম্ভব ঘটনা Ⓒ অসম্ভব ঘটনা ও নিশ্চিত ঘটনার মধ্যবর্তী অবস্থা Ⓓ অকল্পনীয় ব্যাপার **Ans C**

03. সম্ভাব্যতার অবস্থান কোথায়? [সি. বো. '১৯]
Ⓐ সম্ভব ও নিশ্চয়তার মধ্যবর্তী Ⓑ সম্ভব ও অনিশ্চয়তার মধ্যবর্তী Ⓒ অসম্ভব ও নিশ্চয়তার মধ্যবর্তী Ⓓ অসম্ভব ও অনিশ্চয়তার মধ্যবর্তী **Ans C**

04. সম্ভাবনা হচ্ছে- [দি. বো. '১৯]
Ⓐ মাত্রার ব্যাপার Ⓑ রহস্যময় ব্যাপার Ⓒ নিশ্চিত ঘটনা Ⓓ যৌগিক ঘটনা **Ans A**

05. সম্ভাবনার মাত্রার গাণিতিক মান কত? [কু. বো. '১৮]
Ⓐ ০ থেকে ৯৯ Ⓑ ০ থেকে ১০০ Ⓒ ১ থেকে ৯৯ Ⓓ ১ থেকে ১০০ **Ans C**

CamScanner

ভূগোল

প্রথম পত্র অধ্যায়-১: প্রাকৃতিক ভূগোল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূগোল শব্দের আভিধানিক অর্থ- পৃথিবী গোলাকার।
- ভূগোল শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Geography.
- ভূগোল কত প্রকার- ২ প্রকার।
- পৃথিবীর জন্ম ও ভূ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে- প্রাকৃতিক ভূগোল।
- মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে- মানবিক ভূগোল।
- ভৌগোলিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে- পদ্ধতিগত ভূগোল।
- প্রাকৃতিক ভূগোল কত প্রকার- ৬ প্রকার।
- যে বিষয় পাঠে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে- ভূমিরূপ তত্ত্ব।
- যে শাস্ত্র পাঠ করলে সাগর ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে – সমুদ্রতত্ত্ব।
- ভূগোলের যে অংশ পাঠ করলে পৃথিবীর জন্ম, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি সর্ম্পকে জানা যায় তাকে - প্রাকৃতিক ভূগোল বলে।
- প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্যবিষয় - বায়ুমণ্ডলীয় তাৎপর্য।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ জলবায়ুবিদ্যা Ⓑ ভূমিরূপবিদ্যা Ⓒ বারিমণ্ডল Ⓓ জীবমণ্ডল **Ans B**

02. প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখায় নদ-নদীর উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ পানিবিদ্যা Ⓑ জলবায়ু বিদ্যা Ⓒ সমুদ্রবিদ্যা Ⓓ ভূমিরূপবিদ্যা **Ans D**

03. প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসরের অন্তর্ভুক্তি কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ জনসংখ্যা ভূগোল Ⓑ বসতি ভূগোল
Ⓒ কৃষি ভূগোল Ⓓ সমুদ্র ভূগোল **Ans D**

04. ভূমিধসের বিষয় আলোচনা করা হয়? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ বাস্তুবিদ্যায় Ⓑ ভূমিরূপবিদ্যায়
Ⓒ জলবায়ু বিদ্যায় Ⓓ সমুদ্রবিদ্যায় **Ans B**

05. প্রাকৃতিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ মৃত্তিকা বিশ্লেষণ Ⓑ মহাকাশ গবেষণা
Ⓒ জীবের উৎপত্তি Ⓓ বায়ুমণ্ডলীয় তাৎপর্য **Ans D**

06. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ পানি চক্র Ⓑ বসতি Ⓒ নগরায়ণ Ⓓ শিল্পায়ন **Ans A**

07. নিচের কোনটি বৃহৎ স্কেল মানচিত্র? [৪০ তম বিসিএস]
Ⓐ ১ : ১০,০০০ Ⓑ ১ : ১০০,০০০
Ⓒ ১ : ১০,০০,০০০ Ⓓ ১ : ২৫,০০,০০০ **Ans A**

08. ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কোন জেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্সের অডিটর'১৯]
Ⓐ শেরপুর Ⓑ টাঙ্গাইল Ⓒ গোপালগঞ্জ Ⓓ মুন্সিগঞ্জ **Ans D**

প্রথম পত্র অধ্যায়-২: পৃথিবীর গঠন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূ-পৃষ্ঠের কত শতাংশ পানি- ৭১ শতাংশ।
- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গের নাম- মাউন্ট এভারেস্ট, হিমালয়।
- পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চলের নাম কী- ম্যারিয়ানা খাত।
- প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী যেমন ছিল- জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড।
- সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবীর ভিতরের অংশ পূর্ণ ছিল- উত্তপ্ত তরল পদার্থে।
- পানি কত তাপমাত্রায় বরফ হয়- ০° সে.।
- বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থ একত্রে রাখলে নিচের দিকে স্তর পরিবর্তন করে- আপেক্ষিক গুরুত্ব।
- পৃথিবীর একেবারের উপরের অংশকে বলে- ভূত্বক।
- জলীয়বাষ্পের উপাদান- হাইড্রোজেন ও পানি।
- জোয়ার-ভাটার কারণ- চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ।
- পৃথিবীর আনুমানিক বয়স- প্রায় চারশত পঞ্চাশ কোটি বছর।
- পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ- ৬৪০০ কি.মি.।
- ভূ-অভ্যন্তরের স্তর- ৩টি।
- পৃথিবীর উপরের পাতলা ও কঠিন শিলাস্তরকে বলে- ভূত্বক।
- ভূত্বকের অপর নাম- অশ্মমণ্ডল।
- ভূত্বকের গড় গভীরতা- ১৭ কিলোমিটার।
- ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়- ৩০° সে.
- অশ্মমণ্ডলের স্তর- ২টি।
- সিয়াল স্তরের অপর নাম- মহাদেশীয় ভূত্বক।
- সিমা স্তরের অপর নাম- মহাসাগরীয় ভূত্বক।
- অশ্মমণ্ডলের পরের স্তরের নাম- গুরুমণ্ডল।
- গুরুমণ্ডলের ১০০ কি.মি. গভীরতার তাপমাত্রা- ১১০০°-১২০০° সে.।
- বহিঃগুরুমণ্ডল ও অন্তঃগুরুমণ্ডল সংযোগকারী রেখাকে বলে- গুটেনবার্গ বিযুক্তি।
- গুরুমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের মধ্যকার পাতলা স্তরটির নাম- মোহোরোভিসিক রেখা।
- পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে গোলাকার বস্তুপিণ্ড আছে তা হলো – কেন্দ্রমণ্ডল।
- কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসার্ধ- প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি.।
- কেন্দ্রমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব – ১০-১৩.৬।
- কেন্দ্রমণ্ডলের চাপ ভূপৃষ্ঠের চাপ অপেক্ষা- ৩০-৪০ গুণ বেশি।
- কেন্দ্রমণ্ডলের কয়টি অংশ- ২টি।
- পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের – ৩০ গুণ।
- ভূকম্পন মাপার যন্ত্রের নাম- সিসমোগ্রাফ।
- ভূকম্পনের তরঙ্গ কয় প্রকার হয়- ৩ প্রকার।
- পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ- ৩০০০°-৫০০০° সে.।
- কতগুলো অক্সাইড ও খনিজ মিশ্রিত হয়ে যে পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে – শিলা বলে।
- সিমা স্তরের প্রতি সেকেন্ডে ভূকম্পনের মাত্রা কত- ৭ কি.মি.।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাপানের ফুজিয়ামা কোন ধরনের পর্বত? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ ভঙ্গিল Ⓑ ক্ষয়জাত Ⓒ সঞ্চয়জাত Ⓓ ল্যাকোলিথ **Ans C**

02. পামীর মালভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ অস্ট্রেলিয়া Ⓑ আফ্রিকা Ⓒ ইউরোপ Ⓓ এশিয়া **Ans D**

03. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বদ্বীপ অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ উত্তর-পূর্ব Ⓑ উত্তর-পশ্চিম Ⓒ দক্ষিণ-পূর্ব Ⓓ দক্ষিণ-পশ্চিম **Ans D**

04. হিমালয় কোন ধরনের পর্বত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ভঙ্গিল Ⓑ আগ্নেয় Ⓒ চ্যুতিস্তূপ Ⓓ ক্ষয়জাত **Ans A**

05. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ গারো Ⓑ চিম্বুক Ⓒ চন্দ্রনাথ Ⓓ তাজিংডং **Ans D**

06. ভূত্বকের গড় গভীরতা কত কিলোমিটার? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ৭ Ⓑ ১৭ Ⓒ ২৭ Ⓓ ৩৭ **Ans B**

07. আকরিক লৌহ থেকে কি প্রস্তুত হয়? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ সিমেন্ট Ⓑ গ্রানাইট Ⓒ সিরামিক Ⓓ ইস্পাত **Ans D**

08. লালমাই পাহাড়ের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ১৪ Ⓑ ২৪ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৪৪ **Ans C**

CamScanner

ভূগোল

প্রথম পত্র
অধ্যায়-১

প্রাকৃতিক ভূগোল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূগোল শব্দের আভিধানিক অর্থ- পৃথিবী গোলাকার।
- ভূগোল শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Geography.
- ভূগোল কত প্রকার- ২ প্রকার।
- পৃথিবীর জন্ম ও ভূ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে- প্রাকৃতিক ভূগোল।
- মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে- মানবিক ভূগোল।
- ভৌগোলিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে- পদ্ধতিগত ভূগোল।
- প্রাকৃতিক ভূগোল কত প্রকার- ৬ প্রকার।
- যে বিষয় পাঠে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে- ভূমিরূপ তত্ত্ব।
- যে শাস্ত্র পাঠ করলে সাগর ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে – সমুদ্রতত্ত্ব।
- ভূগোলের যে অংশ পাঠ করলে পৃথিবীর জন্ম, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি সর্ম্পকে জানা যায় তাকে - প্রাকৃতিক ভূগোল বলে।
- প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্যবিষয় - বায়ুমণ্ডলীয় তাৎপর্য।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ জলবায়ুবিদ্যা Ⓑ ভূমিরূপবিদ্যা Ⓒ বারিমণ্ডল Ⓓ জীবমণ্ডল Ans Ⓑ

02. প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখায় নদ-নদীর উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ পানিবিদ্যা Ⓑ জলবায়ু বিদ্যা Ⓒ সমুদ্রবিদ্যা Ⓓ ভূমিরূপবিদ্যা Ans Ⓓ

03. প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসরের অন্তর্ভুক্তি কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ জনসংখ্যা ভূগোল Ⓑ বসতি ভূগোল
Ⓒ কৃষি ভূগোল Ⓓ সমুদ্র ভূগোল Ans Ⓓ

04. ভূমিধসের বিষয় আলোচনা করা হয়? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ বাস্তুবিদ্যায় Ⓑ ভূমিরূপবিদ্যায়
Ⓒ জলবায়ু বিদ্যায় Ⓓ সমুদ্রবিদ্যায় Ans Ⓑ

05. প্রাকৃতিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ মৃত্তিকা বিশ্লেষণ Ⓑ মহাকাশ গবেষণা
Ⓒ জীবের উৎপত্তি Ⓓ বায়ুমণ্ডলীয় তাৎপর্য Ans Ⓓ

06. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ পানি চক্র Ⓑ বসতি Ⓒ নগরায়ণ Ⓓ শিল্পায়ন Ans Ⓐ

07. নিম্নের কোনটি বৃহৎ স্কেল মানচিত্র? [৪০ তম বিসিএস]
Ⓐ ১ : ১০,০০০ Ⓑ ১ : ১০০,০০০
Ⓒ ১ : ১০,০০,০০০ Ⓓ ১ : ২৫,০০,০০০ Ans Ⓐ

08. ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কোন জেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্সের অডিটর'১৯]
Ⓐ শেরপুর Ⓑ টাঙ্গাইল Ⓒ গোপালগঞ্জ Ⓓ মুন্সিগঞ্জ Ans Ⓓ

প্রথম পত্র
অধ্যায়-২

পৃথিবীর গঠন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূ-পৃষ্ঠের কত শতাংশ পানি- ৭১ শতাংশ।
- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গের নাম- মাউন্ট এভারেস্ট, হিমালয়।
- পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চলের নাম কী- ম্যারিয়ানা খাত।
- প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী যেমন ছিল- জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড।
- সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবীর ভিতরের অংশ পূর্ণ ছিল- গলিত ভারী পদার্থে।
- পানি কত তাপমাত্রায় বরফ হয়- ০° সে.।
- বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থ একপাত্রে রাখলে নিচের দিকে স্থান পরিবর্তন করে- আপেক্ষিক গুরুত্ব।
- পৃথিবীর একেবারের উপরের অংশকে বলে- ভূত্বক।
- জলীয়বাষ্পের উপাদান- হাইড্রোজেন ও পানি।
- জোয়ার-ভাটার কারণ- চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ।
- পৃথিবীর আনুমানিক বয়স- প্রায় চারশত পঞ্চাশ কোটি বছর।
- পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ- ৬৪০০ কি.মি.।
- ভূ-অভ্যন্তরের স্তর- ৩টি।
- পৃথিবীর উপরের পাতলা ও কঠিন শিলাস্তরকে বলে- ভূত্বক।
- ভূত্বকের অপর নাম- অশ্মমণ্ডল।
- ভূত্বকের গড় গভীরতা- ১৭ কিলোমিটার।
- ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়- ৩০° সে.
- অশ্মমণ্ডলের স্তর- ২টি।
- সিয়াল স্তরের অপর নাম- মহাদেশীয় ভূত্বক।
- সিমা স্তরের অপর নাম- মহাসাগরীয় ভূত্বক।
- অশ্মমণ্ডলের পরের স্তরের নাম- গুরুমণ্ডল।
- গুরুমণ্ডলের ১০০ কি.মি. গভীরতার তাপমাত্রা- ১১০০°-১২০০° সে.।
- বহিঃগুরুমণ্ডল ও অন্তঃগুরুমণ্ডল সংযোগকারী রেখাকে বলে- গুটেনবার্গ বিযুক্তি।
- গুরুমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের মধ্যকার পাতলা স্তরটির নাম- মোহোরোভিসিক প্রথা।
- পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে গোলাকার বস্তুপিণ্ড আছে তা হলো – কেন্দ্রমণ্ডল।
- কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসার্ধ- প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি.।
- কেন্দ্রমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব – ১০-১৩.৬।
- কেন্দ্রমণ্ডলের চাপ ভূপৃষ্ঠের চাপ অপেক্ষা– ৩০-৪০ গুণ বেশি।
- কেন্দ্রমণ্ডলের কয়টি অংশ– ২টি।
- পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের – ৩০ গুণ।
- ভূকম্পন মাপার যন্ত্রের নাম- সিসমোগ্রাফ।
- ভূকম্পনের তরঙ্গ কয় প্রকার হয়– ৩ প্রকার।
- পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ- ৩০০০°-৫০০০° সে.।
- কতগুলো অক্সাইড ও খনিজ মিশ্রিত হয়ে যে পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে – শিলা বলে।
- সিমা স্তরের প্রতি সেকেন্ডে ভূকম্পনের মাত্রা কত– ৭ কি.মি.।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাপানের ফুজিয়ামা কোন ধরনের পর্বত? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ ভঙ্গিল Ⓑ ক্ষয়জাত Ⓒ সঞ্চয়জাত Ⓓ ল্যাকোলিথ Ans Ⓒ

02. পামীর মালভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ অস্ট্রেলিয়া Ⓑ আফ্রিকা Ⓒ ইউরোপ Ⓓ এশিয়া Ans Ⓓ

03. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বদ্বীপ অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ উত্তর-পূর্ব Ⓑ উত্তর-পশ্চিম Ⓒ দক্ষিণ-পূর্ব Ⓓ দক্ষিণ-পশ্চিম Ans Ⓓ

04. হিমালয় কোন ধরনের পর্বত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ভঙ্গিল Ⓑ আগ্নেয় Ⓒ স্তূপিস্তূপ Ⓓ ক্ষয়জাত Ans Ⓐ

05. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ গারো Ⓑ চিম্বুক Ⓒ চন্দ্রনাথ Ⓓ তাজিংডং Ans Ⓓ

06. ভূত্বকের গড় গভীরতা কত কিলোমিটার? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ৭ Ⓑ ১৭ Ⓒ ২৭ Ⓓ ৩৭ Ans Ⓑ

07. আকরিক লৌহ থেকে কি প্রস্তুত হয়? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ সিমেন্ট Ⓑ গ্রানাইট Ⓒ সিরামিক Ⓓ ইস্পাত Ans Ⓓ

08. লালমাই পাহাড়ের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ১৪ Ⓑ ২৪ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৪৪ Ans Ⓒ

CamScanner

ভূগোল

প্রথম পত্র
অধ্যায়-১

প্রাকৃতিক ভূগোল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূগোল শব্দের আভিধানিক অর্থ- পৃথিবী গোলাকার।
- ভূগোল শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Geography.
- ভূগোল কত প্রকার- ২ প্রকার।
- পৃথিবীর জন্ম ও ভূ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে- প্রাকৃতিক ভূগোল।
- মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে- মানবিক ভূগোল।
- ভৌগোলিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে- পদ্ধতিগত ভূগোল।
- প্রাকৃতিক ভূগোল কত প্রকার- ৬ প্রকার।
- যে বিষয় পাঠে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে- ভূমিরূপ তত্ত্ব।
- যে শাস্ত্র পাঠ করলে সাগর ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলে – সমুদ্রতত্ত্ব।
- ভূগোলের যে অংশ পাঠ করলে পৃথিবীর জন্ম, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি সর্ম্পকে জানা যায় তাকে - প্রাকৃতিক ভূগোল বলে।
- প্রকৃতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্যবিষয় - বায়ুমণ্ডলীয় তাৎপর্য।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ জলবায়ুবিদ্যা Ⓑ ভূমিরূপবিদ্যা Ⓒ বারিমণ্ডল Ⓓ জীবমণ্ডল Ans Ⓑ

02. প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখায় নদ-নদীর উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ পানিবিদ্যা Ⓑ জলবায়ু বিদ্যা Ⓒ সমুদ্রবিদ্যা Ⓓ ভূমিরূপবিদ্যা Ans Ⓓ

03. প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসরের অন্তর্ভুক্তি কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ জনসংখ্যা ভূগোল Ⓑ বসতি ভূগোল
Ⓒ কৃষি ভূগোল Ⓓ সমুদ্র ভূগোল Ans Ⓓ

04. ভূমিধসের বিষয় আলোচনা করা হয়? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ বাস্তুবিদ্যায় Ⓑ ভূমিরূপবিদ্যায়
Ⓒ জলবায়ু বিদ্যায় Ⓓ সমুদ্রবিদ্যায় Ans Ⓑ

05. প্রাকৃতিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ মৃত্তিকা বিশ্লেষণ Ⓑ মহাকাশ গবেষণা
Ⓒ জীবের উৎপত্তি Ⓓ বায়ুমণ্ডলীয় তাৎপর্য Ans Ⓓ

06. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ পানি চক্র Ⓑ বসতি Ⓖ নগরায়ণ Ⓓ শিল্পায়ন Ans Ⓐ

07. নিম্নের কোনটি বৃহৎ স্কেল মানচিত্র? [৪০ তম বিসিএস]
Ⓐ ১ : ১০,০০০ Ⓑ ১ : ১০০,০০০
Ⓒ ১ : ১০,০০,০০০ Ⓓ ১ : ২৫,০০,০০০ Ans Ⓐ

08. ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কোন জেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে? [কম্পট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্সের অডিটর'১৯]
Ⓐ শেরপুর Ⓑ টাঙ্গাইল Ⓒ গোপালগঞ্জ Ⓓ মুন্সিগঞ্জ Ans Ⓓ

প্রথম পত্র
অধ্যায়-২

পৃথিবীর গঠন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূ-পৃষ্ঠের কত শতাংশ পানি– ৭১ শতাংশ।
- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গের নাম- মাউন্ট এভারেস্ট, হিমালয়।
- পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চলের নাম কী- ম্যারিয়ানা খাত।
- প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী যেমন ছিল- জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড।
- সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবীর ভিতরের অংশ পূর্ণ ছিল- লোহা জাতীয় গ্যাসে।
- পানি কত তাপমাত্রায় বরফ হয়- ০° সে.।
- বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থ একপাত্রে রাখলে কিসের ভিত্তিতে স্থান পরিবর্তন করে- আপেক্ষিক গুরুত্ব।
- পৃথিবীর একেবারের উপরের অংশকে বলে- ভূত্বক।
- জলীয়বাষ্পের উপাদান- হাইড্রোজেন ও পানি।
- জোয়ার-ভাটার কারণ- চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ।
- পৃথিবীর আনুমানিক বয়স- প্রায় চারশত পঞ্চাশ কোটি বছর।
- পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ- ৬৪০০ কি.মি.।
- ভূ-অভ্যন্তরের স্তর- ৩টি।
- পৃথিবীর উপরের পাতলা ও কঠিন শিলাস্তরকে বলে- ভূত্বক।
- ভূত্বকের অপর নাম- অশ্মমণ্ডল।
- ভূত্বকের গড় গভীরতা- ১৭ কিলোমিটার।
- ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়- ৩০° সে.
- অশ্মমণ্ডলের স্তর- ২টি।
- সিয়াল স্তরের অপর নাম- মহাদেশীয় ভূত্বক।
- সিমা স্তরের অপর নাম- মহাসাগরীয় ভূত্বক।
- অশ্মমণ্ডলের পরের স্তরের নাম- গুরুমণ্ডল।
- গুরুমণ্ডলের ১০০ কি.মি. গভীরতায় তাপমাত্রা- ১১০০°-১২০০° সে.।
- বহিঃগুরুমণ্ডল ও অন্তঃগুরুমণ্ডল সংযোগকারী রেখাকে বলে- গুটেনবার্গ বিযুক্তি।
- গুরুমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের মধ্যকার পাতলা স্তরটির নাম- মোহোবিযুক্তি রেখা।
- পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে গোলাকার বস্তুপিণ্ড আছে তা হলো – কেন্দ্র মণ্ডল।
- কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসার্ধ- প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি.।
- কেন্দ্রমন্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব – ১০-১৩.৬।
- কেন্দ্রমণ্ডলের চাপ ভূপৃষ্ঠের চাপ অপেক্ষা- ৩০-৪০ গুণ বেশি।
- কেন্দ্রমণ্ডলের কয়টি অংশ- ২টি।
- পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপ বায়ুমন্ডলের চাপের – ৩০ গুণ।
- ভূকম্পন মাপার যন্ত্রের নাম- সিসমোগ্রাফ।
- ভূকম্পনের তরঙ্গ কয় প্রকার হয়- ৩ প্রকার।
- পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ- ৩০০০°-৫০০০° সে.।
- কতগুলো অক্সাইড ও খনিজ মিশ্রিত হয়ে যে পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে – শিলা বলে।
- সিমা স্তরের প্রতি সেকেন্ডে ভূকম্পনের মাত্রা কত- ৭ কি.মি.।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাপানের ফুজিয়ামা কোন ধরনের পর্বত? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ ভঙ্গিল Ⓑ ক্ষয়জাত Ⓒ সঞ্চয়জাত Ⓓ ল্যাকোলিথ Ans Ⓒ

02. পামীর মালভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ অস্ট্রেলিয়া Ⓑ আফ্রিকা Ⓒ ইউরোপ Ⓓ এশিয়া Ans Ⓓ

03. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বদ্বীপ অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ উত্তর-পূর্ব Ⓑ উত্তর-পশ্চিম Ⓒ দক্ষিণ-পূর্ব Ⓓ দক্ষিণ-পশ্চিম Ans Ⓓ

04. হিমালয় কোন ধরনের পর্বত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ভঙ্গিল Ⓑ আগ্নেয় Ⓒ চ্যুতিস্তূপ Ⓓ ক্ষয়জাত Ans Ⓐ

05. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ গারো Ⓑ চিম্বুক Ⓒ চন্দ্রনাথ Ⓓ তাজিংডং Ans Ⓓ

06. ভূত্বকের গড় গভীরতা কত কিলোমিটার? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ৭ Ⓑ ১৭ Ⓒ ২৭ Ⓓ ৩৭ Ans Ⓑ

07. আকরিক লৌহ থেকে কি প্রস্তুত হয়? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ সিমেন্ট Ⓑ গ্রানাইট Ⓒ সিরামিক Ⓓ ইস্পাত Ans Ⓓ

08. লালমাই পাহাড়ের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ১৪ Ⓑ ২৪ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৪৪ Ans Ⓒ

CamScanner

09. বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোথায় অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ বাংলাদেশ Ⓑ ভারত Ⓒ পাকিস্তান Ⓓ মিয়ানমার **Ans A**

10. কোনটি ইউরোপের পর্বতমালা? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ আল্পস Ⓑ আন্দিজ Ⓒ রকি Ⓓ হিমালয় **Ans A**

প্রথম পত্র — অধ্যায়-৩: ভূমিরূপ পরিবর্তন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ হলো- খনিজ।
- খনিজের কাঠিন্য মাপার যন্ত্রের নাম- মোহস।
- অধাতব খনিজ হলো- চুনাপাথর, মার্বেল, জিপসাম, গ্রাফাইট ইত্যাদি।
- জ্বালানি খনিজ হলো- তেল, গ্যাস, কয়লা।
- কোয়ার্টজ কী দ্বারা গঠিত- সিলিকন ও অক্সিজেন।
- সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোন খনিজ- কোয়ার্টজ।
- প্লাস্টার অব প্যারিস প্রস্তুতে কোন খনিজ ব্যবহৃত হয়- জিপসাম।
- শিলা কী- খনিজের মিশ্রণ।
- পৃথিবীতে খনিজের সংখ্যা- দুই হাজারের অধিক।
- বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হলে তাকে বলে- শিলা।
- বেশির ভাগ খনিজ কয়টি মৌল দ্বারা গঠিত – ৮টি।
- শিলা- ৩ প্রকার।
- যে শিলা অগ্নিময় অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে- আগ্নেয় শিলা।
- শিলাসমূহের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে- আগ্নেয় শিলা।
- আগ্নেয় শিলার আরেক নাম- প্রাথমিক শিলা।
- আগ্নেয় শিলার উদাহরণ – টাফ ও ব্রেসিয়া।
- রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয় শিলা কত প্রকার- ২ প্রকার।
- যে আগ্নেয় শিলা কংক্রিটের কাজের জন্য আদর্শ- ব্যাসল্ট।
- আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য হলো- স্তরবিহীন, জীবাশ্মবিহীন ও কেলাসিত।
- পলি জমে যে শিলার উৎপত্তি হয়- পাললিক শিলা।
- যে শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায়- পাললিক শিলায়।
- অতি সূক্ষ্ম পলল দ্বারা গঠিত পাললিক শিলা- কর্দম শিলা।
- সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যে জাতীয় শিলা দেখা যায়- চুনাময় শিলা।
- ডলোমাইট যে জাতীয় শিলা- কার্বনেট।
- জিপসাম যে জাতীয় শিলা- সালফেট।
- উৎপত্তি অনুসারে পাললিক শিলা- ২ প্রকার।
- পাললিক শিলার উদাহরণ- বেলে পাথর, কনগ্লোমারেট।
- চুনাপাথরের উপাদান কোনটি- ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
- যে শিলা স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে- পাললিক শিলা।
- যে শিলায় তরঙ্গ চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়- পাললিক শিলায়।
- চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে কী হয়- মার্বেল পাথর।
- গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হয়ে কিসে পরিণত হয়- নিসে।
- রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ হলো- মার্বেল, নিস, স্লেট, কোয়ার্টজাইট, সিস্ট প্রভৃতি।
- ভূ-অভ্যন্তরে তাপ চাপের পার্থক্যের ফলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা- ভূ-আলোড়ন।
- আনুভূমিক আলোড়নকে বলে- গিরিজনি আলোড়ন।
- ভঙ্গিল পর্বতের সর্বোচ্চ অংশকে বলে- ঊর্ধ্বভাজ।
- ভঙ্গিল পর্বতের সর্বনিম্ন অংশকে কী বলে- অধঃভাজ।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নদীর গভীরতা বৃদ্ধির কারণ কোনটি? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ পার্শ্বক্ষয়ের ফলে Ⓑ তলদেশ ক্ষয়ের দরুন
Ⓒ স্রোতের বেগ কমলে Ⓓ ঢাল হ্রাসের ফলে **Ans B**

02. লৌহ কোন রাসায়নিকে বিচূর্ণীভূত হয়? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ অক্সিডেশন Ⓑ হাইড্রেশন Ⓒ কার্বনেশন Ⓓ হাইড্রোলাইসিস **Ans C**

03. পদ্মা নদীর উৎপত্তি কোথায়? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ মানস সরোবরে Ⓑ লুসাই পাহাড়ে
Ⓒ নাগা-মনিপুরে Ⓓ গঙ্গোত্রী হিমবাহে **Ans D**

04. পার্বত্য এলাকায় নদীর পানি হঠাৎ খাড়া ঢাল দিয়ে নিচে পতিত হলে তাকে কী বলে? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ক্যাসকেড Ⓑ খরস্রোত
Ⓒ জলপ্রপাত Ⓓ গিরিখাত **Ans C**

05. পদ্মার উপনদী কোনটি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ মধুমতি Ⓑ গড়াই Ⓒ আড়িয়াল খাঁ Ⓓ মহানন্দা **Ans D**

06. পৃথিবীর ভূত্বক কয়টি বৃহৎ প্লেট দ্বারা গঠিত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ০৫ Ⓑ ০৭ Ⓒ ০৯ Ⓓ ১১ **Ans B**

07. ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে? [১৩তম নিবন্ধন]
Ⓐ বরাইল Ⓑ কৈলাস
Ⓒ কাঞ্চনজঙ্ঘা Ⓓ গডউইন অস্টিন **Ans B**

08. জোয়ারভাটা হয় না কোন নদীতে? [নির্বাচন কমিশন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক'১৬]
Ⓐ গোমতী Ⓑ পদ্মা Ⓒ মেঘনা Ⓓ যমুনা **Ans A**

09. নিচের কোন নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে? [NSI এর সহকারী পরিচালক '১৫]
Ⓐ করতোয়া Ⓑ কর্ণফুলি
Ⓒ হালদা Ⓓ মাতামুহুরী **Ans C**

10. ব্রহ্মপুত্র কোথায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা'১৩]
Ⓐ লালমনিরহাটে Ⓑ নীলফামারীতে
Ⓒ কুড়িগ্রামে Ⓓ ভুরুঙ্গামারীতে **Ans C**

প্রথম পত্র — অধ্যায়-৪: বায়ুমণ্ডল ও বায়ুদূষণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- পৃথিবীকে বেষ্টনকারী বায়ুর স্তরকে বলে- বায়ুমণ্ডল।
- বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ হলো- বায়ু।
- বায়ু মিশ্রিত কঠিন ও তরল কণিকাগুলোকে একত্রে বলে- রঞ্জক পদার্থ।
- বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বেশি অংশ জুড়ে আছে- অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন।
- অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে কত শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে- ৯৮.৭৩ শতাংশ।
- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কত- ০.০৩%।
- বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ- প্রায় ২০.৭১ শতাংশ।
- বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ- ৭৮.০২%।
- বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাস সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে- নাইট্রোজেন।
- কোন গ্যাস সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয়- ওজোন গ্যাস।
- বায়ুমণ্ডল প্রধানত কয় স্তরে বিভক্ত- ৫টি।
- ভূপৃষ্ঠের কত কিমি. এর মধ্যে ওজোনোস্ফিয়ার দেখা যায়- ২০-৫০ কিমি.।
- ওজোনমণ্ডলের তাপমাত্রা- ৭৬° সে.।
- ওজোনমণ্ডলের ওপরের সরু সন্ধি অঞ্চলের নাম- স্ট্রাটোপজ।
- বেতার তরঙ্গ যে স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে- থার্মোস্ফিয়ার।
- থার্মোস্ফিয়ারের আরেক নাম- আয়নোস্ফিয়ার।
- সমমণ্ডলের একেবারে বাহিরের স্তরের নাম- এক্সোস্ফিয়ার।
- গাছের খাদ্য প্রস্তুতে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়- কার্বন ডাইঅক্সাইড।
- জেট বিমান যে স্তর দিয়ে চলাচল করে- ট্রপোস্ফিয়ার।
- এক্সোস্ফিয়ার গঠিত - অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দ্বারা।
- পৃথিবীর সৌরপর্দা হলো - ওজনোস্ফিয়ার।
- বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ ঘটে- ট্রপোস্ফিয়ারে।

CamScanner

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ট্রপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে তাপের হ্রাস Ⓑ বেতার তরঙ্গেও প্রতিফলন
Ⓒ অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ Ⓓ বায়ুর উষ্ণতা দ্রুত বৃদ্ধি **Ans Ⓐ**

02. বায়ুতে অক্সিজেনের শতকরা হার কত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ১৫ Ⓑ ১৭ Ⓒ ১৯ Ⓓ ২১ **Ans Ⓓ**

03. পৃথিবীর সৌরপর্দা কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ ট্রপোস্ফিয়ার Ⓑ থার্মোস্ফিয়ার
Ⓒ ওজোনোস্ফিয়ার Ⓓ এক্সোস্ফিয়ার **Ans Ⓒ**

04. জলাভূমিতে কোন দূষক পদার্থটি সৃষ্টি হয়? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ ক্রিপটন Ⓑ জেনন
Ⓒ আর্গন Ⓓ মিথেন **Ans Ⓓ**

05. স্বাভাবিক অবস্থায় কত মিটার উচ্চতায় ১° সে. তাপমাত্রা হ্রাস পায়? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ ১৪৬ Ⓑ ১৫৬ Ⓒ ১৬৬ Ⓓ ১৭৬ **Ans Ⓒ**

06. বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়– [৩৮তম বিসিএস]
Ⓐ স্ট্রাটোস্ফিয়ার Ⓑ ট্রপোস্ফিয়ার
Ⓒ আয়নোস্ফিয়ার Ⓓ ওজোনস্তর **Ans Ⓒ**

07. বায়ুমণ্ডলে শতকরা কতভাগ আর্গন বিদ্যমান? [৩৬ তম বিসিএস]
Ⓐ ৭৮.০ Ⓑ ০.৮
Ⓒ ০.৪১ Ⓓ ০.৩ **Ans Ⓑ**

08. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত ভাগ? [৩৫তম বিসিএস/সহকারী আবহাওয়াবিদ '০৭]
Ⓐ ৮২.০২% Ⓑ ৭৮.০১%
Ⓒ ৮০.০২% Ⓓ ৭৬.০২% **Ans Ⓑ**

09. বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাস সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন(স্কুল /সমপর্যায়)১৯]
Ⓐ অক্সিজেন Ⓑ কার্বন ডাইঅক্সাইড
Ⓒ নাইট্রোজেন Ⓓ হাইড্রোজেন **Ans Ⓒ**

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৫

জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বায়ুর তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা বায়ু প্রবাহের গড় অবস্থাকে বলে–.আবহাওয়া।
- সূর্য থেকে যে আলো পৃথিবী গ্রহণ করে তাকে কী বলে– সৌরতাপ।
- পৃথিবীর গৃহীত সৌরশক্তি হলো– সৌরতাপ ।
- বায়ুমণ্ডল কয়ভাবে সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করে– দুইভাবে।
- কার্যকরী সৌরতাপ কত শতাংশ– ৬৬%।
- সৌরতাপ কয়টি প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে– ৬টি।
- উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ হতে তাপ বিকিরিত হয়ে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়; এটি– বিকিরণ প্রক্রিয়া।
- তাপের সর্বোত্তম বাহক– জলীয় বাষ্প।
- যে অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয়– নিরক্ষীয় অঞ্চলে।
- সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়লে ভূপৃষ্ঠ– অধিক উত্তপ্ত হয়।
- স্বাভাবিকভাবে ১০০০ মিটার উচ্চতার জন্য কত ডিগ্রি তাপমাত্রা হ্রাস পায়– ৬.৪° সে.
- আফ্রিকার যে পর্বত নিরক্ষরেখার ওপর অবস্থিত– কিলিমানজারো।
- মেঘমুক্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অপেক্ষা– অধিক উষ্ণ।
- সূর্যের কেন্দ্রভাগের তাপমাত্রা কত– ১০০০০° সে.
- ২১ মার্চ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে– গ্রীষ্মকাল।
- উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন– শীতকাল।
- উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড়দিন– ২১ জুন।
- সূর্য কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়– ২১ জুন।
- সূর্যরশ্মি জলভাগের কত নিচে পৌঁছাতে পারে– ১৮ মি.।
- উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম– থার্মোমিটার।
- ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্রে কত ডিগ্রিকে হিমাঙ্ক ধরা হয়– ৩২°।
- সেন্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্রে হিমাঙ্ক– ০° সে.।
- সমান উষ্ণতা সম্পন্ন এলাকাগুলোর কল্পিত রেখা– সমোষ্ণ রেখা।
- সূর্য উত্তরগোলার্ধের নিকটে এবং দক্ষিণগোলার্ধ থেকে দূরে অবস্থান করে– জুলাই মাসে।
- জানুয়ারি মাসে উত্তর গোলার্ধে– শীতকাল।
- বায়ু যে ওপরে, নিচে এবং পার্শ্বে চাপ প্রয়োগ করে তাই– বায়ুচাপ।
- ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুর চাপ- সমান হয় না।
- ভূপৃষ্ঠের উপরের দিকে– বায়ুর চাপ কমে।
- বায়ুর চাপ পরিমাপের একক -মিলিবার।
- বায়ুর চাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম - ব্যারোমিটার।
- অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার দেখতে– টেবিল ঘড়ির মতো।
- ভূপৃষ্ঠে কয়টি চাপ বলয় আছে– ৭টি।
- দুই মেরুর নিকটবর্তী এলাকায় বায়ু সর্বদা কেমন থাকে– শীতল।
- অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ যে মহাসাগরের অন্তর্গত– প্রশান্ত।
- সূর্য মকরক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়– জানুয়ারি মাসে।
- বায়ুর আনুভূমিক প্রবাহ হলো– বায়ুপ্রবাহ ।
- বায়ুপ্রবাহের মূল কারণ কোনটি– বায়ুর চাপ।
- উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে নিয়মিত প্রবাহিত হয়– নিয়ত বায়ু।
- গর্জনশীল চল্লিশ-এর বিস্তার কত ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে– ৪০°- ৪৫° দক্ষিণ।
- মেরু অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু– মেরু বায়ু।
- মৌসুমি বায়ু, সমুদ্র বায়ু, পার্বত্য বায়ু প্রভৃতি হলো– সাময়িক বায়ুর ।
- ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে– স্থানীয় বায়ু।
- রকি পর্বতের পূর্ব পাশে যে শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে– চিনুক।
- সাহারা ও আরব মরুভূমিতে গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে প্রবাহিত বায়ু– সাইমুম।
- 'লু' – একটি স্থানীয় বায়ু।
- মিশরের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর নাম – খামসিন।
- সাহারা মরুভূমি থেকে বালু বহনকারী যে বায়ু আফ্রিকার দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলে– হারমাতান।
- উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিবাত হলো– হ্যারিকেন, টর্নেডো, টাইফুন।
- উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিবাত চীন ও জাপানে কী নামে পরিচিত– টাইফুন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. অশ্ব অক্ষাংশ নামে পরিচিত হচ্ছে? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ উত্তর আটলান্টিকের শান্তবলয় Ⓑ দক্ষিণ আটলান্টিকের শান্তবলয়
Ⓒ নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় Ⓓ মেরুবৃত্তীয় নিম্নচাপ বলয় **Ans Ⓐ**

02. বাংলাদেশে কালবৈশাখি ঝড় কোন দিক দিয়ে আসে? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ উত্তর-পূর্ব Ⓑ উত্তর-পশ্চিম Ⓒ দক্ষিণ-পূর্ব Ⓓ দক্ষিণ-পশ্চিম **Ans Ⓑ**

03. কোন মহাসাগরের প্রবল বায়ুপ্রবাহ গর্জনশীল চল্লিশা নামে পরিচিত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ উত্তর মহাসাগর Ⓑ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর
Ⓒ দক্ষিণ মহাসাগর Ⓓ দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর **Ans Ⓓ**

04. 'গর্জনশীল চল্লিশা'র সাথে সম্পর্কযুক্ত বায়ু কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ মেরু বায়ু Ⓑ অয়ন বায়ু Ⓒ পশ্চিমা বায়ু Ⓓ স্থানীয় বায়ু **Ans Ⓒ**

05. কোন মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ কিউমুলাস Ⓑ কিউমুলোনিম্বাস
Ⓒ অলটোস্ট্রাটাস Ⓓ অলটোকিমুলাস **Ans Ⓑ**

06. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে দেখা যায়? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ সিলেট Ⓑ রংপুর Ⓒ খুলনা Ⓓ বরিশাল **Ans Ⓐ**

07. সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ সে.মি. এ– [২৬তম বিসিএস; ১১তম বিসিএস]
Ⓐ ৫ কি.মি. Ⓑ ১০ কি.মি. Ⓒ ২৭ কি. গ্রাম Ⓓ ১০ নিউটন **Ans Ⓓ**

08. সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ কত? [১৯তম বিসিএস]
Ⓐ ৭৬ সে.মি. Ⓑ ৭.৬ সে.মি.
Ⓒ ৭৭ সে.মি. Ⓓ ৭২ সে.মি. **Ans Ⓐ**

09. বায়ুমণ্ডলের চাপের ফলে ভূগর্ভস্থ পানি লিফ্ট পাম্পের সাহায্যে সর্বোচ্চ যে গভীরতা থেকে ওঠানো যায়– [১৭তম বিসিএস]
Ⓐ ১ মিটার Ⓑ ১০ মিটার
Ⓒ ১৫ মিটার Ⓓ ৩০ মিটার **Ans Ⓑ**

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৬

জলবায়ু অঞ্চল ও জলবায়ু পরিবর্তন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোনো বিস্তৃত অঞ্চলে জলবায়ুর উপাদান একই হলে তাকে বলে– জলবায়ু অঞ্চল।
- মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোন প্রকার জলবায়ু বেশি উপযোগী– নাতিশীতোষ্ণ।
- নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত দেশ– ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া।
- বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল যে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য– ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু।
- মেরু অঞ্চলের জলবায়ুকে বলে– মেরুদেশীয় জলবায়ু।
- অধিকাংশ সময় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হয়– মেরুদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলে।
- পর্বতগুলোর শীর্ষদেশে যে জলবায়ু বিরাজ করে তার নাম– পার্বত্য জলবায়ু।
- মৌসুম শব্দের অর্থ– ঋতু।
- মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে উষ্ণতম ও শীতলতম মাস যথাক্রমে– জুলাই ও জানুয়ারি।
- পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতপ্রবণ গ্রাম– ভারতের মৌসিনরাম।
- ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে প্রধান বৃক্ষ– জলপাই।
- সাধারণত ৩০ - ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলা হয়- জলবায়ু।
- সাভানা তৃণভূমি গড়ে ওঠেছে- ক্রান্তীয় মহাদেশীয় অঞ্চলে।
- বৃষ্টিবহুল শীতকাল ও বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল যে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য- ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর।
- বেলা দ্বিপ্রহরের পরে সর্বোচ্চ এবং শেষ রাত্রিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করে - ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কলকারখানার ধোঁয়া থেকে নির্গত হয় ? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ নিয়ন Ⓑ কার্বন
Ⓒ জেনন Ⓓ আর্গন
Ans Ⓑ

02. বাংলাদেশে প্রধান তিনটি ঋতুর অন্যতম প্রধান কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ বসন্ত Ⓑ শরৎ
Ⓒ গ্রীষ্ম Ⓓ হেমন্ত
Ans Ⓒ

03. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ প্রধানত কোন জলবায়ুর অন্তর্গত ? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ নিরক্ষীয় Ⓑ মৌসুমি
Ⓒ ভূমধ্যসাগরীয় Ⓓ মহাদেশীয়
Ans Ⓑ

04. নিম্নের কোন গ্যাসটি গ্রিন হাউজ গ্যাস নয় ? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ অক্সিজেন Ⓑ নাইট্রাস অক্সাইড
Ⓒ কার্বন মনোক্সাইড Ⓓ মিথেন
Ans Ⓐ

05. বাংলাদেশের জলবায়ু কী ধরনের? [৩৮তম বিসিএস]
Ⓐ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু Ⓑ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু
Ⓒ উপক্রান্তীয় জলবায়ু Ⓓ আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু
Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশে কালবৈশাখির ঝড় কখন হয়? [৩৫তম বিসিএস]
Ⓐ মৌসুমি বায়ু ঋতুতে Ⓑ শীতকালে
Ⓒ মৌসুমি বায়ু ঋতুর পরবর্তী সময়ে Ⓓ প্রাক-মৌসুমি বায়ু ঋতুতে
Ans Ⓓ

07. বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থানের নাম কী? [৩৬তম বিসিএস]
Ⓐ পুটিয়া, রাজশাহী Ⓑ নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
Ⓒ লালপুর, নাটোর Ⓓ ঈশ্বরদী, পাবনা
Ans Ⓒ

08. বাংলাদেশের কোন ঋতুকে শুভ্র ঋতু বলা হয়? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ১৯]
Ⓐ শরৎ Ⓑ বর্ষা
Ⓒ হেমন্ত Ⓓ বসন্ত
Ans Ⓑ

09. বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (প্রায়) কত? [১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৫]
Ⓐ ২৯০ সে.মি. Ⓑ ১৮০ সে.মি.
Ⓒ ১২০ সে.মি. Ⓓ ২০৩ সে.মি.
Ans Ⓓ

10. বাংলাদেশে ঋতু কয়টি? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারী ১৩]
Ⓐ ৫টি Ⓑ ৬টি Ⓒ ৭টি Ⓓ ৮টি
Ans Ⓑ

প্রথম পত্র
অধ্যায়-৭

বারিমণ্ডল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশকে বলে– স্থল মণ্ডল।
- ভূপৃষ্ঠের নিচু অংশকে বলে– বারিমণ্ডল।
- ভূপৃষ্ঠের কত শতাংশ এলাকা বারিমণ্ডল– ৭১ শতাংশ।
- বারিমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ জলরাশিকে বলে– মহাসাগর।
- মহাসাগর অপেক্ষা আয়তনে ছোট জলরাশিকে বলে– সাগর।
- তিনদিকে স্থলবেষ্টিত জলরাশিকে বলে– উপসাগর।
- চারদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত প্রাকৃতিক জলরাশিকে বলে–হ্রদ।
- পৃথিবীতে মহাদেশ আছে– ৭টি।
- পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ – এশিয়া।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশের নাম – অস্ট্রেলিয়া।
- মহাদেশগুলোকে আবৃত করে যে জলরাশি আছে তাকে বলে– মহাসাগর।
- পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর– প্রশান্ত মহাসাগর।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর– দক্ষিণ মহাসাগর।
- গভীরতম মহাসাগর– প্রশান্ত মহাসাগর।
- গভীরতায় কোন মহাসাগরের অবস্থান বিশ্বে ২য়– ভারত মহাসাগর।
- প্রশান্ত মহাসাগর সমগ্র ভূপৃষ্ঠের কত অংশ দখল করে আছে–১/৩ অংশ।
- প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা– ৪২৭০ মি.।
- প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণ করেন–ম্যাগেলান।
- আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন – ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কি.মি.।
- এন্টার্কটিকা মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত মহাসাগর– দক্ষিণ মহাসাগর।
- সমুদ্র উপকূল থেকে ১৮০ মিটার গভীরতার অঞ্চলকে বলে– মহীসোপান।
- তীর ভূমির যে স্থানে জোয়ারভাটার পানি উঠানামা করে তা– তটদেশীয় অঞ্চল।
- তটদেশীয় অঞ্চল হতে মহীসোপানের সীমা পর্যন্ত অঞ্চলের নাম– ঝিনুক অঞ্চল
- পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রখাতের নাম– ম্যারিয়ানা খাত।
- ম্যারিয়ানা খাতের গভীরতা– ১০.৮৬ কি.মি.।
- সমুদ্রের যে অঞ্চল থেকে হীরা, মুক্তা সংগ্রহ করা হয়– সমুদ্রের সমভূমি।
- সমুদ্রের কোন অঞ্চল দিয়ে জাহাজ চলাচল করে– গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চল দিয়ে।
- ফিলিপাইন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত– মিন্দানাও খাত।
- আগ্নেয়গিরি ও প্রবাল কীট দ্বারা গঠিত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।
- আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত– পোয়ের্টোরিকো খাত।
- মহীসোপান ২ ভাগে বিভক্ত। যথা : তটদেশীয় অঞ্চল ও ঝিনুক অঞ্চল।
- আটলান্টিক মহাসাগরের আকৃতি - ইংরেজি 'S' অক্ষরের মতো।
- গভীর সমুদ্রের সমভূমির গড় গভীরতা - ৩ কি.মি.- ৫ কি.মি.।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বারিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্তি কোনটি ? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ ভূমিকম্প Ⓑ ইকোসিস্টেম Ⓒ বিচূর্ণীভবন Ⓓ জোয়ারভাটা
Ans Ⓓ

02. পৃথিবীপৃষ্ঠে সমুদ্রভাগের ক্ষেত্রফল কত মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার ? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ৩৪১ Ⓑ ৩৬১ Ⓒ ৩৭১ Ⓓ ৩৮১
Ans Ⓑ

03. মহাদেশগুলোর বাইরের দিকে সমুদ্রের অগভীর অংশকে কী বলে ? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ মহীসোপান Ⓑ মহীস্ফীতি Ⓒ মহীখাদ Ⓓ মহীঢাল
Ans Ⓐ

04. শৈলশিরা দেখা যায় কোথায় ? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ পর্বতমালায় Ⓑ মালভূমিতে
Ⓒ উপকূলে Ⓓ মহাসাগরের তলে
Ans Ⓓ

05. একটি মূল স্রোত থেকে আরেকটি স্রোতের সৃষ্টি কী কারণে হয় ? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ভূভাগের অবস্থান Ⓑ সমুদ্রের লবণাক্ততা
Ⓒ বাষ্পীভবনের তারতম্য Ⓓ বায়ু চাপ
Ans Ⓐ

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-১

মানব ভূগোল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভূগোলের যে শাখায় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা হয় তাকে বলে- অর্থনৈতিক ভূগোল।
- অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় – মানুষ।
- পরিবেশ- দুই প্রকার।
- বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এত ভিন্নতার কারণ – পরিবেশের তারতম্য।
- ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু যে পরিবেশের অংশ- প্রাকৃতিক।
- পার্বত্য অঞ্চল- শ্বাপদসংকুল ও বন্ধুর।
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল- মাছধরা ও পশু শিকার।
- বাংলাদেশের তিনদিকে কোন রাষ্ট্র আছে- ভারত।
- বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের যে দিকে অবস্থিত- দক্ষিণে।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য- ৫টি।
- বাংলাদেশের মোট সীমান্তরেখা- ৪৭১১ কি.মি.।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখা- ৩৭১৫ কি.মি.।
- মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখা কত- ২৮০ কি.মি.।
- এশিয়া মহাদেশের যে দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত- দক্ষিণে।
- জনসংখ্যার দিক হতে বাংলাদেশ পৃথিবীতে- ৮ম।
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ- ৮টি।
- ময়মনসিংহ বিভাগ সৃষ্টি হয়- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫।
- ঢাকা বিভাগে জেলা আছে- ১৩টি।
- রাজশাহী বিভাগে জেলা আছে- ৮টি।
- খুলনা বিভাগে জেলা আছে- ১০টি।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট বিভাগ- ময়মনসিংহ।
- আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিভাগ – চট্টগ্রাম।
- পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ – বাংলাদেশ।
- পাহাড়ি এলাকার চাষপদ্ধতিকে বলে- জুম চাষ।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ – তাজিংডং বা বিজয়।
- টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার ভূমিরূপের নাম – মধুপুর গড়।
- শীতকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর নাম – উত্তর- পূর্ব মৌসুমিবায়ু।
- দেশের মোট কাঠের কত শতাংশ বনভূমি থেকে পাওয়া যায়- ৬০ শতাংশ।
- বাংলাদেশের জলবায়ু- সমভাবাপন্ন।
- বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত- ৩৪° ও ২১° সে.
- শীতকালে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত- ১১° সে.।
- কালবৈশাখি ঝড় যে মাসে হয়- মার্চ-এপ্রিল।
- বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ুর অগ্রদূত বলা হয় – কালবৈশাখি ঝড়কে।
- বাংলাদেশে বর্ষাকালীন গড় তাপমাত্রা-২৭° সে.।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি – কৃষিকাজ।
- ভূপৃষ্ঠের সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণ ও কোমল স্তরকে বলে- মৃত্তিকা।
- বৃহত্তর পটুয়াখালী এবং বরিশাল জেলায় লবণাক্ত মৃত্তিকা নামে পরিচিত- মহিনা।
- মাটি ক্ষয়ের কারণ – বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা কোনটি? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ নিমিত্তবাদ Ⓑ সম্ভাবনাবাদ
Ⓒ পরিবেশবাদ Ⓓ নব্য সম্ভাবনাবাদ **Ans A**

02. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি ভূগোলের কোন শাখায় আলোচ্য বিষয়? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ নগর ভূগোল Ⓑ বসতি ভূগোল
Ⓒ রাজনৈতিক ভূগোল Ⓓ সাংস্কৃতিক ভূগোল **Ans D**

03. সমুদ্রবেষ্টিত দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ জাপান Ⓑ ভারত
Ⓒ উত্তর কোরিয়া Ⓓ দক্ষিণ কোরিয়া **Ans A**

04. বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারতের? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ আসাম ও ত্রিপুরা Ⓑ মেঘালয় ও ত্রিপুরা
Ⓒ মেঘালয় ও আসাম Ⓓ আসাম ও মনিপুর **Ans C**

05. নারায়ণগঞ্জ কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ মধুমতি Ⓑ মেঘনা Ⓒ বুড়িগঙ্গা Ⓓ শীতলক্ষ্যা **Ans D**

06. বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত দ্রাঘিমা রেখা কোনটি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ৮৮° পূ. Ⓑ ৯০° পূ.
Ⓒ ৮৮° প. Ⓓ ৯০° প. **Ans B**

07. বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠী রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ সাঁওতাল Ⓑ চাকমা
Ⓒ গারো Ⓓ মারমা **Ans A**

08. বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ কয়টি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ ৫ Ⓑ ৬ Ⓒ ৭ Ⓓ ৮ **Ans D**

09. মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয় কোনটি? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ খনিজ Ⓑ জলবায়ু Ⓒ ভূমিরূপ Ⓓ হিমবাহ **Ans A**

10. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ আফ্রিকা Ⓑ এশিয়া Ⓒ ইউরোপ Ⓓ আফ্রিকা **Ans B**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-২

জনসংখ্যা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী লোকজনকে বলে- জনসংখ্যা।
- জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা- ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন।
- জনসংখ্যায় পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান- ৮ম।
- মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ।
- বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত- ১.২২%।
- বর্তমানে বাংলাদেশে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত- ৯৮ : ১০০।
- জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব- ১১১৯ জন।
- জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের স্থূল জন্মহার- ১৮.১জন (প্রতি হাজারে)।
- জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের স্থূল মৃত্যুহার- ৫.১ জন (প্রতি হাজারে)।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান প্রত্যাশিত গড় আয়ু- ৭২.৮ বছর।
- বাংলাদেশে কয়টি সিটি কর্পোরেশন আছে- ১২টি।
- জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক হতে দেশের কোন থানা প্রথম- ঢাকার কোতোয়ালি থানা।
- জনসংখ্যা উন্নয়নের পরিকল্পনাকে বলে- জনসংখ্যা নীতি।
- বাংলাদেশের মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ কত- .১৫ একরের কম।
- জনসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেলে তাকে বলে- জনসংখ্যা বিস্ফোরণ।
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব মতে কোনো দেশের জনসংখ্যা বাড়ে- জ্যামিতিক হারে।
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রবক্তা – ডালটন।
- জনসংখ্যা যে পরিমাণ হলে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়- কাম্য জনসংখ্যা।
- অভিগমন (Migration) বলতে বোঝায়- কোনো জায়গায় বহুদিন বা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ বা বিচরণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- অভিগমন ২ প্রকার - ১) আন্তর্জাতিক অভিগমন ২) অভ্যন্তরীণ অভিগমন
- এ শ্রেণির অভিগমনকারীরা কয়েক বছরের জন্য অভিগমন করে থাকলেও পুনরায় তারা তাদের উৎসস্থানে ফিরে আসে- সমকালীন অভিগমন (Periodic Migration)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- গম উৎপাদনে বাংলাদেশের যে জেলা প্রথম- ঠাকুরগাঁও।
- বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রগুলোতে কত রকমের মাছ পাওয়া যায়- ২৫০ রকম।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃত্রিম জলাশয় – কাপ্তাই হ্রদ।
- উত্তরা গণভবন অবস্থিত- নাটোর।
- বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য মাছের কত অংশ চিংড়ি- ৬৫%।
- মোট রপ্তানিকৃত চিংড়ির কত অংশ গলদা- ৭০ শতাংশ।
- মৎস্য শিকার ট্রেনিংকেন্দ্র অবস্থিত- চাঁদপুর।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. আখের আদিভূমি কোথায় অবস্থিত? [সকল বোর্ড- ২০১৯]
Ⓐ ভারত Ⓑ ব্রাজিল Ⓒ ইন্দোনেশিয়া Ⓓ মেক্সিকো **Ans Ⓑ**
02. বিশ্বের সর্বাধিক আখ উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৮]
Ⓐ থাইল্যান্ড Ⓑ ব্রাজিল Ⓒ ইন্দোনেশিয়া Ⓓ মেক্সিকো **Ans Ⓑ**
03. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৭]
Ⓐ চা Ⓑ পাট Ⓒ আখ Ⓓ তামাক **Ans Ⓑ**
04. ঢালু ভূমি ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত কোন ফসল চাষের সহায়ক? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ গম Ⓑ ধান Ⓒ আখ Ⓓ চা **Ans Ⓓ**
05. বিশ্বের সর্বোচ্চ গম উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ কানাডা Ⓑ চীন Ⓒ ফ্রান্স Ⓓ জার্মানি **Ans Ⓑ**
06. বাংলাদেশে চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]
Ⓐ দিনাজপুর Ⓑ গোপালপুর Ⓒ পাকশী Ⓓ ঈশ্বরদী **Ans Ⓓ**
07. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [৩৬তম বিসিএস]
Ⓐ ঢাকায় Ⓑ খুলনায় Ⓒ নারায়ণগঞ্জ Ⓓ চাঁদপুরে **Ans Ⓓ**
08. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়? [৩৫তম বিসিএস]
Ⓐ পঞ্চাশ দশক Ⓑ সত্তর দশক
Ⓒ ষাট দশক Ⓓ আশির দশক **Ans Ⓓ**
09. বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]
Ⓐ ঢাকা Ⓑ কক্সবাজার Ⓒ চট্টগ্রাম ⓓ ময়মনসিংহ **Ans Ⓓ**
10. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কী? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা '০৬]
Ⓐ কাস্টমস Ⓑ আয়কর Ⓒ কৃষি Ⓓ ভ্যাট **Ans Ⓒ**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৫ খনিজ ও শক্তি সম্পদ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিশেষ রাসায়নিক গঠনযুক্ত প্রাকৃতিক এবং অজৈব উপায়ে গঠিত বস্তুকে বলে- খনিজ।
- খনিজ উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপাদান হলো- মূলধন, বাজার, শ্রমিক, পরিবহন ব্যবস্থা।
- তেলখনি হতে যে গ্যাস নির্গত হয় তাকে বলে- প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে বিশ্বে প্রথম- যুক্তরাষ্ট্র।
- পৃথিবীর সঞ্চিত তেলের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান – প্রথম।
- মোট সঞ্চিত তেলের যত শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে সঞ্চিত- ৫২ শতাংশ।
- বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোকে কয়টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে- ছয়টি।
- খনিজ তেল উত্তোলনে প্রথম – যুক্তরাষ্ট্র।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ – চীন।
- OPEC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬০ সালে।
- OPEC এর পূর্ণরূপ – Organization of Petroleum Exporting Countries.
- OPEC এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা – ১৩টি।
- আকরিক লোহা উত্তোলনে প্রথম স্থান অধিকার দেশ- চীন।
- শিলাস্তরের মধ্যে যেসব রাসায়নিক পদার্থ দেখা যায় তাকে বলে- খনিজ।
- বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত- দিনাজপুর জেলায়।
- ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্রটি অবস্থিত- দিনাজপুর জেলায়।
- ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়- ১৯৯৭ সালে।
- হরিপুর তেল খনিটি আবিষ্কৃত হয়- ১৯৮৬ সালে।
- হরিপুর তেল খনি আবিষ্কার করে- পেট্রোবাংলা।
- বাংলাদেশের প্রধান জ্বালানি সম্পদ- প্রাকৃতিক গ্যাস।
- বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা – ২৯টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র – তিতাস।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়- ১৯৫৫ সালে।
- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- ১৯৫৭।
- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাস ক্ষেত্র – সাঙ্গু।
- গৃহনির্মাণে যে খনিজ ব্যবহৃত হয়- চুনাপাথর।
- বাংলাদেশের যে দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়- সেন্টমার্টিন।
- কাচ নির্মাণের জন্য যেটি ব্যবহৃত হয়- সিলিকা বালু।
- বাসন-কোসন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়- চীনামাটি।
- বাংলাদেশের যেখানে গন্ধক পাওয়া যায়- কুতুবদিয়া দ্বীপে।
- কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পটি অবস্থিত- রাঙ্গামাটি।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন অবস্থিত- ঢাকায়।
- যে সম্পদ নবায়নযোগ্য নয়- খনিজ সম্পদ।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোন খনিজ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম? [সকল বোর্ড- ২০১৯]
Ⓐ অভ্র Ⓑ বক্সাইট Ⓒ ম্যাঙ্গানিজ Ⓓ সালফার **Ans Ⓐ**
02. OPEC কত সালে গঠিত হয়? [সকল বোর্ড- ২০১৯]
Ⓐ ১৯৫০ Ⓑ ১৯৬০ Ⓒ ১৯৬০ Ⓓ ১৯৬৫ **Ans Ⓑ**
03. লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে এশিয়ার শীর্ষ দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৯]
Ⓐ ভারত Ⓑ জাপান Ⓒ চীন Ⓓ দ. কোরিয়া **Ans Ⓒ**
04. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৮]
Ⓐ তিতাস Ⓑ রশিদপুর Ⓒ হবিগঞ্জ Ⓓ কৈলাসটিলা **Ans Ⓐ**
05. OPEC প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা রাষ্ট্র কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৭]
Ⓐ ইরাক Ⓑ ইরান Ⓒ ইন্দোনেশিয়া Ⓓ ভেনেজুয়েলা **Ans Ⓓ**
06. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ কয়লা Ⓑ প্রাকৃতিক গ্যাস Ⓒ খনিজ তৈল Ⓓ চুনাপাথর **Ans Ⓑ**
07. বাংলাদেশের বৃহত্তম সিলেট অঞ্চলে যে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তার প্রধান উপাদান কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ ক্লোরিন Ⓑ ফ্লোরিন Ⓒ মিথেন Ⓓ ব্রোমিন **Ans Ⓒ**
08. মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাধিক তেল উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ ইরান Ⓑ ইরাক Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ কুয়েত **Ans Ⓒ**
09. বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ বেলেপাথর Ⓑ নুড়িপাথর Ⓒ চুনাপাথর Ⓓ কঠিন শিলা **Ans Ⓒ**
10. গ্রাফাইট উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ ভারত Ⓑ নেপাল Ⓒ মালদ্বীপ Ⓓ ভুটান **Ans Ⓐ**

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়-৬ শিল্প

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রকৃতিতে পাওয়া দ্রব্যগুলো পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার নাম- শিল্প।
- শিল্পের স্থানীয়করণের কারণসমূহ কত প্রকার- ৩ প্রকার।
- শিল্পের স্থানীয়করণের প্রাকৃতিক কারণসমূহ- কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, জলবায়ু প্রভৃতি।
- শিল্পের স্থানীয়করণের অর্থনৈতিক উপাদানগুলো- মূলধন, শ্রমিক, বাজার, পরিবহন।
- যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডে যে শিল্পের স্থানীয়করণ হয়েছে- চলচ্চিত্র।
- বর্তমানে চিনি উৎপাদনে ১ম স্থান অধিকারী দেশ – ব্রাজিল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- চিনির আধার বলা হয়- কিউবাকে।
- ইক্ষুর উৎপাদন মৌসুম- ৪-৫ মাস।
- খনি থেকে উত্তোলিত লোহাকে বলে- আকরিক লোহা।
- লোহা ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল – আকরিক লোহা।
- আকরিক লোহা উৎপাদনে শীর্ষে- চীন।
- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদন অঞ্চল – পিটেমবার্গ অঞ্চল।
- রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদনকারী কেন্দ্রের নাম – ম্যাগনিটোগরস্ক।
- ভারতে প্রথম লোহা কারখানা স্থাপিত হয়- ১৮৫৭ সালে।
- টাটা লোহা ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়- ১৯০৮ সালে।
- বাংলাদেশে শিল্প যে প্রকৃতির- কৃষিভিত্তিক।
- বাংলাদেশে প্রথম পাট শিল্প স্থাপিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি চা বাগান আছে- ১৬৭টি।
- বাংলাদেশে ১ম চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৩ সালে।
- ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে চিনিকল ছিল- ৬টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি চিনিকল আছে- ১৭টি।
- বাংলাদেশের ১ম সিমেন্ট কারখানা – ছাতক সিমেন্ট কারখানা।
- বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা স্থাপিত হয়- ১৯৬১ সালে।
- বাংলাদেশের ১ম সার কারখানা- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা।
- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা যে জেলায় অবস্থিত- সিলেট।
- ঘোড়াশাল সার কারখানাটি কোন জেলায় অবস্থিত- নরসিংদী।
- জিয়া সার কারখানাটি অবস্থিত- আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- যমুনা সার কারখানা অবস্থিত- জামালপুর।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সার শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল হচ্ছে- [সকল বোর্ড- ২০১৮]
Ⓐ চীনামাটি Ⓑ চুনাপথর
Ⓒ প্রাকৃতিক গ্যাস Ⓓ জিপসাম Ans Ⓒ

02. কোন দেশটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে প্রথম? [সকল বোর্ড- ২০১৮]
Ⓐ রাশিয়া Ⓑ ভারত Ⓒ চীন Ⓓ ব্রাজিল Ans Ⓒ

03. কার্পাস-বয়ন শিল্পে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৭]
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ জাপান
Ⓒ ভারত Ⓓ চীন Ans Ⓐ

04. যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলে কোন শিল্প বেশি গড়ে উঠেছে? [সকল বোর্ড- ২০১৭]
Ⓐ কার্পাস ও বয়ন Ⓑ লৌহ ও ইস্পাত
Ⓒ তৈরি পোশাক Ⓓ ঔষধ প্রস্তুতি Ans Ⓑ

05. বাংলাদেশের দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলে চিনি শিল্প গড়ে না উঠার কারন- [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা Ⓑ শক্তি সম্পদের অভাব
Ⓒ কাঁচামালের অভাব Ⓓ সস্তা শ্রমিকের অভাব Ans Ⓒ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৭

পরিবহন ও যোগাযোগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিশ্বের কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পাকা সড়ক আছে- যুক্তরাষ্ট্র।
- লোহার রেলগাড়ি আবিষ্কৃত হয়- ১৮০১ সালে।
- প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈরি হয়- ১৮০৪ সালে।
- প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈরি করেন- ট্রেভিথিক।
- ১.২৬ থেকে ১.৬৭ মিটার চওড়া রেলপথকে বলে- ব্রডগেজ।
- স্ট্যান্ডার্ড গেজ রেল পথের বিস্তার – ১.৪২ মিটার।
- মিটার গেজ রেল পথের বিস্তার – ০.৯১ মিটার।
- টাইটানিক জাহাজ কোন সমুদ্রপথে ডুবে যায়- উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথে।
- ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযোগ করেছে – সুয়েজ খাল।
- সুয়েজ খাল জাহাজ চলাচলের জন্য উপযোগী করা হয়- ১৮৬৯ সালে।
- আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দ যে দেশের বন্দর- মিশর।
- এডেন যে দেশের সমুদ্রবন্দর- ইয়েমেন।
- আকিয়াব যে দেশের সমুদ্রবন্দর- মিয়ানমার।
- 'প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার' খ্যাত বন্দর – ওসাকা, জাপান।
- 'প্রাচ্যের ভেনিস' খ্যাত বন্দর – ব্যাংকক।
- পৃথিবীর বৃহত্তম শহর – টোকিও (জনসংখ্যায়)।
- যে নদীর মোহনায় সাংহাই বন্দর অবস্থিত- ইয়াংসিকিয়াং।
- সায়গন বন্দরটি অবস্থিত- ভিয়েতনাম।
- বাংলাদেশের প্রধানসমুদ্র বন্দরের নাম – চট্টগ্রাম।
- চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর যে নদীর তীরে অবস্থিত- কর্ণফুলী।
- মংলা সমুদ্রবন্দর যে নদীর তীরে অবস্থিত- পশুর নদী।
- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর – লন্ডন।
- লন্ডন যে নদীর তীরে অবস্থিত- টেমস।
- হামবুর্গ যে দেশের বন্দর- জার্মানি।
- নিউইয়র্ক বন্দর যে নদীর মোহনায় অবস্থিত- হাডসন নদী।
- পৃথিবীর কসাইখানা বলা হয় যে শহরকে- শিকাগো (USA)।
- বাংলাদেশের প্রধান পরিবহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা – জলপথ।
- বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা – ৩ প্রকার।
- বর্তমানে বাংলাদেশে রেলপথ বেশি আছে- মিটার গেজ।
- রাজধানী ঢাকার সাথে সংযুক্ত সড়কগুলোকে বলে- জাতীয় সড়ক।
- BIWTA সালে প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৮ সালে।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অবস্থিত- চট্টগ্রামের জলদিয়া।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স গঠিত হয়- ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ বিমানের সার্ভিস কত রকম- ২ রকম।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর – শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
- শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবস্থিত- কুর্মিটোলা, ঢাকা।
- ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে রেডিও স্টেশন ছিল- ১টি।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৪ সালে।
- রামপুরা টিভি কেন্দ্র চালু হয়- ১৯৭৫ সালে।
- পাকিস্তান এয়ার ওয়েজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৪ সালে।
- বাংলাদেশের রেলওয়ে রজ্জু পথ আছে- সিলেট।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন বিভাগে ডুয়েলগেজ রেলপথ রয়েছে? [সকল বোর্ড- ২০১৯]
Ⓐ ঢাকা Ⓑ চট্টগ্রাম
Ⓒ খুলনা Ⓓ সিলেট Ans Ⓐ

02. মংলা বন্দর কোন জেলায় অবস্থিত? [সকল বোর্ড- ২০১৯]
Ⓐ পটুয়াখালী Ⓑ বরগুনা
Ⓒ খুলনা Ⓓ বাগেরহাট Ans Ⓓ

03. বাংলাদেশের অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন পথে সংঘটিত হয়ে থাকে? [সকল বোর্ড- ২০১৮]
Ⓐ জলপথে Ⓑ রেলপথে
Ⓒ সড়কপথে Ⓓ আকাশ পথে Ans Ⓐ

04. চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিলেটে জ্বালানি তেল পরিবহনে কোন রেলপথ ব্যবহার করা হয়? [সকল বোর্ড- ২০১৮]
Ⓐ মিটারগেজ Ⓑ ব্রডগেজ
Ⓒ ন্যারোগেজ Ⓓ ডুয়েলগেজ Ans Ⓐ

05. স্বল্প ব্যয়ে অধিক পণ্য পরিবহনে কোনটি সুবিধাজনক? [সকল বোর্ড- ২০১৬]
Ⓐ জলপথ Ⓑ রেলপথ
Ⓒ সড়কপথ Ⓓ আকাশপথ Ans Ⓐ

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৮

বাণিজ্য

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- একটি দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে বলে- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।
- দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যকার বাণিজ্যকে বলে- বৈদেশিক বাণিজ্য।
- আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত অবাধ বাণিজ্যকে বলে- মুক্তবাজার।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি- পাট।
- বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর কয়টি- ৩টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর – চট্টগ্রাম।
- চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর যে নদীর তীরে অবস্থিত- কর্ণফুলী।
- সমুদ্রের যে অংশে জাহাজগুলো নিরাপদে আশ্রয় নেয় তাকে বলে- পোতাশ্রয়।
- বন্দরের মাধ্যমে যে অঞ্চলে মালামাল সরবরাহ করা হয় তাকে বলে –পশ্চাদ্‌ভূমি।
- চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে মোট কতটি জাহাজ একই সাথে ভিড়তে পারে –২৪টি।
- মোংলা সমুদ্রবন্দর যে নদীর তীরে অবস্থিত –পশুর।
- মোংলা সমুদ্রবন্দরের পূর্বনাম – চালনা বন্দর।
- কত সালে চালনা বন্দর মোংলাতে স্থানান্তর করা হয়- ১৯৫৪ সালে।
- কোন শিল্প থেকে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- পোশাক শিল্প।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম নদীবন্দর – নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয় – চট্টগ্রাম বন্দরকে।
- WTO-এর পূর্বনাম- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)।
- GATT এর কার্যক্রম শুরু হয় - ১৯৪৭ সালে।
- WTO প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি।
- ASEAN প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট।
- SAFTA (South Asian Free Trade Area)- ২০০৬ সালের ১ জুলাই।
- AFTA (ASEAN Free Trade Area) প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি।
- NAFTA (North American Free Trade Agreement) - ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি।
- G- ৪ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর।
- BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Co - operation) - প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৭ সালে।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাণিজ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে কোন সংস্থা? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ WTO Ⓑ APTA Ⓒ SAPTA Ⓓ NAFTA **Ans A**

02. বাংলাদেশে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ তৈরি পোশাক Ⓑ পাটজাত দ্রব্য
Ⓒ হিমায়িত চিংড়ি Ⓓ পাকা চামড়া **Ans B**

03. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার কোথায়? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ মালয়েশিয়া Ⓑ লিবিয়া
Ⓒ সৌদি আরব Ⓓ ইন্দোনেশিয়া **Ans C**

04. নিম্নের অপ্রচলিত পণ্য কোনটি? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ তৈরি পোশাক Ⓑ কাঁচাপাট
Ⓒ কাগজ Ⓓ বিটুমিন **Ans D**

05. বাংলাদেশে শ্রমশক্তি বিদেশে প্রেরণ করা হয় কত সাল থেকে? [সকল বোর্ড'১৭]
Ⓐ ১৯৭৩ Ⓑ ১৯৭৪ Ⓒ ১৯৭৫ Ⓓ ১৯৭৬ **Ans D**

06. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য কোনটি? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ চা Ⓑ চামড়া Ⓒ হিমায়িত মাছ Ⓓ তৈরি পোশাক **Ans D**

07. নিম্নের কোনটি বৃহত্তম বাণিজ্য সংগঠন? [সকল বোর্ড'১৬]
Ⓐ নাফটা Ⓑ সাফটা Ⓒ ইউরোপীয় ইউনিয়ন Ⓓ আসিয়ান **Ans C**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায়-৯

দূষণ ও দুর্যোগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার ও তা নির্গমনের কারণে পরিবেশের যে স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হয় তাকে বলে- পরিবেশ দূষণ বলে।
- মানুষ কর্তৃক দূষণ ৪ প্রকার। যথা- বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ।
- বাংলাদেশে প্রথম পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারি হয় - ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে।
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় - ঢাকায় ১ জানুয়ারি ২০০২ এবং সারাদেশে ৩ মার্চ ২০০২।
- বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নাম - বাপা (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন)।
- পরিবেশ আন্দোলনের সূচনাকারী - হেনরি ডেভিড থ্যারো (ইংল্যান্ড)।
- সবুজ বিপ্লবের জনক - যুক্তরাষ্ট্রের নরম্যান বরল্যাগ (১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- লা নিনা স্পেনীয় ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা বোঝায় - দুরন্ত বালিকা প্রকৃত অর্থে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা।
- 'সাইক্লোন' শব্দটি এসেছে - গ্রিক শব্দ 'কাইক্লস' থেকে। যার অর্থ সাপের কুণ্ডলী।
- ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে - ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়।
- এ প্রলয়ংকরী ঝড়ের ত্রাণ তৎপরতার নাম ছিল - অপারেশন মান্না (যুক্তরাজ্য)।
- এ ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশে আসা মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম - অপারেশন সি-অ্যাঞ্জেল
- ভারত মহাসাগরে ভয়াবহ সুনামি হয় - ২০০৪ সালে।
- সুনামি অর্থ - বন্দরের ঢেউ।
- সিডরে আক্রান্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা - শরণখোলা, বাগেরহাট।
- SIDR বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে - ১৫ নভেম্বর ২০০৭।
- ঘূর্ণিঝড় আইলা দেশে আঘাত হানে - ২৭ মে ২০০৯।
- সিডরে আক্রান্ত এলাকায় পরিচালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের নাম - অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল-২।
- ঘূর্ণিঝড় মোখা (অর্থ কফি) : আঘাতহানে ১৪ মে, ২০২৩; নামকরণ করে- ইয়েমেন।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মানুষের সম্পূর্ণ বধিরতা সৃষ্টির মাত্রা কত ডেসিবল? [সকল বোর্ড'১৯]
Ⓐ ৬০ Ⓑ ৮০ Ⓒ ১০০ Ⓓ ১২০ **Ans D**

02. গ্রীন হাউজ গ্যাস কোনটি? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ অক্সিজেন Ⓑ নাইট্রোজেন
Ⓒ কার্বন-ডাইঅক্সাইড Ⓓ হিলিয়াম **Ans C**

03. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের কোন ধাপের সাথে সংশ্লিষ্ট? [সকল বোর্ড'১৮]
Ⓐ প্রস্তুতি Ⓑ প্রতিরোধ Ⓒ সাড়াদান Ⓓ পুনরুদ্ধার **Ans B**

04. নিচের কোনটি মানবসৃষ্ট আপদ (hazard) নয়? [৪০তম বিসিএস]
Ⓐ বায়ু দূষণ Ⓑ দুর্ভিক্ষ Ⓒ মহামারি Ⓓ কালবৈশাখি **Ans D**

05. বাংলাদেশে সংঘটিত বন্যার রেকর্ড অনুযায়ী (১৯৭১-২০০৭) কোন সালের বন্যায় সবচেয়ে বেশি এলাকা প্লাবিত হয়? [৪০তম বিসিএস]
Ⓐ ১৯৭৪ Ⓑ ১৯৮৮ Ⓒ ১৯৯৮ Ⓓ ২০০৭ **Ans C**

06. কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড বাতাসে আসে? [36 BCS]
Ⓐ ডিজেল Ⓑ পেট্রোল Ⓒ অকটেন Ⓓ সিএনজি **Ans A**

07. 2004 সালের ভয়ংকর সুনামি ঢেউয়ের গতি ছিল ঘণ্টায়- [36 BCS]
Ⓐ 100-200 কি.মি. Ⓑ 300-400 কি.মি.
Ⓒ 700-800 কি.মি. Ⓓ 900-1000 কি.মি. **Ans C**

08. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ কবে জারি হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
Ⓐ ১ জানুয়ারি Ⓑ ১১ জানুয়ারি
Ⓒ ১৯ জানুয়ারি Ⓓ ২১ মার্চ **Ans C**

CamScanner

আইসিটি

অধ্যায়-১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- অধ্যাপক এবং যোগাযোগ তত্ত্ববিদ মার্শাল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan)- প্রথম বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা দেন।
- বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ এমন একটি পরিবেশ বা ধারণাকে বুঝায় যেখানে- পৃথিবীর সকল প্রান্তের লোক একে অপরের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারে।
- ডিজিটাল ডাক ব্যবস্থার নাম- **ই-মেইল** ।
- টেলিকনফারেন্সিং উদ্ভাবন করেন- **মরি টারফ**।
- Flance ব্যবহৃত হয়- **আউটসোর্সিং এর জন্য**।
- 'The medium is the message' এর প্রবর্তক ছিলেন- **Marshall McLuhan**।
- bdjobs.com.bd এই ওয়েব সাইটটির কাজ- **চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া**।
- আউটসোর্সিং হলো- **ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক কাজ**।
- টেলিমেডিসিন সার্ভিসের সাহায্যে- **বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা যায়**।
- ডিজিটাল অফিস বলতে বুঝায়- **অফিসের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা**।
- অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যকে বলে- **ই-কমার্স**।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা VR হচ্ছে- **কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ যেখানে ব্যবহারকারী কাল্পনিক ও বাস্তব জগৎকে সিমুলেশনের মাধ্যমে বাস্তবের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন**।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উদ্ভাবক – **Michael R. Heim**।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তৈরির জন্য প্রোগ্রাম - **C++, Perl, Java, Python, Opengl, Direct3D, Java3D, VRML** ইত্যাদি।
- Artificial Intelligence অর্থ – **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা**।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ধারণা দেন – **John McCarthy ১৯৫৫ সালে**।
- এক্সপার্ট সিস্টেমের উদাহরণ – **DENDRAL, MYCIN**।
- রোবটিক্স হলো – **রোবট সম্পর্কিত বিজ্ঞান**।
- রোবট হলো – **একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র**।
- রোবটিক কাজের জন্য ডিসি ভোল্টেজ -**5v, 9v, 12v, 18v, 24v, 36v**।
- পরিবেশ থেকে তথ্য গ্রহণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়- **সেন্সর** ।
- ক্রায়োসার্জারি হলো - **নিম্ন তাপমাত্রায় (–৪১° সে. থেকে –১৯৬° সে.) চিকিৎসা পদ্ধতি**।
- ক্রায়োসার্জারির অপর নাম - **ক্রায়োথেরাপি বা ক্রায়োবোলেশন**।
- "ক্রায়ো" শব্দটি এসেছে - **গ্রিক শব্দ থেকে যার অর্থ "বরফের মতো ঠান্ডা"**।
- ক্রায়োসার্জারির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়- **পৃথক পৃথকভাবে তরল নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুষার, আর্গন এবং সমন্বিতভাবে ডাই-মিথাইল ইথার ও প্রোপেন এর মিশ্রণ**।
- ক্রায়োসার্জারির প্রথমদিকে ব্যবহার করত- **তরল অক্সিজেন**।
- অল্প স্থানে আক্রান্ত বা নরম কোষ ধ্বংসের জন্য তাপমাত্রা লাগবে - **–২০° সেঃ থেকে -৩০° সেঃ পর্যন্ত**।
- বড় ও শক্ত কোষ কলা ধ্বংসের জন্য তাপমাত্রা লাগবে- **–৪০°সেঃ থেকে -৫০° সেঃ**।
- বিশ্বের প্রথম মানুষ বহনকারী নভোযান- **ভস্টক-১, ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে রাশিয়ান মহাকাশযাত্রী ইউরি গ্যাগারিন মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন**।
- সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণ করেন -**১৯৬৯ সালের ২০ই জুলাই অ্যাপোলো-১১ তে করে নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন**।
- NASA অর্থ- **National Aeronautics and Space Administration**।
- বায়োমেট্রিক্স হলো- **জীববিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির একটি শাখা যার সাহায্যে মানুষের বায়োলজিক্যাল ডেটা বিশ্লেষণ করে মানবদেহের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ করে**।
- গ্রিক শব্দ bio যার অর্থ- **life এবং metric যার অর্থ to measure থেকে উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)**।
- দেহের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি- **ফিঙ্গার প্রিন্ট, হ্যান্ড জিওমেট্রি, আইরিস এবং রেটিনা স্ক্যান, ফেইস রিকগনিশন, ডিএনএ**।
- আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি- **সিগনেচার ভেরিফিকেশন, ভয়েস রিকগনিশন, টাইপিং কীস্ট্রোক**।
- আইরিস ও রেটিনা স্ক্যান হলো- **একটি আদর্শ অঙ্গ যার কোনো ক্ষয় নেই**।
- বায়োইনফরমেটিক্স হলো- **জৈব তথ্যবিজ্ঞান একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান অর্থাৎ জীববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা**।
- বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহৃত হয়- **কম্পিউটার বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র এবং প্রকৌশল বিদ্যায় বায়োলজিক্যাল ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য**।
- উন্নত বৈশিষ্ট্যধারী উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টিতে কাজ করে- **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং**।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে নতুন কোনো প্রজাতি তৈরিকে বলা হয়- **Genetically Modified Organism (GMO)**।
- কোষের প্রাণকেন্দ্রকে বলা হয়- **নিউক্লিয়াস**।
- এক সেট পূর্ণাঙ্গ জিনকে বলা হয়- **জিনোম**।
- DNA কাঁটার জন্য ব্যবহার করা হয়- **রেস্ট্রিকশন এনজাইম**।
- DNA এর মধ্যে থাকে- **সুগার, ফসফেট এবং চার প্রকার ক্ষারক (A,C,G,T)**।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করা হয়- **ইনসুলিন, ইস্ট, এনজাইম তৈরিতে; হিউম্যান গ্রোথ হরমোন**।
- প্লাসমিড কাঁটা হয়- **রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা**।
- পদার্থের পারমাণবিক এবং আণবিক স্কেলে ম্যানিপুলেশনই হলো- **ন্যানোটেকনোলজি**।
- ন্যানোটেকনোলজিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়- **ন্যানোমিটার**।
- ১ ন্যানোমিটার- **(১ nm) = $১০^{-৯}$ মিটার**।
- ছোট ব্যাক্টেরিয়ার আকার- **২০০ ন্যানোমিটার**।
- প্রস্তুতকারীর বিনা অনুমতিতে সফটওয়্যার কপি করা, ব্যবহার করা, নিজের নামে বিক্রি করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে বলে- **সফটওয়্যার পাইরেসি**।
- ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে যে সকল ক্রাইম সংঘটিত হয় তাকে বলা হয়- **সাইবার ক্রাইম**।
- অপ্রয়োজনীয় মেইলসমূহকে বলা হয়- **স্প্যামিং মেইল**।
- অন্যের লেখা যখন নিজের নামে প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয়- **প্লেজিয়ারিজম**।
- VIRUS এর পূর্ণ নাম- **Vital Information Resources Under Seize**।
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে ব্যবসা বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাহলো- **E-Commerce বা Electronic Commerce**।
- ই-কমার্সকে চার ভাগে ভাগ করা যায়- **B2C, B2C, C2B ও C2C**।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি অনলাইন ভিডিও মিটিং প্ল্যাটফরম নয়? [GST-A : 20-21]
Ⓐ হোয়াটসঅ্যাপ Ⓑ ওয়েবেক্স Ⓒ জুম Ⓓ গুগল মিট **Ans Ⓐ**

02. অদ্বিতীয়ভাবে একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য কোন তথ্যটি ব্যবহৃত হয় না? [GST-A : 20-21]
Ⓐ চোখের মণি Ⓑ কণ্ঠস্বর Ⓒ আঙুলের ছাপ Ⓓ ডিএনএ **Ans Ⓑ**

03. কোন পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে অপরাধী নির্ণয় করা যায়? [GST-B : 20-21]
Ⓐ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং Ⓑ বায়োমেট্রিক্স
Ⓒ ন্যানো টেকনোলজি Ⓓ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স **Ans Ⓑ**

04. গ্লোবাল ভিলেজ-এর backbone কোনটি? [GST-C : 20-21]
Ⓐ হার্ডওয়্যার Ⓑ সফটওয়্যার Ⓒ কানেক্টিভিটি Ⓓ ডেটা **Ans Ⓒ**

05. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার জন্য কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়? [GST-C : 20-21]
Ⓐ BASIC Ⓑ LISP Ⓒ FORTRAN Ⓓ PASCAL **Ans Ⓑ**

06. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে কোন ধরনের ইমেজ ব্যবহার করা হয়? [GST-C : 20-21]
Ⓐ একমাত্রিক Ⓑ দ্বিমাত্রিক Ⓒ ত্রিমাত্রিক Ⓓ বহুমাত্রিক **Ans Ⓒ**

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায়-২ কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়- **ARPANET নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।**
- ARPANET নেটওয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়- **১৯৬০ সালে।**
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ব্যবহার মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা বা ফাইল স্থানান্তর করার পদ্ধতিকে বলে- **ডেটা কমিউনিকেশন।**
- ডেটা কমিউনিকেশনের মূলত উপাদান আছে- পাঁচটি; **উৎস, প্রেরক, মাধ্যম, প্রাপক ও গন্তব্য।**
- প্রটোকল হলো- **নির্দেশাবলি যা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্ভুলভাবে ডেটা আদান-প্রদানে সাহায্য করে পূর্ণনাম।**
- TCP/IP পূর্ণ নাম- **Transmission Control Protocol/Internet Protocol।**
- bps পূর্ণ নাম- **bit per second।**
- প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সফার করা যায় তাকে বলে- **ব্যান্ডউইড্থ।**
- ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ডউইড্থ তিন ধরনের হয় - **ন্যারোব্যান্ড, ভয়েসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড।**
- যে ব্যান্ডে 45 bps হতে 300 bps গতিতে ডেটা ট্রান্সফার (স্থানান্তর) করা যায় তাকে বলে- **ন্যারোব্যান্ড।**
- ন্যারোব্যান্ড ব্যবহৃত হয়- **টেলিগ্রাফিতে।**
- ন্যারোব্যান্ড এর স্পিড- **45 bps থেকে 300 bps।**
- যে ব্যান্ডে 1200 bps হতে সর্বোচ্চ ৯৬০০ bps তাকে বলে- **ভয়েস ব্যান্ড।**
- ভয়েসব্যান্ড এর স্পিড- **9600 bps।**
- Mbps পূর্ণ নাম- **Mega bit per second।**
- যে ব্যান্ডে কমপক্ষে ১ Mbps হতে অত্যন্ত উচ্চগতি পর্যন্ত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় - **ব্রড ব্যান্ড।**
- বিট সিনক্রোনাইজেশনের ওপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- **এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন, সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন ও আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন।**
- যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে গ্রাহকের কাছে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট করে তাকে বলে- **এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন।**
- ডেটাকে ব্লক আকারে পাঠানো হয়- **সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে।**
- প্রতি ব্লকের সাইজ- **৮০ থেকে ১৩২ টি ক্যারেক্টার।**
- সিনক্রোনাস সিস্টেমে- **ডেটা ট্রান্সমিশন গতি তুলনামূলক বেশি।**
- সিনক্রোনাস সিস্টেমে- **প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।**
- আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন হলো- **সিনক্রোনাসেরই উন্নত ভার্সন বা মডিফিকেশন।**
- ডেটা ট্রান্সফারের দিককে বলা হয়- **ডেটা-ট্রান্সমিশন মোড।**
- ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- **সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্স।**
- সিমপ্লেক্স সিস্টেমে ডেটা প্রেরণ করা যায়- **শুধু এক দিকে।**
- হাফ-ডুপ্লেক্স সিস্টেমে ডেটা প্রেরণ করা হয়- **উভয় স্টেশন উভয়ের দিকে তবে তা একই সময়ে সম্ভব নয়।**
- হাফ-ডুপ্লেক্সের উদাহরণ- **ওয়াকিটকি।**
- ফুল-ডুপ্লেক্স হলো- **উভয়মুখী ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা।**
- ফুল-ডুপ্লেক্সের উদাহরণ- **মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন।**
- সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্স মোডকে - **ইউনিকাস্ট মোডও বলা হয়।**
- ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার উদাহরণ- **টেলিভিশন, রেডিও সিস্টেম।**
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের চারটি অংশ আছে- **কপার কোর বা সেন্টার কোর, ডাই-ইলেকট্রিক ইনসুলেটর, মেটালিক শিল্ড বা আউটার কন্ডাক্টর ও প্লাস্টিক জ্যাকেট বা কভার।**
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দু'ধরনের হয় - **থিকনেট ও থিননেট।**
- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয় - **দুটি পরিবাহী তামার তারকে সমানভাবে helix আকারে পেঁচিয়ে।**
- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে তার থাকে- **মোট চার জোড়া। তারের সংখ্যা হবে ৮(আট) টি।**
- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহার করে ডেটা পাঠানো যায়- **১০০ মিটার পর্যন্ত।**
- ফাইবার অপটিক ক্যাবল হলো- **কাচ বা প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি এক ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ যা আলো নিবদ্ধকরণ ও পরিবহণে সক্ষম।**
- ফাইবার অপটিক ক্যাবল- **পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের নীতির ওপর ভিত্তি করে ডেটা প্রেরণ করে।**
- অপটিক্যাল ফাইবারের তিনটি অংশ আছে- **প্রেরক যন্ত্র, মাধ্যম ও গ্রাহক যন্ত্র।**
- LED পূর্ণ নাম- **Light Emitting Diode।**
- ফাইবার অপটিকের তিনটি অংশ থাকে- **কোর, ক্ল্যাডিং ও জ্যাকেট।**
- ফাইবার অপটিক ক্যাবলের একটি ল্যান্ডিং স্টেশন আছে- **বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে।**
- ফাইবার তৈরির প্রধান উপাদান হলো- **বালি বা সিলিকন এবং মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচ।**
- অপটিক ক্যাবল- **U আকারে বাঁকানো যায় না।**
- প্রতিসরনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- **স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার, গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার ও সিঙ্গেল মোড ফাইবার।**
- তারবিহীন মাধ্যম তিন ধরনের হয়- **রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ ও ইনফ্রারেড।**
- রেডিও ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি- **১০ কিলোহার্টজ (KHz) থেকে ১ গিগাহার্টজের (GHz)।**
- মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হলো- **প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে কোনো বাধা (Obstacle) থাকা যাবে না।**
- মাইক্রোওয়েভ দু'ভাগে ভাগ করা যায় - **টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ও স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ।**
- স্যাটেলাইট মাক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়- **কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।**
- কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটগুলো ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অবস্থিত- **৩৪,০০০ কি. মি. ওপরে (সূত্র : বোর্ড বই)।**
- VSAT পূর্ণ নাম - **Very Small Aperture Terminal।**
- ট্রান্সপোন্ডার এর কাজ- **দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করে।**
- ইনফ্রারেড হলো- **এক ধরনের তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা যা আলোক বিমের সাহায্যে ডেটা আদান-প্রদান করে।**
- ইনফ্রারেড ব্যবহৃত হয় - **সাধারণত কম দূরত্বের মধ্যে অর্থাৎ ১০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বের জন্য।**
- ILD পূর্ণ নাম- **Interjection Laser Diode।**
- হটস্পট হলো- **এক ধরনের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক।**
- বহুল ব্যবহৃত তিনটি হটস্পট প্রযুক্তি হলো - **ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই এবং ওয়াই-ম্যাক্স।**
- স্বল্প দূরত্বে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়- **ব্লুটুথ প্রযুক্তি।**
- PAN পূর্ণ নাম - **Personal Area Network।**
- ব্লুটুথ এর নামকরণ করা হয়েছে- **ডেনমার্কের রাজা হেরাল্ড ব্লু-টুথ নামানুসারে।**
- IEEE হলো- **Institute of Electrical and Electronic Engineers।**
- Wi-fi শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো- **Wireless Fidelity।**
- WLAN পূর্ণ নাম- **Wireless Local Area Network।**
- Wi-fi স্ট্যান্ডার্ড- **IEEE 802.11।**
- Wi-Max পূর্ণ নাম- **World Wide Interoperability for Microwave Access।**
- Wi-Max স্ট্যান্ডার্ড- **IEEE 802.16।**
- VOIP পূর্ণ নাম - **Voice Over Internet Protocol।**
- Wi-Max এর কাভারেজ এরিয়া- **১০-৫০ কি. মি।**
- GSM পূর্ণনাম - **Global System for Mobile Communication।**
- CDMA পূর্ণনাম - **Code Division Multiple Access।**
- প্রথম হ্যান্ডসেটের ওজন- **২.২ পাউন্ড বা ১ কেজি।**
- বর্তমানে মোবাইল প্রযুক্তি দুই প্রকার- **জিএসএম ও সিডিএমএ।**
- GSM পূর্ণনাম- **Global System for Mobile Communication।**
- CDMA পূর্ণনাম- **Code Division Multiple Access।**
- পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে- **GSM প্রযুক্তি।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- মোবাইলে ইন্টারনেটে ব্যবহার করা হয়- GPRS, EDGE, HSPA প্রযুক্তি।
- GPRS পূর্ণ নাম - General Packet Radio System।
- EDGE পূর্ণ নাম - Enhanced Data Rates for GSM Evolution।
- SIM পূর্ণনাম- Subscriber Identity Module।
- মোবাইল ফোনের প্রজন্মকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়- 1, 2G, 3G, 4G ও 5G।
- FDMA এর পূর্ণনাম হলো- Frequency Division Multiple Access।
- SMS পূর্ণনাম হলো - Short Message Service।
- MMS পূর্ণনাম হলো - Multimedia Message Service।
- যে কম্পিউটার শেয়ারিং সুবিধা দিতে পারে তাকে বলে- সার্ভার কম্পিউটার।
- ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়- PAN, LAN, CAN, MAN ও WAN।
- PAN পূর্ণনাম হলো - Personal Area Network।
- LAN পূর্ণনাম হলো - Local Area Network।
- CAN পূর্ণনাম হলো - Campus Area Network।
- MAN পূর্ণনাম হলো - Metropoliton Area Network।
- WAN পূর্ণনাম হলো - Wide Area Network।
- PAN এর ব্যাপ্তি- ১০ মিটার।
- ১০ মিটার বা তার কম এরিয়ার মধ্যে যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয় তাকে বলা হয়- PAN।
- সাধারণত ১ কি.মি. বা তার কম এরিয়ার মধ্যে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে বলে- LAN।
- LAN স্ট্যান্ডার্ড- IEEE ৮০২.৩ নামে পরিচিত।
- MAN এর বিস্তৃতি- ১০ কি.মি. থেকে ৫০ কি.মি.।
- MAN এর স্ট্যান্ডার্ড- প্রযুক্তিগতভাবে এটি IEEE ৮০২.৬ নামে পরিচিত।
- WAN এর ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড- সাধারণত ১২০০ bps থেকে ২৪ Mbps।
- নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহ হলো- মডেম হাব রাউটার, গেটওয়ে, সুইচ, NIC ও ব্রিজ।
- মডেম - একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা মডুলেটর এবং ডিমডুলেটরের সমন্বয়ে তৈরি।
- মডুলেটরের কাজ হলো- মডুলেশন করা অর্থাৎ ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করা।
- ডিমডুলেটরের কাজ হলো- ডিমডুলেশন করা অর্থাৎ অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা।
- মডেম দুই প্রকার- অ্যাকুস্টিক কাপলার মডেম ও ডাইরেক্ট মডেম।
- ডাইরেক্ট মডেম - এই মডেম কম্পিউটারের USB পোর্টের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।
- হাব কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসেবে কাজ করে- স্টার টপোলজিতে।
- যে ইন্টারনেটওয়ার্কিং ডিভাইস একাধিক একই প্রটোকল যুক্ত নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে থাকে তাকে বলে- রাউটার।
- যে ইন্টারনেটওয়ার্কিং ডিভাইস একাধিক ভিন্ন প্রটোকল যুক্ত নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে তাকে বলে- গেটওয়ে।
- স্টার টপোলজিতে কেন্দ্রীয়ভাবে যে ডিভাইস ব্যবহৃত হয় তাকে বলে- সুইচ।
- NIC পূর্ণনাম হলো - Network Interface Controller।
- OSI পূর্ণনাম হলো- Open System Interconnection।
- ব্রিজ- একটি ইন্টারনেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা একই ধরনের দুটি LAN এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করে।
- ব্রিজ- OSI(Open System Interconnection) মডেলের ডেটা লিংক লেয়ারে ব্যবহৃত হয়।
- নেটওয়ার্ক টপোলজি হলো- কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিভাইসসমূহের আন্তঃসংগঠন অর্থাৎ বিভিন্ন ডিভাইসসমূহ একে অপরের সাথে কীভাবে সংযুক্ত থাকে।
- টপোলজি ছয় প্রকার- স্টার, রিং, বাস, ট্রি, মেশ, ও হাইব্রিড টপোলজি।
- যে টপোলজিতে প্রত্যেকটি কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে বলে- স্টার টপোলজি।
- স্টার টপোলজির কেন্দ্রীয় ডিভাইস থাকে যার নাম- হাব(HUB)/সুইচ(Switch)।
- যে টপোলজিতে কম্পিউটারগুলো বৃত্তাকারপথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে তাকে বলে- রিং টপোলজি।
- যে টপোলজিতে একটি সংযোগ লাইনের সাথে সবগুলো কম্পিউটার(নোড) যুক্ত থাকে তাকে বলে - বাস টপোলজি।
- যে টপোলজিতে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস (হাব বা সুইচ) বা সার্ভার কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারগুলো স্তরে স্তরে সংযুক্ত থাকে তাকে বলে- ট্রি টপোলজি।
- যে টপোলজিতে প্রত্যেকটি কম্পিউটার প্রত্যেকটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে তাকে বলে- মেশ টপোলজি।
- দুই বা ততোধিক টপোলজির সমন্বয়ে যে টপোলজি তৈরি হয় তাকে বলে- হাইব্রিড টপোলজি।
- ক্লাউড কম্পিউটিং হলো- এক ধরনের কম্পিউটিং যেখানে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কম্পিউটার পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে।
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ - Resource Scalability, On Demand Self Service, Pay as You Go।
- ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সার্ভিস মডেলসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - অবকাঠামোগত সেবা, প্ল্যাটফরমভিত্তিক সেবা ও সফটওয়্যার সেবা।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন ডিভাইসটি ডাটা ফিল্টারিং সম্ভব? [GST-A : 20-21]
Ⓐ সুইচ Ⓑ হাব Ⓒ রিপিটার Ⓓ রাউটার **Ans Ⓓ**

02. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [GST-A : 20-21]
Ⓐ ১ম Ⓑ ২য় Ⓒ ৩য় Ⓓ ৪র্থ **Ans Ⓓ**

03. হটস্পট কী? [GST-B : 20-21]
Ⓐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা Ⓑ এক ধরনের সফটওয়্যার
Ⓒ তারবিহীন নেটওয়ার্ক Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

04. কোনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস নয়? [GST-B : 20-21]
Ⓐ Hub Ⓑ Switch Ⓒ Router Ⓓ TCP **Ans Ⓓ**

05. কোনটি উপগ্রহে ডাটা প্রেরণের সাথে সম্পর্কিত? [GST-B : 20-21]
Ⓐ Downlink Ⓑ Modulate Ⓒ Demodulate Ⓓ Uplink **Ans Ⓓ**

06. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে সবচেয়ে বেশি ক্যাবল দরকার হয়? [GST-B : 20-21]
Ⓐ বাস টপোলজি Ⓑ রিং টপোলজি
Ⓒ স্টার টপোলজি Ⓓ মেশ টপোলজি **Ans Ⓓ**

07. একটি গবেষণাগারে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলো কোন নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত? [GST-B : 20-21]
Ⓐ LAN Ⓑ MAN Ⓒ WAN Ⓓ PAN **Ans Ⓐ**

08. কোনটি ক্লাউড স্টোরেজ নয়? [GST-B : 20-21]
Ⓐ ওয়ান ড্রাইভ Ⓑ গুগল ড্রাইভ Ⓒ হার্ড ড্রাইভ Ⓓ ড্রপবক্স **Ans Ⓒ**

09. কোন ডিভাইসটি 'ফুল ডুপ্লেক্স' মোডে কাজ করে? [GST-B : 20-21]
Ⓐ মোবাইল ফোন Ⓑ ওয়াকি টকি
Ⓒ রেডিও ব্রডকাস্টিং যন্ত্রাংশ Ⓓ সবগুলো **Ans Ⓐ**

10. ভিডিও কনফারেন্সিং-এ ব্যবহৃত ডাটা ট্রান্সমিশন মোড হলো– [GST-B : 20-21]
Ⓐ মাল্টিকাস্ট Ⓑ ব্রডকাস্ট Ⓒ সিমপ্লেক্স Ⓓ ইউনিকাস্ট **Ans Ⓐ**

11. RJ45 কানেক্টর ব্যবহার করে ৩০টি কম্পিউটার একটি সুইচের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হলো। নেটওয়ার্কটিতে কোনো টপোলজির ব্যবহার হয়েছে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ স্টার Ⓑ রিং Ⓒ বাস Ⓓ মেশ **Ans Ⓐ**

12. কোন প্রজন্মের মোবাইলে IP ডাটা নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ ১ম Ⓑ ২য় Ⓒ ৩য় Ⓓ ৪র্থ **Ans Ⓓ**

13. কোনটি তারবিহীন MAN-এর সাথে সম্পর্কিত? [GST-C : 20-21]
Ⓐ স্যাটেলাইট Ⓑ WiMAX Ⓒ Wi-Fi Ⓓ ইনফ্রারেড **Ans Ⓑ**

14. কোনটি ইটের দেওয়াল ভেদ করতে পারে না? [GST-C : 20-21]
Ⓐ রেডিও ওয়েভ Ⓑ মাইক্রোওয়েভ
Ⓒ ইনফ্রারেড Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

15. ভিন্ন ভিন্ন প্রোটোকলের একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে কোন ডিভাইস ব্যবহৃত হয়? [GST-C : 20-21]
Ⓐ রিপিটার Ⓑ গেটওয়ে Ⓒ ব্রিজ Ⓓ হাব **Ans Ⓑ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায়-৩ সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- এক বা একাধিক অঙ্কের সমষ্টিই হলো- সংখ্যা।
- যে পদ্ধতির সাহায্যে সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করা হয় তাকে বলে- **সংখ্যা পদ্ধতি।**
- MSB অর্থ - **Most Significant Bit।**
- LSB অর্থ- **Least Significant Bit।**
- নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ- **হায়ারোগ্লিফিক্স, রোমান সংখ্যা পদ্ধতি।**
- পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ- **দশমিক, বাইনারি, অক্ট্যাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি।**
- সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সর্বমোট মৌলিক চিহ্নসমূহের সংখ্যা হলো- **বেস বা ভিত্তি।**
- দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি- **১০।**
- বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি- **২।**
- অক্ট্যাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি- **৮।**
- হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি- **১৬।**
- দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির দশটি মৌলিক চিহ্ন - **০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯।**
- বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির দু'টি মৌলিক চিহ্ন - **০ এবং ১।**
- অক্ট্যাল সংখ্যা পদ্ধতির আটটি মৌলিক চিহ্ন - **০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭।**
- হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ষোলটিট মৌলিক চিহ্ন - **০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, A, B, C, D, E, F।**
- কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ সহজেই বুঝতে পারে- **দুটি অবস্থা ০ এবং ১।**
- $(A)_{16}$ এর মান- $(১০)_{১০}$
- $(B)_{16}$ এর মান- $(১১)_{১০}$
- $(C)_{16}$ এর মান- $(১২)_{১০}$
- $(D)_{16}$ এর মান- $(১৩)_{১০}$
- $(E)_{16}$ এর মান- $(১৪)_{১০}$
- $(F)_{16}$ এর মান- $(১৫)_{১০}$
- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি রূপান্তর করতে হলে ভাগ করতে হবে- **২ দ্বারা।**
- অক্ট্যাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হলে- **প্রথমে বাইনারি তারপর হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে।**
- হেক্সাডেসিমেলে সংখ্যাকে অক্ট্যালে রূপান্তর করতে হলে- **প্রথমে বাইনারি তারপর অক্ট্যাল রূপান্তর করতে হবে।**
- দশমিক সংখ্যাকে BCD কোডে রূপান্তর করতে হলে- **দশমিকের অঙ্কগুলো আলাদা আলাদাভাবে ৪ বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।**
- ২ এর পরিপূরকের নিয়ম- **১ এর পরিপূরক + ১।**
- চিহ্নসমূহকে বাইনারিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বলা হয়- **এনকোডিং।**
- ফলাফল বা আউটপুট প্রকাশের জন্য পুনরায় বাইনারি কোডকে মানুষের বোধগম্য সংখ্যা, বর্ণ বা চিহ্নে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে বলা হয়- **ডিকোডিং।**
- BCD এর অগ্রহণযোগ্য কোড ৬টি- **১০১০, ১০১১, ১১০০, ১১০১, ১১১০ এবং ১১১১।**
- BCD পূর্ণনাম- **Binary Coded Decimal।**
- কম্পিউটারে সংখ্যাসূচক চিহ্নের পাশাপাশি অন্যান্য বর্ণ বা চিহ্নের জন্য যে কোড ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়- **আলফানিউমেরিক কোড।**
- ASCII-8 একটি আলফানিউমেরিক কোড যার মাধ্যমে তৈরি করা যায়- **$২^৮$ বা ২৫৬ টি ভিন্ন কোড।**
- ASCII এর পূর্ণনাম- **American Standard Code for Information Interchange।**
- আলফানিউমেরিক কোড ব্যবহৃত হয়- **মাইক্রোকম্পিউটার, মিনি কম্পিউটারসহ অনেক মেইনফ্রেম কম্পিউটারে।**
- EBCDIC এর পূর্ণনাম- **Extended Binary Coded Decimal Information Code।**
- EBCDIC কোড- **মোট $২^৮$ বা ২৫৬ টি কোড তৈরি করে ২৫৬টি চিহ্নকে প্রকাশ করে।**
- পৃথিবীর সকল ভাষার বর্ণকে কোডভুক্ত করার জন্য ব্যবহার করে- **ইউনিকোড।**
- ইউনিকোড- **১৬ বিটের কোড।**
- ইউনিকোডের সাহায্যে কোড গ্রুপ তৈরি করা যায়- **মোট $২^{১৬}$ = ৬৫৫৩৬টি।**
- বুলিয়ান অ্যালজেবরা আবিষ্কার করেন- **১৮৫৪ সালে ইংরেজ গণিতবিদ জর্জবুল।**
- বুলিয়ান অ্যালজেবরা কাজ করে- **বাইনারি ডিজিট ০ এবং ১ নিয়ে।**
- ডিজিটাল সিস্টেমে ভোল্টেজ লেভেল ০থেকে ০.৮ ভোল্টেজকে ধরা হয়- **লজিক ০।**
- ভোল্টেজ লেভেল ২ থেকে ৫ ভোল্ট হলে ধরা হয়- **লজিক ১।**
- বুলিয়ান ধ্রুবকের মান- **০ এবং ১।**
- বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক অপারেশন তিনটি- **যৌক্তিক যোগ, যৌক্তিক গুণ ও পরিপূরক।**
- যৌক্তিক যোগ বা OR অপারেশনের ক্ষেত্রে ইনপুট A ও B হলে আউটপুট হবে- **$x = A+B$।**
- যৌক্তিক গুণ বা AND অপারেশনের ক্ষেত্রে ইনপুট A ও B হলে আউটপুট হবে- **$x = A.B$।**
- যৌক্তিক গুণে আউটপুট ১ হবে তখন যখন সবগুলো ইনপুট- **১ হবে।**
- পরিপূরক বা NOT অপারেশনের ক্ষেত্রে ইনপুট A হলে আউটপুট হবে- **$x = \overline{A}$।**
- ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য- **$\overline{A+B} = \overline{A} . \overline{B}$ এবং $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$।**
- ডিজিটাল সার্কিটে বিভিন্ন ইনপুটের জন্য কী আউটপুট পাব তা যে সারণির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে বলে- **সত্যক সারণি।**
- যে ডিজিটাল সার্কিটের এক বা একাধিক ইনপুট থাকে এবং একটি আউটপুট থাকে তাকে বলে- **লজিক গেইট।**
- মৌলিক গেইট- **তিনটি; অর গেইট, অ্যান্ড গেইট ও নট গেইট।**
- অর গেইটের ইনপুট যদি A ও B হয় তাহলে আউটপুট হবে- **$x = A+B$।**
- অ্যান্ড গেইটের ইনপুট যদি A ও B হয় তাহলে আউটপুট হবে- **$x=A.B$।**
- নট গেইটে থাকে- **একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট।**
- যে গেইটের সাহায্যে মৌলিক গেইটসহ অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে বলা হয়- **সার্বজনীন গেইট।**
- ন্যান্ড গেইট এবং নর গেইট হলো- **সার্বজনীন গেইট।**
- এক্স অর এবং এক্স নর নামক লজিক গেইট দুটিকে বলা হয়- **বিশেষ গেইট।**
- এক্স অর গেইটের আউটপুট- **$x = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ হবে।**
- এক্স নর গেইটে- **দুটি ইনপুট থাকে এবং আউটপুট থাকে একটি।**
- এক্স নর গেইটের আউটপুট- **$x = \overline{A \oplus B} = \overline{A}\,\overline{B} + AB$ হবে।**
- এনকোডার এমন একটি যুক্তি-বর্তনী যেখানে- **২^n সংখ্যক ইনপুট লাইন থাকে এবং n সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকবে।**
- এনকোডার সার্কিট কী-বোর্ড, মাউসের সাথে সংযুক্ত থেকে- **আলফানিউমেরিক বর্ণকে বাইনারিতে (ASCII কোড) রূপান্তর করে।**
- এনকোডারে ৮টি ইনপুট লাইন হলে আউটপুট লাইন পাওয়া যায়- **৩টি।**
- ডিকোডারের কাজ হলো- **এনকোডারের বিপরীত।**
- ডিকোডারে- **n সংখ্যক ইনপুট লাইন এবং ২^n সংখ্যক আউটপুট লাইন।**
- যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগ করা যায় তাকে বলে- **অ্যাডার বা যোগ বর্তনী।**
- অ্যাডার দুই প্রকার - **হাফ অ্যাডার বা অর্ধযোগ বর্তনী (HA) ও ফুল অ্যাডার বা পূর্ণযোগ বর্তনী (FA)।**
- যে অ্যাডারের সাহায্যে দুটি বাইনারি বিট যোগ করা যায় তাকে বলা হয়- **হাফ অ্যাডার।**
- হাফ অ্যাডারে- **২টি ইনপুট ও ২টি আউটপুট।**
- হাফ অ্যাডার তৈরিতে লাগে- **১টি Ex-OR গেইট ও ১টি AND গেইট।**
- যে অ্যাডারের সাহায্যে তিনটি বাইনারি বিট যোগ করা যায় তাকে বলা হয়- **ফুল অ্যাডার।**
- রেজিস্টার হলো- **একাধিক ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে তৈরি একটি ডিজিটাল সার্কিট যা অস্থায়ী মেমরি ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।**
- যে রেজিস্টারে একটি কমন ক্লক পালসের সাথে একত্রে সব বিট লোড করা যায় তাকে বলে- **প্যারালাল লোড রেজিস্টার।**
- যে রেজিস্টারে বাইনারি ডেটাকে বামদিকে বা ডানদিকে বা উভয় দিকে সরাতে পারে তাকে বলা হয়- **শিফট রেজিস্টার।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

- যে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের সাহায্যে তাতে প্রদানকৃত ইনপুট সিগন্যালের সংখ্যা গণনা করতে পারে তাকে বলে- কাউন্টার।
- n বিট কাউন্টারের ক্ষেত্রে ফ্লিপ-ফ্লপ লাগবে- n সংখ্যক।
- n বিট কাউন্টারে- ০ থেকে (২^n-১) পর্যন্ত কাউন্ট করবে।
- কাউন্টার তৈরি করতে- JK ফ্লিপ-ফ্লপ ও T-FF ব্যবহৃত হয়।
- একটি কাউন্টার যতটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা কাউন্ট করে তাদের সমষ্টিকে বলে- মোড নাম্বার।
- একটি ৩ বিট রিপল কাউন্টারের মোড নাম্বার- $২^৩ = ৮$।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনগুলো সর্বজনীন লজিক গেইট? [GST-B : 22-23]
Ⓐ AND, OR Ⓑ XOR, XNOR
Ⓒ NAND, NOR Ⓓ NOT, OR Ans Ⓒ

02. কোনটি অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার? [GST-A : 20-21]
Ⓐ রিং কাউন্টার Ⓑ MOD-10 কাউন্টার
Ⓒ রিপল কাউন্টার Ⓓ সবগুলো Ans Ⓒ

03. $(1F)_{10}$ এর সাথে 1 যোগ করলে যোগফল কত হবে? [GST-A : 20-21]
Ⓐ $(HF)_{16}$ Ⓑ $(2F)_{16}$ Ⓒ $(20)_{16}$ Ⓓ $(21)_{16}$ Ans Ⓒ

04. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত? [GST-A : 20-21]
Ⓐ BCD Ⓑ ASCII
Ⓒ UNICODE Ⓓ EBCDIC Ans Ⓒ

05. WiMAX প্রযুক্তিতে ব্যাপ্ত এলাকা (মিটার) কত? [GST-A : 20-21]
Ⓐ 10-15 Ⓑ 100-500
Ⓒ 1000-5000 Ⓓ 10000-50000 Ans Ⓓ

06. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়? [GST-A : 20-21]
Ⓐ $(100000)_2$ Ⓑ $(32)_{10}$ Ⓒ $(40)_8$ Ⓓ $(24)_{16}$ Ans Ⓓ

07. $(\overline{AB}).(A+B)$ এর সরলীকৃত মান কত? [GST-A : 20-21]
Ⓐ $A+B$ Ⓑ $A \oplus B$ Ⓒ $\overline{A+B}$ Ⓓ $A \overline{\oplus} B$ Ans Ⓑ

08. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [GST-B : 20-21]
Ⓐ অক্ট্যাল Ⓑ ডেসিমেল Ⓒ হেক্সাডেসিমাল Ⓓ সবগুলো Ans Ⓓ

09. Boolean Algebra-এর ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক? [GST-B : 20-21]
Ⓐ $A+A=1$ Ⓑ $A+A=0$
Ⓒ $A+1=0$ Ⓓ $A+0=A$ Ans Ⓓ

10. ইউনিকোড ব্যবহার করে কতগুলো অক্ষর লেখা সম্ভব? [GST-B : 20-21]
Ⓐ 2^8 Ⓑ 2^{16} Ⓒ 2^{15} Ⓓ 2^{16} Ans Ⓓ

11. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে? [GST-B : 20-21]
Ⓐ $(10010)_2$ Ⓑ $(10011)_2$
Ⓒ $(100110)_2$ Ⓓ $(100011)_2$ Ans Ⓑ

12. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান? [GST-B : 20-21]
Ⓐ হাফ এড়ার Ⓑ ফুল এডার
Ⓒ এনকোডার Ⓓ কাউন্টার Ans Ⓐ

13. $Y=(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})$ এর সরলীকৃত মান কত? [GST-B : 20-21]
Ⓐ $(\bar{A}\bar{B}+B)$ Ⓑ $\bar{A}$ Ⓒ $\bar{B}$ Ⓓ A Ans Ⓑ

14. $\overline{(\overline{A}+B)+\overline{AB}}$ এর সরলীকৃত মান কত? [GST-C : 20-21]
Ⓐ AB Ⓑ $\overline{AB}$ Ⓒ 1 Ⓓ 0 Ans Ⓓ

15. 2's Complement ব্যবহার করে কীভাবে বিয়োগ করা হয় ? [GST-C : 20-21]
Ⓐ যোগ করে Ⓑ বিয়োগ করে Ⓒ ভাগ করে Ⓓ গুণ করে Ans Ⓐ

16. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত? [GST-C : 20-21]
Ⓐ D Ⓑ F Ⓒ 10 Ⓓ 22 Ans Ⓒ

17. যে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট ইনপুট পালসের সংখ্যা গণনা করতে পারে তাকে কী বলে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ রেজিস্টার Ⓑ শিফট রেজিস্টার Ⓒ অ্যাডার Ⓓ কাউন্টার Ans Ⓓ

18. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা? [GST-C : 20-21]
Ⓐ 10100111 Ⓑ 10100101
Ⓒ 10110111 Ⓓ 11011111 Ans Ⓐ

অধ্যায়-৪ ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ওয়েবপেইজ হলো- HTML (Hyper Text Markup Language) এ লেখা ফাইল।
- HTML অর্থ- Hyper Text Markup Language।
- ওয়েবপেইজ তৈরি করতে- HTML, XML, DHTML, STML ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
- ওয়েবপেইজকে আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহার করা হয়- CSS (Cascading Style Sheets)।
- ওয়েবপেইজ দু' ধরনের- স্ট্যাটিক ওয়েবপেইজ ও ডাইন্যামিক ওয়েবপেইজ।
- যে পেইজের তথ্যগুলোর কোনো পরিবর্তন ঘটে না- স্ট্যাটিক ওয়েবপেইজ।
- যে ওয়েবপেইজগুলোতে পেইজের তথ্যগুলো বেশি পরিবর্তন ঘটে- ডাইন্যামিক ওয়েবপেইজ।
- ডাইন্যামিক ওয়েবপেইজ তৈরি করার জন্য সচরাচর লাগে হয়- HTML, ASP, PHP ও JSP।
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো ওয়েবপেইজকে বলে- ওয়েবসাইট।
- WWW অর্থ- World Wide Web।
- ওয়েবের জনক- ইংরেজ পদার্থবিদ টিম বার্নার্স লী।
- ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে সনাক্তকরণের জন্য এক ধরনের অদ্বিতীয় নম্বর হলো- আইপি অ্যাড্রেস।
- IPv4 আইপি অ্যাড্রেস- ৩২ বিটের (৪×৮)।
- IP অ্যাড্রেস সহজে মনে রাখার একটি সহজ উপায় হলো- DNS(Domain Name System) পদ্ধতি।
- ডোমেইন নেইমের বিভিন্ন অংশ থাকে- রুট লেভেল বা টপ লেভেল ও সেকেন্ড লেভেল।
- টপ লেভেল ডোমেইনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়- জেনেরিক ও কান্ট্রি ডোমেইন।
- জেনেরিক ডোমেইন সাতটি- .com, .net, .edu, .gov, .int, .mil, .org।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডোমেইন টাইপ -.com।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডোমেইন টাইপ-.edu।
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ডোমেইন টাইপ-.gov।
- বাংলাদেশের ডোমেইন- .bd।
- ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হলো- ICANN।
- ICANN পূর্ণ নাম- Inter Corporation for Assigned Names and Number।
- প্রতিটি ওয়েবসাইটের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে একটি নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস রয়েছে যার নাম- URL।
- যার সাহায্যে ওয়েবপেইজ প্রদর্শন করা তথা পড়া করা যায় তাহলো- ওয়েব ব্রাউজার।
- ওয়েব সার্ভার থেকে যেকোনো তথ্য খুঁজে বের করা যায় তার নাম- সার্চ ইঞ্জিন।
- বহুল ব্যবহৃত কিছু সার্চ ইঞ্জিন হলো- Google Search, Yahoo Search, Bing, Ask ইত্যাদি।
- ওয়েবসাইট থেকে সেবা গ্রহণ করার সহজ পদ্ধতিই হলো- ওয়েব পোর্টাল।
- ওয়েব লিঙ্ক, অ্যাকসেস মোড এবং ওয়েব সাইটের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ওয়েবসাইটের কাঠামোকে চার ভাগে ভাগ করা যায় - সিকোয়েন্সিয়াল সাইট স্ট্রাকচার, ট্রি/শাখা-প্রশাখা বা হায়ারারকিক্যাল স্ট্রাকচার সাইট, ওয়েব-লিঙ্কড/নেটওয়ার্ক সাইট স্ট্রাকচার ও হাইব্রিড বা কম্বিনেশন বা মিক্সড স্ট্রাকচার।
- ওয়েবপেইজগুলো ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি লিঙ্ক করা হয়ে থাকে- সিকোয়েন্স সাইট স্ট্রাকচারে।
- ওয়েবসাইটে খুব সহজে তথ্য উপস্থাপন করা যায়- ট্রি বা হায়ারারকিক্যাল পদ্ধতিতে।
- হোম পেইজের সাথে সবগুলো পেইজের সরাসরি লিঙ্ক থাকে- ওয়েব লিঙ্ক স্ট্রাকচার।
- দুই বা ততোধিক স্ট্রাকচার মিলে যে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় তার নাম- হাইব্রিড বা কম্বিনেশন বা মিক্সড স্ট্রাকচার।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- html ফাইল তৈরি করা যায়- **Notepad, Simple Text ইত্যাদি দ্বারা।**
- html ফাইল এক্সটেনশন- **.html বা .htm।**
- ট্যাগ শুরু হয়- **বাম এঙ্গেল (<) ব্রাকেট দিয়ে। শেষ হয় ডান এঙ্গেল ব্রাকেট (>) দিয়ে এবং মাঝখানে থাকে keyword। যেমন : <HTML>।**
- ট্যাগ দু'ধরনের হয়- **শুরু এবং শেষ ট্যাগ।**
- শেষ ট্যাগে দিতে হয়- **প্রথম এঙ্গেল ব্রাকেট (<) দেয়ার পর একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ (/)।**
- HTML - **Case Sensitive নয়।**
- HTML এ ট্যাগ দুই ধরনের হয়- **কনটেইনার ট্যাগ ও এম্পটি ট্যাগ।**
- কনটেইনার ট্যাগে থাকে- **শুরু ও শেষ ট্যাগ।**
- এম্পটি ট্যাগে থাকে- **শুধুমাত্র শুরু ট্যাগ।**
- এম্পটি ট্যাগের উদাহরণ- **< hr >, < img > ও
।**
- HTMLএর ৮টি মৌলিক ট্যাগ- ৮টি। **<HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, </HTML>, </HEAD>, </TITLE>, </BODY>।**
- টেক্সট বোল্ড বা মোটা করার জন্য ব্যবহৃত হয়- **<b>।**
- টেক্সটকে ইটালিক করার জন্য ব্যবহৃত হয়- **<i>।**
- টেক্সটকে আন্ডার লাইন করার জন্য ব্যবহৃত হয়- **<u>।**
- টেক্সটকে superscript করার জন্য- **<sup>।**
- টেক্সটের মাঝখানে দাগ দেয়ার জন্য- **<strike>।**
- সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ- **h1।**
- সবচেয়ে ছোট হেডিং- **h6।**
- প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ তৈরির ট্যাগ- **<p>।**
- লেখাকে স্ক্রীনের একদিক থেকে অন্যদিকে মুভ করার ট্যাগ- **<marquee>।**
- হাইপারলিঙ্কের ট্যাগ- **<a>।**
- href এর পূর্ণ নাম- **hypertext reference।**
- হাইপারলিঙ্কের গঠন- ** Link Text ।**
- হাইপারলিঙ্ক দুই ধরনের হয়- **ইন্টারনাল হাইপারলিঙ্ক ও এক্সটারনাল হাইপারলিঙ্ক।**
- ছবি যুক্ত করার জন ব্যবহার করা হয়- **<img> ট্যাগ।**
- ইমেজকে দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সিনট্যাক্স হলো- **<img src="URL">।**
- HTML এ টেবিল তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ- **<table>, <th>, <tr>, <td>, <caption>।**
- টেবিলের রো বা সারি তৈরির জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ- **<tr>।**
- ডেটা সেল তৈরির জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ- **<td>।**
- কলামের বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট- **colspan।**
- সারির বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট- **rowspan।**
- ভুল ত্রুটি নির্ণয়ে ওয়েবসাইটটি টেস্ট করা হয়- **লোকাল সার্ভার WAMP অথবা XAMP সার্ভার দ্বারা।**
- ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর জন্য তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়- **ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব হোস্টিং ও সার্চ ইঞ্জিনে অন্তর্ভুক্তি।**
- FTP অর্থ- **File transfer protocol।**
- SEO অর্থ- **Search Engine Optimization।**
- ওয়েবসাইট সার্চিং লিস্টের মধ্যে নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়- **<META> ট্যাগ।**

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. Group Discussion Support System পরিচালনার মাধ্যম হচ্ছে- [GST-B : 22-23]
Ⓐ ই-মেইল সার্ভিস Ⓑ a2i কর্মসূচি
Ⓒ জেলা ওয়েবপোর্টাল Ⓓ ভিডিও কনফারেন্স **Ans D**

02. HTML কোড <p>CH₃CH</p> এর ফলাফল কোনটি? [GST-A : 20-21]
Ⓐ CH3CH Ⓑ CH_3CH
Ⓒ CH^3CH Ⓓ CH-CH **Ans B**

03. https://-এর s কী নির্দেশ করে? [GST-B : 20-21]
Ⓐ server Ⓑ service Ⓒ security Ⓓ save **Ans C**

04. gmail.com কী নির্দেশ করে? [GST-B : 20-21]
Ⓐ সার্চ ইঞ্জিন Ⓑ ই-মেইল অ্যাড্রেস
Ⓒ মেইল সার্ভার Ⓓ প্রটোকল **Ans C**

05. ওয়েব অ্যাড্রেস-এ .ac ডোমেইন কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে? [GST-B : 20-21]
Ⓐ একাউন্টিং প্রতিষ্ঠান Ⓑ এয়ারক্র্যাফট্ প্রতিষ্ঠান
Ⓒ আর্মি কোর প্রতিষ্ঠান Ⓓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **Ans D**

06. সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি? [GST-C : 20-21]
Ⓐ <h6> Ⓑ <h3> Ⓒ <h2> Ⓓ <h1> **Ans D**

07. ইন্টারনেট ওয়েবপেজ ব্রাউজ করতে কোন প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়? [GST-C : 20-21]
Ⓐ FTP Ⓑ IP Ⓒ TCP Ⓓ HTTP **Ans D**

08. IPv6-এর IP অ্যাড্রেস কত বিটের? [GST-C : 20-21]
Ⓐ 32 Ⓑ 64 Ⓒ 128 Ⓓ 256 **Ans C**

09. ক্রিকেটের লাইভ স্কোর পেতে আমরা কোন ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করি? [GST-C : 20-21]
Ⓐ স্ট্যাটিক Ⓑ ডাইনামিক
Ⓒ রিমোট Ⓓ সবগুলো **Ans B**

10. RGB (255, 255,0) কোন রং নির্দেশ করে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ সাদা Ⓑ লাল Ⓒ হলুদ Ⓓ মেজেন্টা **Ans C**

11. কোন ধরনের ওয়েবসাইট ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত থাকে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ Static Ⓑ Dynamic
Ⓒ Global Ⓓ Local **Ans B**

12. 192. 168.0.254 কী নির্দেশ করে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ URL Ⓑ Broadcast address
Ⓒ IP address Ⓓ Domain name **Ans C**

অধ্যায়-৫ প্রোগ্রামিং ভাষা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রোগ্রাম হচ্ছে- **একাধিক নির্দেশের সমষ্টি যার সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধান করা হয়।**
- কম্পিউটার- **০ বা ১ ছাড়া কিছুই বোঝে না।**
- কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাই হচ্ছে- **প্রোগ্রামিং ভাষা।**
- প্রোগ্রামিং ভাষা চার প্রকার- **নিম্নস্তরের ভাষা, মধ্যমস্তরের ভাষা, উচ্চস্তরের ভাষা ও চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা নিম্নস্তরের ভাষা- কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে।**
- মেশিন ভাষা- **বাইনারি ডিজিট ০ এবং ১ অথবা হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতি ব্যবহার করে।**
- মেশিন ভাষার নির্দেশে দুটি অংশ থাকে- **অপকোড, অপারেন্ড।**
- অ্যাসেম্বলি-ভাষা লেখার জন্য- **নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হয়।**
- অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে- **চারটি অংশ থাকে। লেবেল, অপকোড, অপারেন্ড ও কমেন্ট ফিল্ড।**
- মধ্যমস্তরের ভাষা- **কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ব্যবহারকারী সহজে প্রোগ্রাম বুঝতে পারে তাকে বলে।**
- হাই লেভেল বা উচ্চস্তরের ভাষা- **এই ভাষার প্রতীক এবং শব্দসমূহ সাধারণ গাণিতিক এবং ইংরেজি ভাষার মত যা মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ এবং মেশিন নির্ভর নয়।**
- হাই লেভেল বা উচ্চর স্তরের ভাষার উদাহরণ - **C, BASIC, ALGOL, Fortran।**
- বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ভাষা- **FORTRAN, ALGOL।**
- উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা- **মেশিনের উপর নির্ভরশীল নয়, ভাষা শেখা সহজ, সহজে বোঝা যায়।**
- 'সি'- **একটি স্ট্রাকচার্ড বা প্রসিডিউর অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা।**
- ডেনিস রিচি- **১৯৭০ সালে C প্রোগ্রাম ভাষার উদ্ভাবন করেন।**
- ANSI অর্থ- **American National Standards Institute।**
- C++ - **অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা।**
- জাভা একটি - **অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা।**
- জাভা ভাষা তৈরি করেন- **James Gosling এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী।**

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ওরাকল এর সাহায্যে- ডেটাবেজ সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরি করা হয়।
- Algol এর পূর্ণনাম- **Algorithmic Language**।
- Fortran এর পূর্ণনাম- **Formula Translation**।
- পাইথন- একটি উচ্চস্তরের অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা।
- 4GL এর পূর্ণনাম হলো- **Fourth Generation Language** বা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা।
- চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার উদাহরণ- **ORACLE, SQL, RAPPORT**।
- অনুবাদক প্রোগ্রাম হলো - এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা এক ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী অনুবাদক প্রোগ্রাম তিন প্রকারের- **কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার ও অ্যাসেম্বলার**।
- সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে এক সাথে অনুবাদ করে অবজেক্ট কোডে রূপান্তর করে এবং প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি থাকলে এক সাথে দেখায়- কম্পাইলার।
- ইন্টারপ্রেটার- সোর্স প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তরের সময় অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে না এবং এক লাইন এক লাইন করে প্রোগ্রাম অনুবাদ করে।
- ইন্টারপ্রেটার- ক্ষেত্রে কোনো অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি হয় না।
- ইন্টারপ্রেটার- লাইন বাই লাইন অনুবাদ করার পর তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল প্রদর্শন করে।
- scanf() ফাংশনের কাজ- কী-বোর্ড থেকে যেকোনো মান ইনপুট।
- প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ- **সাতটি। সমস্যা নির্দিষ্টকরণ, সমস্যা বিশ্লেষণ, প্রোগ্রাম ডিজাইন, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং, প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন ও প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ**।
- প্রোগ্রাম রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ- **প্রোগ্রাম ডিজাইন**।
- প্রোগ্রাম ডিজাইনের টুলসগুলো হলো- **অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সুডোকোড**।
- কোনো সমস্যা ধাপে ধাপে সমাধান করার প্রক্রিয়া- **অ্যালগরিদম**।
- সমস্যা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন ধাপ চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করাকে বলে- **ফ্লোচার্ট**।
- সুডোকোড অর্থ- **ছদ্ম প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম রচনার ঠিক পূর্বের ধাপই হলো সুডোকোড**।
- প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় এবং ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়াকে বলে- **ডিবাগিং**।
- প্রোগ্রামের ভুলকে ভাগ করা যায়- **তিনভাগে। বিন্যাসগত ভুল, নির্বাহ ভুল ও যৌক্তিক ভুল**।
- প্রতিটি ধাপে কী করা হয়েছে তা ডকুমেন্ট আকারে সংরক্ষণ করাকে বলে- **প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন**।
- প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশনে থাকে- **সমস্যা কী, সমস্যার বিবরণ, অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট, সুডোকোড, সোর্স কোড, ফলাফল ও ব্যবহারকারীর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ**।
- ফ্লোচার্ট দুই প্রকার- **সিস্টেম ফ্লোচার্ট ও প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট**।
- প্রোগ্রাম রচনার বিভিন্ন রীতিনীতি হলো- **প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল**।
- তিনটি মূল ধারণার উপর ভিত্তি করে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং প্রতিষ্ঠিত - **এনক্যাপসুলেশন পলিমরফিজম ও ইনহেরিটেন্স**।
- সি- **একটি স্ট্রাকচার্ড বা প্রসিডিউর অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা**।
- সি- **case sensitive ভাষা। অর্থাৎ ছোট হাতের a এবং বড় হাতের A দুটি আলাদা বর্ণ ধরা হয়**।
- সি ভাষায় কী-ওয়ার্ড বা সংরক্ষিত শব্দ রয়েছে- **৩২টি**।
- সি ভাষার প্রত্যেকটি স্টেটমেন্টের শেষে দিতে হয়- **সেমিকোলন (;)**।
- প্রতিটি সি প্রোগ্রামে থাকে- **একটি main() ফাংশন**।
- কমেন্ট লেখার নিয়ম হলো - **// comment বা /* comment */**।
- main() ফাংশনের শুরুতে দিতে হয়- **একটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ({) এবং স্টেটমেন্টগুলোর শেষে আর একটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট (})**।
- সি প্রোগ্রামে বেসিক বা মৌলিক বা বিল্ট-ইন ডেটাটাইপ হলো- **char, int, float ও double**।
- char এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো- **%c**।
- integer এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো- **int**।
- int এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো- **%d**।
- floating point এর সংক্ষিপ্ত নাম- **float। এর অর্থ ভগ্নাংশ**।
- float ডেটাটাইপে জায়গা দখল করে- ৪ বাইট বা ৩২ বিট।
- float এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো- %f।
- double ডেটাটাইপ মেমোরিতে জায়গা দখল করে- ৮ বাইট বা ৬৪ বিট।
- double ডেটাটাইপ এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো- %lf।
- escape sequence হলো- \t, \n, \a, \b, \r। **ছিলে এর ইফেক্ট দেখা যাবে**।
- প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় পরিবর্তন হয় যে রাশির মান তাকে বলে- **চলক বা ভেরিয়েবল**।
- চলককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- **লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল**।
- লোকাল ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়- **নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ভিতর**।
- গ্লোবাল ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়- **ফাংশনের বাইরে ঘোষণা করা হয়**।
- চলকের নামকরণে শুরু করতে হবে- **প্রথমে লেটার (A থেকে Z বা a থেকে z) দ্বারা। এরপর লেটার ও ডিজিটের (0 থেকে 9) সমন্বয় থাকতে পারে। যেমন: Roll5 চলক**
- চলক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না- **কীওয়ার্ড বা সংরক্ষিত শব্দ (যেমন: main, if, then, else, int, char ইত্যাদি)**।
- চলকের ক্যারেক্টারের সংখ্যা বেশি হতে পারবে না- **৩১**।
- কতগুলো অপারেটর, অপারেন্ড এবং ফাংশনের যুক্তিপূর্ণ বিন্যাসকেই বলা হয়- **রাশিমালা**।
- যেসকল অপারেটর কেবল একটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে তাকে বলা হয়- **ইউনারি অপারেটর**।
- বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ইউনারি অপারেটর হলো- **ইউনারি প্লাস (+), ইউনারি মাইনাস (-) এবং ইনক্রিমেন্টাল ও ডিক্রিমেন্টাল অপারেটর (++ ও --)**।
- ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর (++) অপারেন্ডের মান বৃদ্ধি করে- **১ করে**।
- ডিক্রিমেন্টাল অপারেটর (--) অপারেন্ডের মান কমায়- **১ করে**।
- ++ m; এর সমতুল্য মান হলো- **m = m+1;**।
- - - m; এর সমতুল্য মান হলো- **m = m-1;**।
- বাইনারি অপারেটর - **একই সাথে দুটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে**।
- বাইনারি অপারেটরসমূহকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়- **অ্যারিথমেটিক অপারেটর, রিলেশনাল অপারেটর, লজিক্যাল অপারেটর, বিটওয়াইজ অপারেটর, অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ও কন্ডিশনাল অপারেটর**।
- অ্যারিথমেটিক অপারেটর হলো- **+, -, *, /, %**।
- রিলেশনাল অপারেটর হলো- **>, >=, <, <=, ==, !=**।
- বিটওয়াইজ অপারেটর হলো- **&, ^, <<, >>**।
- কন্ডিশনাল অপারেটর হলো- **(?:)**।
- ANSI C তে মোট কী-ওয়ার্ড রয়েছে- **৩২টি**।
- প্রোগ্রামে যেকোনো মান ইনপুট করার জন্য ব্যবহার করা হয়- **scanf() ফাংশন**।
- printf() ফাংশন ব্যবহার করা হয়- **চলকের মান মনিটরে প্রদর্শন করার জন্য**।
- কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টসমূহ হলো- **if, if...else, else if ও switch স্টেটমেন্ট**।
- একাধিক else if স্টেটমেন্টের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়- **switch স্টেটমেন্ট**।
- এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ হলো- **for/while loop**।
- এক্সিট কন্ট্রোল লুপ হলো- **do-while loop**।
- সি প্রোগ্রামে সাধারণত তিন প্রকার লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় - **for loop, while loop ও do-while loop**।
- প্রতিটি লুপ স্টেটমেন্টে তিনটি অংশ - **প্রারম্ভিক মানসহ কাউন্টার ভেরিয়েবল, শর্ত পরীক্ষা ও কাউন্টার ভেরিয়েবলের মান বাড়ানো বা কমানো**।
- Jumping স্টেটমেন্ট হলো- **goto**।
- continue স্টেটমেন্ট- **এক ধরনের jump স্টেটমেন্ট**।
- অ্যারে হলো- **ধারাবাহিক মেমোরি লোকেশনের সমষ্টি যেখানে একই ধরনের ডেটা সংরক্ষণ করা হয়**।
- প্রোগ্রামের মধ্যে ছোট ছোট প্রতিটি ব্লকই- **ফাংশন যা একাধিক স্টেটমেন্টের সমষ্টি**।
- সি'এ ব্যবহৃত ফাংশনসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় - **লাইব্রেরি ফাংশন এবং ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. C ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট নেওয়ার জন্য কোন ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ scanf() Ⓑ main()
Ⓒ printf() Ⓓ input() **Ans Ⓐ**

02. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কী বলে? [GST-A : 20-21]
Ⓐ এনকোডিং Ⓑ ডিবাগিং Ⓒ কোডিং Ⓓ ডিকোডিং **Ans Ⓑ**

03. কোনটি সোর্স কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তরিত করে? [GST-A : 20-21]
Ⓐ কম্পাইলার Ⓑ ইন্টারপ্রেটার
Ⓒ অ্যাসেম্বলার Ⓓ সবকটি **Ans Ⓓ**

04. লুপ শেষ হবার পূর্বেই লুপ থেকে বের হওয়ার জন্য C ভাষায় কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়? [GST-A : 20-21]
Ⓐ continue Ⓑ goto Ⓒ break Ⓓ getch **Ans Ⓒ**

05. ◇ প্রতীকটি প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে কী নির্দেশ করে? [GST-A : 20-21]
Ⓐ সিদ্ধান্ত Ⓑ লুপ Ⓒ সাবরুটিন Ⓓ শেষ **Ans Ⓐ**

06. for (i = 2; i < = 5; i++) {(if (i = 3) printf ("Welcome to University!")} এই প্রোগ্রাম অংশটিতে 'printf()' স্টেটমেন্টটি কতবার এক্সিকিউট হবে? [GST-A : 20-21]
Ⓐ 1 Ⓑ 2 Ⓒ 4 Ⓓ 5 **Ans Ⓐ**

07. C ভাষায় (1/2+pow(8,0)+5%2+10) এর মান পূর্ণ সংখ্যায় কত? [GST-A : 20-21]
Ⓐ 12 Ⓑ 13 Ⓒ 19 Ⓓ 20 **Ans Ⓐ**

08. প্রোগ্রাম তৈরিতে ডিজাইন ধাপের পরবর্তী ধাপ কোনটি? [GST-B : 20-21]
Ⓐ সমস্যা বিশ্লেষণ Ⓑ প্রোগ্রাম কোডিং
Ⓒ প্রোগ্রাম চালানো Ⓓ প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ **Ans Ⓑ**

09. C ভাষায় 'B' কোন ডেটা টাইপের উদাহরণ? [GST-B : 20-21]
Ⓐ integer Ⓑ float Ⓒ character Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

10. C প্রোগ্রামিংয়ে কোনটি ভুল ডেটা টাইপ? [GST-B : 20-21]
Ⓐ short int Ⓑ long double
Ⓒ signed float Ⓓ signed char **Ans Ⓒ**

12. C ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম কীসের সাহায্যে মেশিন কোডে রূপান্তরিত হয়? [GST-B : 20-21]
Ⓐ এডিটর Ⓑ কম্পাইলার
Ⓒ ডেটাবেজ Ⓓ ডিকশনারি **Ans Ⓑ**

13. C ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়? [GST-B : 20-21]
Ⓐ Arithmetic Ⓑ Relational
Ⓒ Logical Ⓓ Assignment **Ans Ⓒ**

14. C ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? [GST-C : 20-21]
Ⓐ ফাইল Ⓑ পয়েন্টার Ⓒ স্ট্রাকচার Ⓓ অ্যারে **Ans Ⓓ**

15. কোনটি সোর্স কোডকে এক লাইন করে মেশিন কোডে রূপান্তর করে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ কম্পাইলার Ⓑ ইন্টারপ্রেটার
Ⓒ লিংকার Ⓓ ডিবাগার **Ans Ⓑ**

16. কোন লুপটি কমপক্ষে একবার চলবে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ do-while Ⓑ while Ⓒ for Ⓓ সবকয়টি **Ans Ⓐ**

17. কোনটি C ভাষায় ফাংশন নির্দেশ করে? [GST-C : 20-21]
Ⓐ int Ⓑ break Ⓒ getch Ⓓ stdio.h **Ans Ⓒ**

18. সফটওয়্যারের ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [RU-B : 21-22]
Ⓐ Encoding Ⓑ Debugging
Ⓒ Decoding Ⓓ Correction **Ans Ⓑ**

19. কম্পিউটার প্রোগ্রামে ত্রুটিকে বলা হয়- [RU-B : 21-22]
Ⓐ Follies Ⓑ Mistake
Ⓒ Bugs Ⓓ Spam **Ans Ⓒ**

20. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ◇ প্রতীকটি কোন কাজ নির্দেশ করে? [RU-C : 20-21]
Ⓐ ডেটা আউটপুট Ⓑ শুরু/শেষ Ⓒ প্রক্রিয়াকরণ Ⓓ সিদ্ধান্ত গ্রহণ **Ans Ⓓ**

21. ANSI C এর Double Data Type কম্পিউটার মেমোরিতে কত বাইট জায়গা নেয়? [RU-C : 20-21]
Ⓐ 1 বাইট Ⓑ 2 বাইট Ⓒ 4 বাইট Ⓓ 8 বাইট **Ans Ⓓ**

22. x = 4 এবং y = 10 হলে y% = x এর মান কত হবে? [RU-C : 20-21]
Ⓐ 6 Ⓑ 2.5 Ⓒ 2 Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans Ⓒ**

অধ্যায়-৬ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- Henry F. Korth এর মতে- 'ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট হলো পরস্পর নির্ভরশীল কিছু ডেটার সমষ্টি এবং কিছু প্রোগ্রামের সমষ্টি যা ঐসব ডেটাকে অ্যাকসেস করতে পারে।'
- DBMS পূর্ণ নাম - **Database Management System**।
- DBMS এর সফটওয়্যার- **Microsoft Access, MySQL, Oracle**।
- RDBMS পূর্ণ নাম - **Relational Database Management System**।
- কয়েকটি অক্ষর নিয়ে গঠিত- ফিল্ড।
- ফিল্ড হলো- ইনফরমেশনের ক্ষুদ্রতম একক যা এনটিটির একটি অ্যাট্রিবিউটকে প্রকাশ করে।
- রোল নং - একটি ফিল্ড।
- রেকর্ড হলো- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ফিল্ড।
- ফাইল হলো- একটি এনটিটি সেটের সকল রেকর্ডসমূহের সমষ্টি।
- ডেটাবেস প্রশাসক হলো- যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটাবেস নিয়ন্ত্রণ করে।
- Datum এর বহুবচন- ডেটা।
- তথ্য হলো- প্রক্রিয়াকৃত ডেটা।
- প্রতি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন মার্কস হলো- ডেটা।
- কী হলো তিন প্রকার- প্রাইমারি কী, ফরেন কী, কম্পোজিট প্রাইমারি কী।
- প্রাইমারি কী হলো- কোনো ডেটাবেস ফাইলের যে ফিল্ডের মানসমূহ দ্বারা একটি রেকর্ডকে অন্যান্য রেকর্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা যায়।
- ফরেন কী হলো- রিলেশনাল ডেটাবেসের ক্ষেত্রে কোনো একটি টেবিলের প্রাইমারি কী যদি অন্য টেবিলে ব্যবহৃত হয়।
- কম্পোজিট প্রাইমারী কী হলো - যে দুই বা ততোধিক ফিল্ডের সাহায্যে একটি ডেটাবেস ফাইলের প্রাইমারি কী গঠিত।
- RDBMS এর প্রবর্তক- এডগার কর্ড।
- বহুল ব্যবহৃত রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো- মাইক্রোসফ্‌ট অ্যাকসেস, আইবিএম ডিবি 2, মাইক্রোসফ্‌ট এসকিউএল সার্ভার, ওরাকল, মাইএসকিউএল।
- ডেটাবেসের ডেটাটাইপ হলো- **Text, Number, Auto Number, Currency, Yes/No, Memo, Date/ Time, OLE object, Hyperlink, Lookup Wizard**।
- Number ডেটাটাইপ গঠিত - ০ থেকে ৯ পর্যন্ত অংক দ্বারা।
- বর্ণনামূলক বা মন্তব্য লিখতে ব্যবহার করা হয়- **Memo** ডেটাটাইপ।
- Memo ডেটাটাইপে - সর্বোচ্চ ৬৫,৫৩৬টি বর্ণ, চিহ্ন বা অংক ব্যবহার করা যাবে।
- OLE এর পূর্ণরূপ হলো- **Object Linking and Embedding**।
- সরাসরি ডেটা এন্ট্রি না করে পূর্বে তৈরিকৃত কোনো টেবিল বা লিস্ট থেকে পছন্দনীয় ডেটা ইনপুট করার জন্য ব্যবহার করা হয়- **Lookup Wizard**।
- কুয়েরি হলো- কোনো নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে কোনো ডেটাবেস থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ খুঁজে বের করা।
- কুয়েরি সাধারণত ৬ ধরনের- সিলেক্ট, প্যারামিটার, ক্রসট্যাব, অ্যাকশন, আনম্যাচড ও SQL কুয়েরি।
- SQL এর পূর্ণ নাম- **Structured Query Language**।
- SQL গঠিত- তিনটি ক্লজের দ্বারা। যথা : **select, from** এবং **where**।
- **select** এর পর বসে- অ্যাট্রিবিউট বা ফিল্ড।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- from এর পর বসে- টেবিল বা রিলেশন।
- Where এর পর বসে- শর্ত বা কন্ডিশন।
- কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হলো- QUEL (Query Language), QBE (Query By Example), SQL (Structured Query Language)।
- QBE- Domain Calculus এর উপর ভিত্তি করে।
- সর্টিং হলো- অ্যারে বা রেকর্ড থেকে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে ডেটাকে মানের ক্রমানুসারে সাজানো।
- * চিহ্ন হলো- টেবিলটির সব ফিল্ডকে বুঝায়।
- ইনডেক্স হলো- ডেটাবেসের তথ্যাবলীর সূচি প্রণয়ন করা।
- ইনডেক্স করা হয়- কী ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে।
- ইনডেক্স ফাইল সাধারণত তিন প্রকার- সিঙ্গেল ইনডেক্স ফাইল, কম্পাউন্ড ইনডেক্স ফাইল, স্ট্রাকচারাল কম্পাউন্ড ইনডেক্স ফাইল।
- সিঙ্গেল ইনডেক্স ফাইল এক্সটেনশন হলো - .idx।
- কম্পাউন্ড ইনডেক্স ফাইল এক্সটেনশন হলো- .cdx।
- ডেটাবেস রিলেশন হলো- একটি ডেটাবেসের মধ্যস্থিত টেবিলের সাথে অন্য একটি টেবিলের ডেটার সম্পর্ককে বুঝায়।
- টেবিলগুলোর মধ্যে রিলেশন তৈরি করা হয়- একটি কমন ফিল্ডের মাধ্যমে।
- রিলেশন তৈরির শর্তসমূহ- ডেটাবেসের টেবিলগুলোর মধ্যে একটি কমন ফিল্ড থাকতে হবে। এই কমন ফিল্ডকে প্রাইমারি কী হিসেবে সেট করতে হবে।
- ডেটাবেসের টেবিলগুলোর মধ্যের রিলেশনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়- One-to-One, One-to-Many, Many-to-One, Many-to-Many রিলেশনশীপ।
- একটি এনটিটি সেটের একটি রেকর্ডের সাথে অন্য আর একটি এনটিটি সেটের যেকোনো একটি রেকর্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন তাকে বলে- One-to-One রিলেশনশীপ।
- একটি এনটিটি সেটের একটি রেকর্ড অন্য একটি এনটিটি সেটের দুই বা ততোধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে তখন তাকে বলে- One-to-Many রিলেশন।
- কোন একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে অন্য একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ডের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয়- Many-to-Many রিলেশনশীপ।
- Many-to- Many রিলেশনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়- তৃতীয় একটি টেবিল যার নাম জাংশন টেবিল।
- কর্পোরেট ডেটাবেস হলো- প্রয়োজনীয় সকল তথ্য একটি সার্ভার কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়।
- ডেটা সিকিউরিটি হলো- কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি যাতে গোপনীয় ডেটা অ্যাকসেস করতে না পারে সেই ব্যবস্থা।
- সাইফার টেক্সট হলো- অরিজিনাল ম্যাসেজকে এনক্রিপ্ট করে যে ম্যাসেজ পাওয়া।
- সিমেট্রিক এনক্রিপশনে- একই কী এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশনে ব্যবহার করা হয়।
- অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন- দুই ধরনের কী ব্যবহার করা হয়; Private key ও Public key।
- ডেটা এনক্রিপ্ট করার পদ্ধতি - সিজার কোড, ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড(Data Encryption Standard-DES) ও ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম (International Data Encryption Algorithm-IDEA)।

বিগত প্রশ্নোত্তর

01. UPDATE এবং ALTER কমান্ডের যথাক্রমে কোন ধরনের স্টেটমেন্ট? [GST- A : 20-21]
Ⓐ DML ও DDL Ⓑ DDL ও DDL
Ⓒ DDL ও DML Ⓓ DML ও DML
Ans Ⓐ

02. কোনটি ডাটাবেজের বড় ডাটা টাইপ? [GST- A : 20-21]
Ⓐ টেক্সট Ⓑ নম্বর
Ⓒ কারেন্সি Ⓓ মেমো
Ans Ⓓ

03. একটি Citizen Database-এ কোনটি প্রাইমারি-কী হতে পারে? [GST- A : 20-21]
Ⓐ নাম Ⓑ বয়স
Ⓒ ঠিকানা Ⓓ NID নম্বর
Ans Ⓓ

04. কোন পদ্ধতিটি ডাটাবেজ থেকে ডাটা খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়? [GST- B : 20-21]
Ⓐ সর্টিং Ⓑ কুয়েরিং
Ⓒ ফরমেটিং Ⓓ ইনডেক্সিং
Ans Ⓑ

05. কোন কমান্ডটি একটি টেবিল থেকে সব ডাটা নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়? [B : 20-21]
Ⓐ SELECT ALL Ⓑ SELECT ALL *
Ⓒ SELECT * Ⓓ SELECT **
Ans Ⓒ

06. ডাটার গোপনীয়তা নিশ্চিতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়? [GST- C : 20-21]
Ⓐ ইনডেক্সিং Ⓑ এনক্রিপশন
Ⓒ ডিক্রিপশন Ⓓ ইনফরমেটিক্স
Ans Ⓑ

07. সংক্ষিপ্ত ডেটা গ্রুপ আকারে প্রদর্শিত হয় কোন রিপোর্টে? [RU- B : 20-21]
Ⓐ সামারি রিপোর্ট Ⓑ ক্রসটেবুলেশন রিপোর্ট
Ⓒ রিপোর্টস ফরম Ⓓ রিপোর্ট উইথ লেবেল
Ans Ⓑ

08. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষায় নিচের কোনটি নিশ্চিত করা জরুরি? [RU- B : 20-21]
Ⓐ ডেটা সর্টিং Ⓑ ডেটা কুয়েরি
Ⓒ ডেটা ইনডেক্সিং Ⓓ ডেটা এনক্রিপশন
Ans Ⓓ

09. .... একটি বৈধ SQL টাইপ নয়। [RU- B : 20-21]
Ⓐ DECIMAL Ⓑ FLOAT
Ⓒ NUMERIC Ⓓ CHARACTER
Ans Ⓐ

10. নিচের কোনটি DBMS এর উদাহরণ? [RU- B : 20-21]
Ⓐ MS DOS Ⓑ MS EXCEL
Ⓒ C++ Ⓓ MS ACCESS
Ans Ⓓ

11. সংক্ষিপ্ত ডেটা গ্রুপ আকারে প্রদর্শিত হয় কোন রিপোর্টে? [RU- B : 20-21]
Ⓐ সামারি রিপোর্ট Ⓑ ক্রসটেবুলেশন রিপোর্ট
Ⓒ রিপোর্টস ফরম Ⓓ রিপোর্ট উইথ লেবেল
Ans Ⓑ

12. কম্পিউটার প্রোগ্রামের ত্রুটিকে বলা হয়- [RU- B : 20-21]
Ⓐ Follies Ⓑ Mistake
Ⓒ Bugs Ⓓ Spam
Ans Ⓒ

13. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষায় নিচের কোনটি নিশ্চিত করা জরুরি? [RU- B : 20-21]
Ⓐ ডেটা সর্টিং Ⓑ ডেটা কুয়েরি
Ⓒ ডেটা ইনডেক্সিং Ⓓ ডেটা এনক্রিপশন
Ans Ⓓ

CamScanner